আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৩ || সোমবার || ফাল্গুন ২২ || ১৪২৮ || শাবান ৩ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 23 || 7 March || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ইসলাম গ্রহণ কিংবদন্তি ফুটবলারের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ ও এসি মিলানের (বাকি অংশ ৩০ পাতায়

আন-এমপ্লয়মেন্টের তথ্য চেয়ে লেবার ডিপার্টমেন্টের চিঠি

বিশেষ প্রতিনিধি: মহামারী করোনার সময়ে আন-এমপ্লয়মেন্ট গ্রহীতাদের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ে জনে জনে তদন্তের চিঠি দিচ্ছে নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অব লেবার। চিঠিতে 'পেন্ডামিক আন-এমপ্লয়মেন্ট এ্যাসিসস্টান্স (পিইউএ)' বেনিফিট গ্রহীতাদের ফেডারেল ল'র অধীনে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। প্রেরীতি চিঠিতে ২০২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা এই বেনিফিট গ্রহণ করেছেন

নিয়ম বহির্ভূতভাবে বেনিফিট নিয়ে থাকলে সেই অর্থ ফেরৎ দিতে হবে

অনুসন্ধানে জানা গেছে, যে বা যারাই মহামারী করোনার সময়ে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট গ্রহণ করেছেন তারাই উল্লেখিত চিঠি পাচ্ছেন। এরকম চিঠি প্রাপ্তীর খবর একাধিক ব্যক্তি এই প্রতিনিধি-কে তাদেরকে আন-এমপ্লয়মেন্টের প্রমানাদী দাখিল করতে হবে। ডাক যোগে প্রেরীত চিঠিতে চলতি বছরের ১ জুনের মধ্যে সংশ্লিস্ট প্রমানাদী দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে। (বাকি অংশ ২৯ পাতায়



কেজিবি বস পুতিন যেভাবে অমিত শক্তিধর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৯৯৯ সাল। ঐ বছরের যুদ্ধই ভ্লাদিমির পুতিনকে ক্ষমতায় এনে দেয়। এখন আবার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, এই (বাকি অংশ ২০ পাতায়

করোনা না যেতেই যুদ্ধের দামামা: আতংক অনিশ্চিয়তা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দুই বছর ধরে প্রাণঘাতী করোনার সঙ্গে লড়াই করে আসছে বিশ্ববাসী। অদৃশ্য শত্রুর দাপট কমতে না কমতেই বেজে উঠেছে সত্যিকারের যুদ্ধের দামামা। সম্প্রতি শুরু হওয়া এই লড়াইয়ে সরাসরি ইউক্রেন-রাশিয়া জড়ালেও পরোক্ষভাবে সারাবিশ্বই এরই মধ্যে বইতে শুরু করছে এর জের। করোনার কারণে ধুঁকতে থাকা বৈশ্বিক অর্থনীতি বৈরিভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই সম্প্রতি শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রভাবে বড়ো ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। বিশ্ববাজারে বেড়ে গেছে তেল-গ্যাস-স্বর্ণের দাম। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

দেশ ছাড়ছে রাশিয়ার নাগরিকরাও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুদ্ধে জড়িয়েছে দেশ। নেমে আসছে একের পর এক পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। এই অবস্থায় নিশ্চয়তার আশঙ্কায় দেশ ছাড়ছে রাশিয়ার নাগরিকরা। বিবিসি শনিবার (বাকি অংশ ২০ পাতায়

হারিছ নয়, মারা গেছেন মাহমুদুর রহমান



মতিউর রহমান চৌধুরী: হারিছ চৌধুরী মারা গেছেন। মারা যাননি। এ নিয়ে রয়েছে নানা কৌতূহল। রয়েছে বিতর্ক। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন সত্যি হারিছ চৌধুরী মারা গেছেন। অনেকের মতে হারিছ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাইডেন ভুল বুঝলে আমার কিছু আসে যায় না : সৌদি যুবরাজ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার সম্পর্কে কিছু ভুল বুঝেছেন কি না তা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। বৃহস্পতিবার দ্য আটলান্টিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নির্বাচনকালীন সরকারঃ বিরোধী জোটে দুই মত

ঢাকা ডেস্ক: আগামী জাতীয় নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে সরকারবিরোধী জোট স্পষ্টই দুটি মত দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আগামী নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবিতে এক মঞ্চে আন্দোলন করলেও এখন ভিন্নমত প্রকাশ করছে জোটের শরিকরা। রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতৃত্বাধীন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

শয়ন কক্ষ থেকে জাপা নেতার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা ডেস্ক: পঞ্চগড় সদর উপজেলার জাতীয় পার্টির (জাপা) সাধারণ সম্পাদক ও পাথর ব্যবসায়ী গোলাম আযমের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)



শাকিল খানের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রবাসী সাবেক স্ত্রীর অভিযোগ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এক সময়ের আলোচিত নায়িকা সুমনা জনা। ৪০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করা এই নায়িকা চলচ্চিত্রকে বিদায় জানিয়ে পাড়ি জমান আমেরিকায়। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

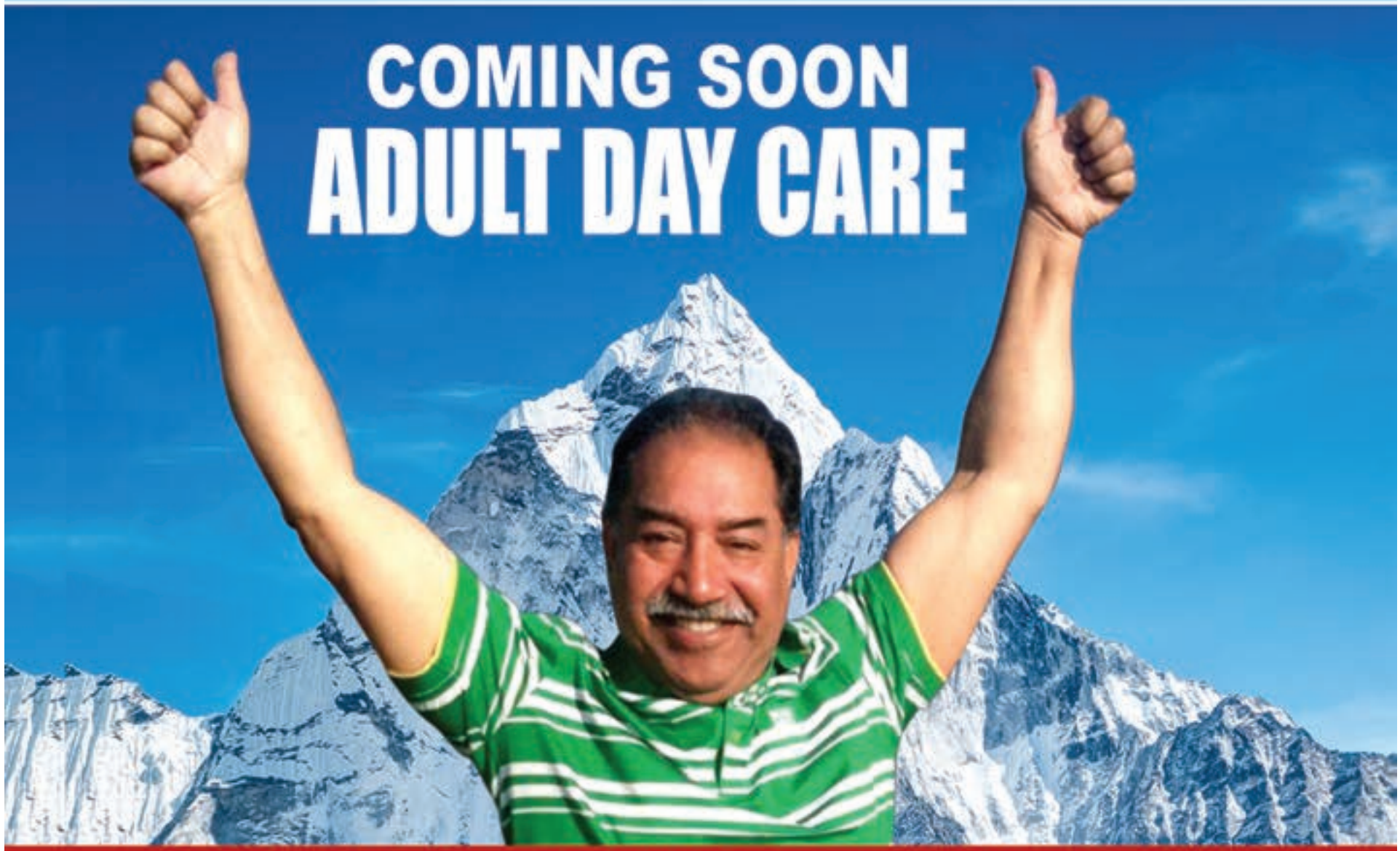
হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218
TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 7 // 2022

ফের হাসপাতালে সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিত



ঢাকা ডেস্ক: সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টাম-লীর সদস্য আবুল মাল আবদুল মুহিত অসুস্থ হয়ে ফের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় তাকে ঢাকায় গ্রিন রোডের গ্রিনলাইফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ধ্যায় আবদুল মুহিতের ছোটভাই পদ্মী শিশু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ঢাকা ডেল্টা হাসপাতাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এ মুয়িয সুজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে এ এম এ মুহিতের সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে তিনি ঢাকার বনানীর বাসায় শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, মুখ দিয়ে কোনো খাবার খেতে পারছেন না। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে সিলেট-১ আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্য করোনাক্রান্ত হলে ২০২১ সালের ২৯ জুলাই ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়।





বর্ণাঢ্য আয়োজনে কামাল-ফামিদার বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন

অপু: কউমিনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, যশোর সমিতি ইউএসএ'র কোষাধক্ষ কামাল হোসেন ও ফামিদা কামালের ১৪ তম বিবাহ বার্ষিকী বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাটিত হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারী জ্যাকসন হাইটের ইটজি চাইনিজ-এর পার্টি হলে রঙিন আয়োজনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দিত। যশোর সমিতির সভাপতি শাওন বাবলা, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম বাদল, মহিলা সম্পাদীকা ফারজানা চৌধুরী রিতু বড় কামালসহ সমিতির আরো অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শাওন বাবল, তরিকুল ইসলাম বাদল, ফারজানা চৌধুরী রিতু তাদের ব্যক্তব্যে কামাল-ফামিদাকে শুভেচ্ছা জানান এবং সুখী জীবন কামনা করেন। কমিউনিটির বিশিষ্ট প্রিয় গায়িকা স্নিগ্ধা কামাল এবং রাজীব সুন্দর গান পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার আর রঙীন মজাদার কেক মেহমানদের মুগ্ধ করে। কামাল হোসেন এবং ফাহমিদা কামাল উপস্থিত মেহমানদের ধন্যবাদ ও কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



প্যাপাইজ ম্যানেজার রায়হানের জন্মদিন পালন

নিউইয়র্ক: আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট লু-জিয়ানা কিচেন প্রাপাইজ হারলেম এলাকার থার্ড এভিনিউ শাখা ম্যানেজার মোঃ আবু রায়হান এর শুভ জন্মদিন পালন উপলক্ষে কর্মরত বাংলাদেশীদের উদ্যোগে গেলো সপ্তাহে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল কেক কাটা ও মধ্যাহ্ন ভোজ। এ সময় শেখ শফিকুর রহমান, সেলিনা বেগম, নার্গিস ইসলাম, জেসমিন উর্মী, আরিফুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, লুজিয়ানা কিচেন প্যাপাইজ রেস্টুরেন্টে ব্যাপক সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীরা ম্যানেজার, শিফট ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার সহ বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে কাজ করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। বর্তমানে প্যাপাইজ রেস্টুরেন্টে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীরা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন

ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোলেস্ট্রিন এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮১ কালেস্টরিন এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ইউক্রেন সংকট

বাংলাদেশী নাগরিকের নিরাপত্তা দিন

বৃহস্পতিবার (৩ মার্চ) বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইউক্রেনের জলসীমায় বাংলাদেশী জাহাজ আক্রান্ত এবং একজন প্রকৌশলী নিহত হওয়ার খবর আমাদের উদ্বিগ্ন না করে পারে না। আমরা জানি, যে কোনো যুদ্ধের প্রথমত শিকার হয় নিরীহ-নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর গত এক সপ্তাহেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেশটির অলভিয়া বন্দরের জলসীমায় বাংলাদেশী জাহাজ 'এমভি বাংলার সমৃদ্ধি' রকেট হামলায় অগ্নিদগ্ধ হয়। এ ঘটনায় ওই জাহাজের প্রকৌশলী হাদিসুর রহমান প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা এই মর্মন্তুদ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও নিহত প্রকৌশলীর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। সরকারকে তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানাই। হাদিসুর রহমান প্রথম বাংলাদেশী, যিনি ইউক্রেন যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, রকেটটি কারা ছুড়েছে, তা স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) মালিকানাধীন ওই জাহাজে হাদিসুর রহমানসহ ২৯ জন নাবিক ছিলেন। জাহাজটির আগুন নেভানো ও বাকিরা অক্ষত রয়েছেন; খাবারসহ অন্যান্য রসদ পর্যাপ্ত রয়েছে- এ তথ্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। আমরা মনে করি, ওই অঞ্চলে বিরাজমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা আরও জোরদারের বিকল্প নেই। বৃহস্পতিবার সমকালে প্রকাশিত ভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তিন দিন আলোচনা-বিতর্কের পর ভোটাভুটিতে রাশিয়ার সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব পাস হয়। শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান সংকট নিরসনে বাংলাদেশ বরাবরই শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে জোর দিয়ে আসছে।

আমরা জানি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়।' সংবিধানের সন্নিবেশিত আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বিধানগুলোয় মানবতা ও শান্তির পক্ষে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এ অবস্থায় ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখন্ডতার নীতির প্রতিও বাংলাদেশ অবিচল। আমরা মনে করি, জোরদার কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শান্তিপ্রিয় সবাইকে এক কাতারভুক্ত হয়ে বিদ্যমান সংকট নিরসনে অধিকতর সক্রিয় হওয়া সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। আমরা এও মনে করি, উভয় পক্ষকেই আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। মানবিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতিবন্ধক সবকিছু পরিহার করতে হবে। এরই মধ্যে এই সংঘাতে অনেক বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। অনেকেই হয়েছেন উদ্বাস্তু। বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি এরই মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি করেছে এবং তা উন্নত-অনুন্নত কোনো দেশের জন্যই যে সুখকর হবে না- তা বুঝতে কারও বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

রাশিয়ার অংশ হিসেবে ইউক্রেনের পরিচিতি দূর অতীতের নয়। আজ সংঘাতে লিপ্ত এ দুদেশের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচার প্রায় এক এবং ইউক্রেনীয়দের এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধের মাঝেও দৃশ্যত সম্প্রীতি ছিল। তাই আমরা মনে করি, নব্বইয়ের দশকে স্বাধীন-সার্বভৌম ইউক্রেন ও রুশ জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের অতীত অধ্যায় ধরেই উভয় দেশের নেতৃত্বকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ নির্ণয় করতে হবে। তাতে যেমন যুদ্ধের বলি হওয়া থেকে রক্ষা পাবে অসংখ্য প্রাণ, তেমনি বিশ্বশান্তিও বজায় থাকবে।

আমরা দেখছি, ইউক্রেন সংকটকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার 'ঠান্ডা যুদ্ধ ক্রমে 'গরম' হচ্ছে। আমরা এই সম্পাদকীয় স্তম্ভেই লিখেছিলাম, অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়েই সোভিয়েত অঞ্চলসহ গোটা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার আন্তরিক উদ্যোগের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে আমরা এও মনে করি, বাংলাদেশের পক্ষে যথাসম্ভব কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আমরা দেখছি, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের সুস্পষ্ট অবস্থান শান্তির পক্ষে। কিন্তু পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো যদি কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন না করে, তাহলে শান্তিই শুধু সুদূরপরাহত থাকবে না; ঝুঁকির ক্ষেত্রও বিস্তৃত হবে। মারণাস্ত্রের ভয়াবহতার নানা ধকল যেখানে মানব সভ্যতার সামনে এখনও ক্ষত হয়ে আছে; সেখানে আর কোনো ধ্বংসের নজির শান্তিপ্রিয় কেউই দেখতে চায় না।



আহমেদ আমিনুল ইসলাম

৭ মার্চের ভাষণ ও জয় বাংলা : বাঙালীর মুক্তি ও অগ্রযাত্রার সনদ

আবারো 'জয় বাংলা' বাঙালীর জাতীয় স্লোগান হিসেবে নবরূপে মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সংগীত এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগানে রূপ দিয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙালীর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার কাছে আমাদের শ্রদ্ধার শেষ নেই। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক মুহূর্তের পূর্বে এবার এমন একটি খবরে আমরা উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত। অনেকে জয় বাংলাকে কেবল আওয়ামী লীগের দলীয় স্লোগান মনে করেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা তো বটেই স্বাধীনতার সপক্ষ সাধারণের কাছে এটা ছিল সর্বজনীন উচ্চারণ। আবার আরেক শ্রেণির মানুষ সাম্প্রদায়িক কিংবা ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব থেকে দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করে থাকে যে, জয় বাংলা হিন্দু আদর্শ থেকে আগত এমনকি এটি ভারতের দালালদের স্লোগান মাত্র! কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম বাঙালির সহস্রবর্ষের ইতিহাস ও প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধিপূর্বক জয় বাংলা স্লোগানকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে ওঠা ও বিজয়ীর স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করবেন।

আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। এ দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ মানুষের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে দিকনির্দেশনামূলক এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানী শাসকদের নানা রকমের অজুহাত ও টালবাহানার মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল ৭ মার্চ। ফাগুনের আগুন ঝরানো সময়! উত্তাল মানুষ, উত্তাল দেশ! সেই উত্তাল ও উদ্বেলিত সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার একটি মাত্র ভাষণে বাঙালীর সামগ্রিক জীবনের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছিলেন এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত- বাঙালীর জীবনের এক শাশ্বত সিদ্ধান্ত। এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ তার ওপর নির্ভার সমর্পণ করেছিল বলেই বঙ্গবন্ধুও স্বচ্ছন্দভাবেই এরূপ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। সক্ষম হয়েছিলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে আপামর বাঙালীর জীবনকে মুক্তির আহ্বানে উজ্জীবিত করার। তার আহ্বানে বাঙালী উজ্জীবিত হয়েছিল। আর সেজন্যই লাখ লাখ মানুষ বঙ্গবন্ধুর ডাকে নিঃশর্ত ও অসংকোচে সশস্ত্র ও শক্তিধর পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সমগ্র বাঙালী জাতিকে দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। তাই ৭ মার্চের ভাষণের পর এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ হিসেবে বাঙালীর প্রস্তুতি গ্রহণের ইতিহাস কম দীর্ঘ ছিল না। প্রায় চব্বিশ বছরের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতন ও নিপীড়নের জমাট ক্ষোভ ও সংক্ষোভ বাঙালীকে একদিকে যেমন তিল তিল করে প্রতিবাদী হিসেবে তৈরি করেছিল তেমনি নির্বাচনোত্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের দীর্ঘসূত্রতাও তাদের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। ৭ মার্চ তাই ঐতিহাসিকভাবেই হয়ে ওঠে বাঙালীর সব ধরনের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির আহবান। ৭ মার্চ হয়ে ওঠে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে সমুন্নত রাখার উদ্দীপনায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার আহবান-হয়ে ওঠে সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান। পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনৈতিক ভাষণগুলোর মধ্যে ৭ মার্চে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মানব মুক্তির এক বিশ্ব সেরা সনদ। ইউনেস্কো ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এই ভাষণটিকে বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণের প্রেরণা থেকে, বঙ্গবন্ধুর অমিত সাহসী সেই উদ্দীপনা



থেকে বাঙালী জাতির সম্মুখে একদিকে ভৌগোলিক স্বাধীনতার স্বপ্ন যেমন বাস্তবে রূপান্তর ঘটে অপরদিকে তেমনি অর্থনৈতিক মুক্তির পথও নির্দেশ করে। এক কথায় সমকালীন বাঙালী মানসে স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে যে চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ করা গিয়েছিল ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে তার এক সুনির্দিষ্ট পরিণতি পায়। সেদিনকার সেই ভাষণ বাঙালীর সামগ্রিক মানস থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা না থাকার বিষয়েও সব দ্বিধার অবসান ঘটে যায়। সবার সম্মুখে তখন একটি মাত্র লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। সে লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর ভাষায় : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সুতরাং ৭ মার্চের প্রণোদিত বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে প্রাণোৎসর্গও দেশবাসীর জন্য সহজ হয় উঠেছিল। তাই দেশের আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, কুলি, কেরানি সবাই জাতির মুক্তির লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন 'জয় বাংলা' স্লোগানে বুকভরা নিশ্বাসে। পাকিস্তানী হায়েনা আর এ দেশীয় দালালদের কাছে ৩০ লাখ মানুষের তাজা প্রাণের আত্মাহুতি আর আড়াই লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বহুল আকাঙ্ক্ষার ও স্বপ্নের স্বাধীনতা, পেয়েছি মুক্তির আস্বাদ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে এবং ধর্মের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় এক শ্রেণির মানুষকে বুঁদ বানিয়ে এবং 'বহু দলীয় গণতন্ত্র' প্রবর্তনের আড়ালে মূলত স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাদের সমর্থনে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে। এই অপশক্তির মদদপুষ্ট শাসকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম-নিশানাসহ আওয়ামী লীগকেও নিশ্চিহ্ন করার প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি প্রগতিশীল রাজনীতিচর্চার পথকেও কণ্টকিত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সাধারণ মানুষকে উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত করার অমিত স্লোগান জয় বাংলাকেও তারা নিষিদ্ধ করে! সর্বস্তরে উচ্চারিত জয় বাংলা স্লোগানকে শাসকরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই নিষিদ্ধ করে। জয় বাংলা উচ্চারণের পরিবর্তে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর অনুকরণে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ স্লোগান চালু করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর অতিক্রম করে পুনরায় বাঙালী তার সেই প্রাণাদিত আবেগের স্লোগানটি আবার ফেরত পেতে যাচ্ছে! ইতোমধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি হয়ে গেছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখের একটি খবর। ৭ মার্চের ভাষণের স্মরণীয় দিবসটির আগে মহামান্য উচ্চ আদালতের রায় অনুসারে এবার রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ফজর	৫.০১	৫.০০	৪.৫৮	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৩	৫.৫৩
সূর্যোদয়	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৪	৬.১২	৬.১১	৬.০৯	৭.০৯
জোহর	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৫	১২.০৫	১.০৫
আসর	৪.১১	৪.১১	৪.১২	৪.১৩	৪.১৪	৪.১৫	৫.১৫
মাগরিব	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৮	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৭.০২
এশা	৭.১১	৭.১২	৭.১৩	৭.১৪	৭.১৫	৭.১৬	৮.১৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তবতায় বাংলাদেশের করণীয়

ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী

রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে সর্বাত্মক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব এখন এক নতুন মেরুকরণের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবেচনায় এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী 'এলায়েন্স সিস্টেম' গড়ে ওঠার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এ প্রবন্ধটি যখন লিখছি, তখন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রুশ বাহিনী ঢুকে পড়েছে এবং সর্বাত্মক আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, তা নির্ভর করছে রাশিয়া কত দ্রুত কিয়েভ দখলে নিতে পারে তার ওপর। যদি কিয়েভের পতন দ্রুত হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যে লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তা সাফল্যের মুখ দেখবে বলেই মনে হচ্ছে এবং এতে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়তো এড়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু কিয়েভ দখল বিলম্বিত হলে বিশ্বরাজনীতি ভিন্ন মাত্রা লাভ করতে পারে। এতে পশ্চিমা শক্তিগুলো পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় পাবে এবং পুতিনকেও তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হতে পারে। কেননা পুতিনের পেছনে ফিরে আসার রাস্তা ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

পশ্চিমা শক্তিগুলো যদিও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এখনো শুরু করেনি, কিন্তু রাশিয়া ও পুতিনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যেই তারা এক ধরনের যুদ্ধই শুরু করেছে বলা যায়। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে ফ্রান্স ইতোমধ্যেই সাগরে পণ্যবাহী রুশ জাহাজ আটকে দিয়েছে।

বিশ্ব বর্তমানে দুটি বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশ ও ব্রিটেন; অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, বেলারুশ, উত্তর কোরিয়া, ইরান, কিউবা ইত্যাদি দেশ। ভারত যদিও নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে, তবে ঐতিহাসিক কারণেই দেশটি শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার পক্ষেই থাকবে। পাকিস্তানও তা-ই করবে। আরব ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ, মধ্য এশিয়া ও বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলো পরিস্থিতি বুঝে যে কোনো সময় যে কোনো দিকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে। এ সবই নির্ভর করছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ রুশ আক্রমণের মুখে কতক্ষণ টিকে থাকে তার ওপর।

রাশিয়ার আকস্মিক এ উত্থান মার্কিন নীতিতে ক্ষুব্ধ ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে উৎসাহী করে তুলেছে। রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করার পর ন্যাটো কৃষ্ণসাগর এলাকা থেকে তার যুদ্ধজাহাজ সরিয়ে নেয়। তাছাড়া ন্যাটো কর্তৃক ইউক্রেনকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুত প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তাদানে অস্বীকৃতি সেই বলয়ের দুর্বলতা স্পষ্ট করে তুলেছে এবং এর ফলে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থাহীনতা প্রবল হচ্ছে।

একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে রাশিয়ান জোটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কতটুকু যৌক্তিক হবে, তা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। ব্রাজিল ইতোমধ্যেই ইউক্রেনকে 'গর্দভ' সম্বোধন করেছে।

একটি প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হলে ক্রিমিয়া ও বেলারুশ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকায় ন্যাটোর স্থল সৈন্যের পক্ষে রাশিয়া আক্রমণ করা সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। যদি কিয়েভের দ্রুত পতন ঘটে আর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তিগুলো একটি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিতে না যায়, তাহলে এটি নিশ্চিত যে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার কাঠামোতে ব্যাপক রদবদল হতে যাচ্ছে। ফলে বিশ্ব আবার একটি স্নায়ুযুদ্ধের যুগে প্রবেশ করতে চলেছে। সে ক্ষেত্রে বিশ্বরাজনীতির ক্ষমতার ভরকেন্দ্র ইউরোপ থেকে ইউরেশিয়ায় চলে আসতে পারে এবং বিশ্বে মার্কিন আধিপত্যের যুগের অবসানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এর ফলে রাশিয়ার প্রভাবে চীন-ভারত-পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ শুরু হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এ যুদ্ধের খুবই নেতিবাচক একটি সম্ভাব্য প্রভাব এই যে, এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব যে নতুন স্নায়ুযুদ্ধের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেশে দেশে গণতন্ত্র সংকুচিত হয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।



ইউক্রেন-রাশিয়া দ্বন্দ্ব থেকে বিশ্ব তথা বাংলাদেশের মতো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর শেখার আছে অনেক কিছু। এ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ আশু নেওয়া প্রয়োজন তা হলো, 'আমরা আমাদের বন্ধু পরিবর্তন করতে পারি যে কোনো সময়, কিন্তু প্রতিবেশী পরিবর্তন করতে পারি না।' পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন।

রাশিয়া ইউক্রেনকে দিয়ে তার অভিযান শুরু করলেও মস্কো এতেই থেমে থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ প্রেসিডেন্ট পুতিন ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, তিনি রাশিয়ার আগের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া পুতিন তার পূর্ববর্তী পারমাণবিক ডকট্রিন থেকে সরে এসে 'পারমাণবিক রেড অ্যালার্ট' জারি করায় তার অনমনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলের সাবেক সোভিয়েতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে (যেমন-লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া) ন্যাটোর প্রভাব শূন্যে নামিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলেই মনে হয়। জাপান ও জার্মানি যদিও পাশ্চাত্যের শক্তিবলয়ে অবস্থান করছে, কিন্তু তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি ভুলে গেছে বলে মনে হয় না।

রাশিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারক দেশ। ইউরোপের প্রয়োজনীয় জ্বালানির, বিশেষ করে তেল ও গ্যাসের বৃহত্তম জোগানদার হলো রাশিয়া। সুতরাং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কতটুকু কার্যকর হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে রাশিয়া হয়তো তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে। তবে এ যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্বব্যাপী খুব গভীর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে, বিশ্বের শেয়ার মার্কেটগুলো ফ্লাকচ্যুয়েট করা শুরু করেছে। তাছাড়া কিয়েভের পতন না হলেও ইউক্রেন মূলত রাশিয়ার দখলে চলে যাওয়ায় ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের খাদ্য সংকটে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, কারণ ইউক্রেন মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের রুটির বড় জোগানদার।

রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিশ্বরাজনীতির মনোযোগ সরে যাওয়ায় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত হয়ে পড়তে পারে। এজন্য কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের সমন্বয় করে এগোতে হবে। মিয়ানমার কীভাবে তার কূটনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে পালটা কূটনৈতিক নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সেজন্য শুধু ব্যুরোক্রেটদের ওপর নির্ভর না করে এ বিষয়ে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিশেষ কৌশল নির্ধারণী কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লবিস্ট গ্রুপগুলোকেও বিবেচনায় নেওয়া অসঙ্গত হবে না।

ইউক্রেন-রাশিয়া দ্বন্দ্ব থেকে বিশ্ব তথা বাংলাদেশের মতো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর শেখার আছে অনেক কিছু। এ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ আশু নেওয়া প্রয়োজন তা হলো, 'আমরা আমাদের বন্ধু পরিবর্তন করতে পারি যে কোনো সময়, কিন্তু প্রতিবেশী পরিবর্তন করতে পারি না।' পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন।

এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বে জ্বালানি সংকট তীব্র হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে যেতে পারে। সেজন্য সময় থাকতেই পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুতের বিষয়টি ভাবতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতি সংকটের মুখে পড়বে।

বাংলাদেশের অন্যতম বড় সমস্যা এ দেশের মানুষের হুজুগপ্রবণতা। এ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে বৈশ্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে একদিকে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সবসময় সিন্ডিকেট করে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়; অপরদিকে জনগণও আতঙ্কিত হয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত করে, যা সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালে পেঁয়াজের কৃত্রিম সংকট, কোভিড-১৯ শুরুর সময়ের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুতের হিড়িক এবং বর্তমানে ভোজ্যতেলের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির পেছনে যতটা না বাস্তব কারণ রয়েছে, তার চেয়ে জনসচেতনতার অভাব ও সরকারের পূর্বপ্রস্তুতির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অসহায়ত্বও ক্রিয়াশীল অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। এসব বিষয় মাথায় রেখে বাংলাদেশ এখনই কৌশল নির্ধারণে তৎপর না হলে তা হবে এক ঐতিহাসিক উদাসীনতা।

লেখক: অধ্যাপক ও সভাপতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

বিনা ভোট রাতের ভোট এবং সিইসির ভবিষ্যৎ



গোলাম মাওলা রনি

বিনা ভোটের নির্বাচন যে কিভাবে হয় এবং কোনো ভোট ছাড়াই একদল লোক কিভাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে যান তা আমরা কোনো দিনই জানতে পারতাম না যদি আমাদের জাতীয় জীবনে ২০১৪ সাল না আসত এবং সে বছর যদি দশম সংসদ শিরোনামে কোনো নির্বাচন না হতো। বিনা ভোটের নির্বাচনে আমি ছিলাম একজন পর্যবেক্ষক এবং রাতের ভোটের নির্বাচনে ছিলাম ভুক্তভোগী। সুতরাং এই দু'টি নির্বাচন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনলে আপনারা খুব সহজেই নয়া সিইসি হাবিব উল আউয়াল পরিচালিতব্য দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন কেমন হবে তা খুব সহজে অনুমান করতে পারবেন।

আজকের শিরোনাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে সিইসি হাবিব উল আউয়াল নামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের দেশের ধর্মবিশ্বাসী লোকজন বিশ্বাস করেন যে, মানুষের নামের সাথে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অন্য দিকে, জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে মানুষের রাশিফল ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বিশ্বের প্রায় সব নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানুষের নামের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তো সেই হিসেবে আমরা যদি হাবিব উল আওয়াল নামের অর্থ খুঁজি তবে ভদ্রলোক সম্পর্কে হয়তো কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারব। হাবিব শব্দের অর্থ বন্ধু এবং এই বন্ধু হলো বস্তুগত বন্ধু। আরবিতে আরো দুই ধরনের বন্ধুত্ব রয়েছে যাদের একটির নাম হামিম। আর হামিম হলো সেই বন্ধু যে কিনা বিপদের সময় অন্য বন্ধুকে ফেলে পালিয়ে যায় না। হামিম ছাড়া আরেক শ্রেণীর বন্ধু রয়েছে যাদের বলা হয় মাহবুব। মানুষ যখন পার্থিব লোভ লালসা-কামনা-বাসনা ভুলে সত্যিকারার্থে কারো প্রেমে মুগ্ধ হয় তখন তাকে মাহবুব বলা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত বর্ণনা মতে, আপনি যদি হাবিব উল আউয়াল শব্দের ব্যাখ্যা খোঁজেন তবে এমন এক ব্যক্তির নাম পাবেন যিনি শুরু থেকেই কারো বন্ধু ছিলেন এবং সেই বন্ধুত্ব হামিম অথবা মাহবুবের মতো নয়। অর্থাৎ এই বন্ধুত্বের বিনিময়ে জাগতিক লেনাদেনা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় প্রথম থেকেই তিনি কার বা কাদের বন্ধু ছিলেন তা বোঝার জন্য আপনাকে উল শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থ খুঁজতে হবে এবং হাবিব ও আউয়ালের মাঝখানে যদি উল যুক্ত হয় তবে বন্ধুত্বের ধরন ও প্রকৃতির সাথে সাথে পরিধিও নির্দিষ্ট করা যায়।

যাহোক, নামের ব্যাখ্যা নিয়ে আজকের নিবন্ধে আর বিশেষ কিছু বলব না। তবে তার চাকরি জীবন-সিইসি হিসেবে নিয়োগ লাভ এবং নিয়োগপ্রাপ্তির পর থেকে আজ অবধি তিনি যা বলেছেন

আজকের শিরোনাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে সিইসি হাবিব উল আউয়াল নামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের দেশের ধর্মবিশ্বাসী লোকজন বিশ্বাস করেন যে, মানুষের নামের সাথে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অন্য দিকে, জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে মানুষের রাশিফল ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বিশ্বের প্রায় সব নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী

তার সাথে হাবিব উল আউয়াল, হা-আউয়াল নাকি আউয়ালু হা'র সম্পর্ক বেশি তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব সম্মানিত পাঠকদের ওপর ন্যস্ত করে আমি এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করতে চাই। নিবন্ধের শুরুতে বলেছিলাম, ২০১৪ সালের বিনা ভোটের নির্বাচনে আমি একজন পর্যবেক্ষক ছিলাম এবং ২০১৮ সালের রাতের ভোটের ছিলাম ভুক্তভোগী। ফলে বিগত দু'টি নজিরবিহীন ভোটের অভিজ্ঞতা সংবলিত একজন আদমসন্তান হাবিব উল আউয়াল প্রকৃতির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরিচালিতব্য আগামী নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছে সেটা সহজ সরল ভাষায় আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব।

শুরুতেই ২০১৪ সালের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভোটারবিহীন অটো-এমপি বানানোর নির্বাচন নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। নবম পার্লামেন্টের একজন নবীন সদস্যরূপে আমি ২০১২ সাল পর্যন্ত আমার সর্বোচ্চ মেধা-মনন এবং সামর্থ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে আমার নির্বাচনী এলাকা গলাচিপা-দশমিনার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সর্বোচ্চ শ্রম দিয়েছি। কিন্তু দলীয় কোন্দল-হানাহানি এবং সরকারের বিভিন্ন কর্ম বিশেষত দুর্নীতিবাজ-রাজনীতিবিদ-আমলাদের দৌরাত্ম্যের কারণে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আমার হতাশা এবং দুর্নীতির সাগরচুরির বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারার বেদনার কারণে আমি রাজনীতির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি।

২০১৩ সালে আমি চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হই এবং তাদের প্ররোচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের চক্ষুশূলে পরিণত হই। আমাকে ঘায়েল করার জন্য মদ-জুয়া-নারী-অর্থ-পদ-পদবি ইত্যাদি বহুমুখী চক্রান্তের জাল ফেলা হয়। মহান আল্লাহর দয়ায় আমি সব চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন চক্রান্তকারীরা আমার বিষয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে একদা আমার জন্য জেলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং আমার কাছে তা সার্বিক বিবেচনায় নিরাপদ বলে মনে হয়। ২০১৩ সালের কোন দিনে জেলে গিয়েছিলাম বা কবে বের হয়েছিলাম তা আজ আর মনে নেই। তবে সেবার আমি যে মোট ৪৯ দিন জেল খেটেছিলাম তা মনে আছে। যেদিন জেল থেকে বের হলাম সেদিন সংসদ অধিবেশন চলছিল। জেলগেট থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠামাত্র সংসদে আমার বন্ধু-বান্ধবময় মুরুব্বিদের অনেকেই ক্রমাগত ফোন দিতে থাকলেন। তাদের সবাই সরাসরি সংসদে যোগদানের অনুরোধ জানালেন। আমি কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বাসায় এলাম এবং দুপুরের খাবার খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলাম। ঘুম থেকে উঠে সংসদে যাওয়ার কথা মনে হওয়ামাত্র একটি দৃশ্য আমার কল্পনায় এলো। রাজনীতির প্রথা অনুযায়ী সংসদে গিয়ে আমাকে দলীয় প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আমার সঙ্গে অনেকেই যাবেন এবং সেই সাক্ষাৎপর্বে অনেক দর্শক থাকবে। প্রথানুযায়ী আমাকে অবনত মস্তকে প্রধানমন্ত্রীর পা ধরে সালাম করতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজ মুখে ক্ষমা চাইতে হবে নতুবা আমার বন্ধুরা আমার পক্ষে সমস্বরে বলে উঠবেন- আপা রনি ভুল করেছে। মাফ করে দেন!

উল্লিখিত দৃশ্য মনে হওয়ামাত্র আমার মনে কিংবদন্তির মিসরীয় বিপ্লবী সাইয়েদ কুতুব এবং তৎকালীন মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের কাহিনী মনে পড়ল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সংসদে যাবো না। আমার সংসদ সদস্য পরিচয়পত্র, গাড়ির স্টিকার সব ফেলে দিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেবো না। আমার এই সিদ্ধান্তের পর আরো ৯-১০ মাস সংসদ কার্যকর ছিল। কিন্তু আমি সংসদে যাওয়া তো দূরের কথা সংসদ ভবন দেখা যায় এমন সব রাস্তা দিয়ে চলাফেরা পর্যন্ত করিনি। আওয়ামী লীগের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে বাকি জীবন কাটানোর প্রত্যয় নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন আরম্ভ করলাম। দশম সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে এলো ততই দেশের রাজপথ গরম হতে থাকল। আমি অনুমান করলাম যদি সুষ্ঠু ভোট হয় তবে আওয়ামী লীগ ৩০-৩৫টির বেশি আসন পাবে না। এ অবস্থায় এই দলের একজন সংসদ সদস্য হিসেবে ভবিষ্যতে আমার ওপর কি রাজনৈতিক বিপর্যয় হতে পারে তা হিসাব করে মন শক্ত করতে থাকলাম।

দশম সংসদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার পর পুরো দেশ রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে পড়ল। ঢাকার রাজপথে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলছিল না। আওয়ামী লীগ একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিলো এবং কথাবার্তায় বেশ নমনীয় এবং কৌশলী হয়ে পড়ল। তারা দশমুখে প্রচার করল যে, এটা একটা নিয়মরক্ষার নির্বাচন এবং অতীতকালে বিএনপির ১৫ ফেব্রুয়ারীর নিয়মরক্ষার নির্বাচন যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনভাবেই এই নির্বাচনটি হবে। বিরোধী দলগুলো আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করল না। তারা রাজপথের চাপ ক্রমাগত বাড়াতে থাকল এবং নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় একটা নজিরবিহীন বিনা ভোটের নির্বাচন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন সংসদ সদস্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পয়দা হয়ে যাওয়া এবং নির্বাচন-পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতদের দূতিয়ালি সম্পর্কে সামান্য পূর্বানুমান অথবা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের চেষ্টা বিএনপি করেনি। ফলে ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল অবধি টানা পাঁচ বছর ধরে দেশের সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত ৮০ ভাগ মানুষ চরম মনোবেদনা হতাশা উত্তেজনা (বাকি অঙশ ৯ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা সমমূল্যে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চাকরি কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার খ ইমিগ্রেশন সুবিধা নিয়ে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

বিনা ভোট রাতের ভোট এবং সিইসির ভবিষ্যৎ

(৮ পাতার পর)

এবং নানারকম বিভ্রান্তি ও ভেলকিবাজি দ্বারা নিজেদের রাজনৈতিক বোধবুদ্ধি ক্ষমতা হারাতে হারাতে প্রায় মেরুদণ্ডহীন অরাজনৈতিক প্রাণীতে পরিণত হলো।

২০১২-১৩ সালে এবং ২০১৪ সালে এই দেশের কোন মানুষ যেমন কল্পনা করতে পারেনি যে, ভোটের নামে বিনা ভোট বা অটোভোট হতে পারে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল হতে পারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তদ্রুপ ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ সকালবেলা পর্যন্ত মানুষ কল্পনা করতে পারেনি যে, মহাকালের গণতন্ত্র এবং ভোটের ইতিহাসে অথবা ভোটের ডিকশনারিতে রাতের ভোট নামক শব্দ সংযুক্ত হতে পারে। মানুষ যখন প্রথম শুনেছিল যে, সারা বাংলাদেশের সব নির্বাচনী এলাকায় প্রায় একই সময়ে সব ভোটকেন্দ্রে প্রায় একই কায়দায় রাতের কর্ম করে ফেলা হয়েছে তখন বিস্ময়ে সবাই মাজনুন হয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, ২০১৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাতের বেলায় গণহারে সারা বাংলায় যে দুষ্কর্ম হয়েছিল তার কার্যকারণ, নেপথ্যের কাহিনী, লেনদেন, সে রাতের পুতুল খেলার পরিচালক-শিল্পী, কলাকুশলীদের সম্পর্কে এখন পর্যন্ত দেশের মানুষ বিস্তারিত জানেন না।

উল্লিখিত অবস্থায় নয়া সিইসি যদি অনাগত দিনে চমক দিতে চান তবে তাকে এমন কিছু করতে হবে যা এ দেশের মানুষ বর্তমানকালে তো দূরের কথা অনাগত দিনে যদি তার অধীনে কোনো জাতীয় নির্বাচন হয় তবে সেই নির্বাচনের পরের দিন থেকে দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্তও মানুষ অবাক হয়ে ভাববে এটা তিনি কিভাবে করলেন। তিনি যদি তার নিয়োগকর্তা হিসেবে আওয়ামী লীগকে ভাবেন তবে তার কর্ম হবে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের কর্ম থেকেও জটিল-কুটিল এবং রহস্যজনক। আর তিনি যদি মহান আল্লাহর অন্যতম গুণবাচক নাম আল আউয়ালের মর্মার্থ হৃদয়ে ধারণ করে নিজের আউয়াল নামের শুকরিয়া আদায় করতে চান এবং তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে মহান আল্লাহর দয়ায় তিনি সিইসি পদ পেয়েছেন তবে তার হেকমতের দরজা খুলে যাবে। তার মন-মস্তিষ্ক এবং তার শক্তিসামর্থ্য এমন সব অলৌকিক রসায়ন লাভ করবে যার ফলে তিনি ভবিষ্যতে জাতিকে এমন একটি নির্বাচন উপহার দেবেন যা দেখে আওয়ামী লীগ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে শুধু বলতে থাকবে- এটা হলো কিভাবে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে আব্দুর রহমানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছিলাম। এখন আমি এ ব্যাপারে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। বিষয়টি হচ্ছে আমি একটি কোম্পানী থেকে লেঅফ পেয়েছি। তারপর থেকে আমি আন এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট ভোগ করে আসছি। আমার জানার বিষয়টি হচ্ছে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমার আত্মীয় আমার বেনিফিটের পেপার মেইল করেছিলো। তারপর আমি চেক পেয়ে সেই চেক ভাঙ্গিয়ে ক্যাশ করেছি। এর মধ্যে আমার সিটিজেনশীপের ইন্টারভিউ ছিলো। আমি যথারীতি ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ইন্টারভিউ অফিসার আমাকে একটা লিখিত কাগজ দিয়েছিলো তাতে উল্লেখ আছে যে আমি এদেশের বাইরে থাকার পরেও কিভাবে বেনিফিট গ্রহণ করেছি?

এ ব্যাপারে তারা আমার কাছে ব্যাখ্যা দাবী করেছে। এখন কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে আমি জানিনা। আমাকে কি বেনিফিটের টাকা ফেরত দিতে হবে? আমি কি আবার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারব? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

আব্দুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি সিটিজেনশীপের জন্যে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সিটিজেনশীপের জন্য কোয়ালিফাইড করতে হলে আবেদনকারীর কি কি গুণাবলী দরকার। সে সম্পর্কে জানা থাকা।

এ ব্যাপারে প্রথমেই যা জানা থাকা দরকার তাহলো যে আবেদনকারীকে অবশ্যই ১৮ বছর বয়সী বা তার উর্ধ্ব বয়সী হতে হবে। তারপর গ্রিনকার্ড পাবার পর তাকে পাঁচ বছর ক্রমাগতভাবে এদেশে বসবাস করতে হবে। ঐ ব্যক্তিকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। এছাড়াও আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। কিন্তু উল্লেখিত রিকোয়ারমেন্টগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি অন্যায়ভাবে নিজের কাছে কোন অর্থ বা চেক রেখে থাকেন তবে এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমিগ্রেশন এটাকে ভালো নৈতিক চরিত্রের অভাব বলে মনে করে। নিউইয়র্ক এবং অন্য আরো কিছু স্টেটে আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট প্রদান করে এমপ্লয়ারের আনএপ্লেয়মেন্ট ইনস্যুরেন্স। এটা সাধারণত সিটিজেনশীপের আবেদনে কোন প্রভাব ফেলে না। আপনি হয়তো আবারো সিটিজেনমীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। নতুন করে সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করার আগে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করাটা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি। সিটিজনশীপের অস্বীকৃতি এবং চেক সম্পর্কে পরামার্শ পেতে চাইলে এসবের ভিত্তি এবং আপনার তথ্যপত্র না দেখলে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পরমার্শ দেয়া সমীচিন নয়।

নিউইয়র্ক থেকে মিলন রহমানের প্রশ্নঃ

আমার এক বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে তার ভাইয়ের সন্তানেরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আবেদনকারী ভাই মার গেছেন। এ কারণে আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে এই আবেদনের অবস্থা এখন কেমন হবে আর আবেদনের অন্তর্ভুক্ত ঐ সন্তানদের অবস্থাই বা কেমন হবে?

মিলন রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটগরী আছেঃ

ক) ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান এবং খ) ২১ উর্ধ্ব বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ ক্যাগরীতে পড়ে আর ২১ উর্ধ্ব বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটাগরীতে পড়ে।



একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন। একজন গ্রিনকার্ডধারী তার নিম্নলিখিত আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

স্পাউস (স্বামী-স্ত্রী এবং ২) অবিবাহিত সন্তান।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

স্পাউস (স্বাম/স্ত্রী), ২) সন্তান -২১ নিম্ন এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সের বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান, ৩) মা-বাবা এবং ৪) ভাই বোন।

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রিফারেন্স পড়েন বলে এই ক্যাটাগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয় না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাই বোনেরা চতুর্থ প্রিফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরীর অপেক্ষার সময় আনুমানিক দশ বছরের বেশি।

ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রিফারেন্স পড়েন বলে এই ক্যাটাগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয় না।

করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর চাচা ছিলেন বেনিফিশিয়ারি। এর ফলে বেনিফিশিয়ারির মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু হয়েছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভুক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

নিউইয়র্ক থেকে ফাহাদ হোসেনের প্রশ্নঃ

ইমিগ্রেশনে আমার ইন্টারভিউ আছে। আমি ইমিগ্রেশন থেকে চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম যে আমাকে কিছু তথ্যপত্র নিয়ে যেতে হবে। কেমন ভিসা, আই-৯৪, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং এপার্টমেন্ট লীজ। কিন্তু এই সব তথ্যপত্র আমার কাছে নেই এবং এই সব তথ্যপত্র না নিয়ে গেলে আমি ইন্টারভিউ এ পাশ করতে পারব না কি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

ফাহাদ হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জন্যে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে উল্লেখিত তথ্যপত্রের মধ্যে যদি কিছু তথ্যপত্র উপস্থাপন করতে পারেন তবে আপনার জন্যে হয়তো কিছু সুযোগ থাকবে। তথ্যপত্রের ঘাটতি থাকলে যা আছে উল্লেখিত তথ্যপাত্রর পরিবর্তে তাই নিয়ে যাবেন। যেমন কাজের প্রমাণের জন্যে এমপ্লয়ারের দেয়া চিঠি অর্থাৎ এফিডেভিট, ডব্লিউ-২ ফর্ম নেবেন। ডাক্তারের দেয়া চিঠি নিতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ক্রীড়াঙ্গনে গণতন্ত্রের চর্চা হোক

ইকরামউজ্জমান

ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের। তারা নির্বাচনের জন্য তপশিল ঘোষণা, দিন নির্ধারণ, স্ব-স্ব খেলার ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলরদের সংখ্যা এবং নামের তালিকা প্রকাশ করে। বাদ বাকি দায়-দায়িত্ব সংগঠকদের। গত কয়েক বছর ধরে এ প্রক্রিয়াটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

সময় যত গড়াচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন খেলার কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং বিভাগ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থারগুলোর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটে সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত করার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়াঙ্গন থেকে বিদায় নিতে বসেছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। খর্ব হচ্ছে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। ক্রীড়াঙ্গন পরিচালিত হওয়ার কথা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ক্রীড়া সংগঠকদের দ্বারা। এ বিষয়টি এখন চরমভাবে উপেক্ষিত। নির্বাচনী ব্যবস্থা অকেজো এবং প্রশ্নবিদ্ধ। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্রীড়াঙ্গনে দায়িত্ব পালন করবেন। এটা উপহার হিসেবে প্রাপ্ত নয়; অর্জন করতে হয়েছে। আর এই ইতিহাস তো ভুলে যাওয়ার নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়াঙ্গনে নানা ধরনের ডিগবাজি দেখে আমরা অভ্যস্ত। সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ক্রমেই বাড়ছে নেতৃত্ববাদিতা। অস্বস্তি আর অস্থিরতা থেকে ক্রীড়াঙ্গন মুক্তি পাচ্ছে না। ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কৃতি নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। ক্রীড়াঙ্গন ভুগছে নৈতিকতার সংকটে।

ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের। তারা নির্বাচনের জন্য তপশিল ঘোষণা, দিন নির্ধারণ, স্ব-স্ব খেলার ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলরদের সংখ্যা এবং নামের তালিকা প্রকাশ করে। বাদ বাকি দায়-দায়িত্ব সংগঠকদের। গত কয়েক বছর ধরে এ প্রক্রিয়াটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

আর সেটি হলো, নির্বাচনের পরিবর্তে সিলেকশন। একটি প্যানেল। অতএব ভোটের প্রয়োজন নেই। বিনা ভোটে নির্বাচিত। এ ক্ষেত্রে জেলা ও বিভাগের ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সংগঠকদের সংগঠন-ফোরামের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তারাই যে কোনো খেলার ফেডারেশনে 'ডিসাইডিং ফ্যাক্টর'। কারণ হলো, তাদের সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ কাউন্সিলর সবচেয়ে বেশি প্রতিটি ফেডারেশনে। আর তাই কাকে কোথায় বসানো হবে, সবকিছুই এ সংগঠন থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়। ইচ্ছে করলে কেউ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে একটি শক্তিশালী গ্রুপের বিপক্ষে লড়ে জয়যুক্ত হতে পারবেন না। এতে অনেক ক্রীড়া সংগঠক নিজেকে 'মিসফিট' মনে করে সরে গেছেন। এরা পরিবেশ- পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। ফোরামের নেতারা নিজেরা বসে সবকিছু ঠিক করে নির্বাচনের কাজটি শেষ করে দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কাউকে 'সাইজ করা' হচ্ছে; কারও ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে। কিছুই করার নেই। সবাই মিলেমিশে থাকার পেছনে আছে ক্রীড়াঙ্গনে ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রভাব ধরে রাখার আরেক পাঁচালি। গত ছয় বছরে ক্রীড়াঙ্গনে কয়টি নির্বাচনে ভোটের প্রয়োজন হয়েছে, এটা সচেতন মহলের অজানা নয়। নির্বাচন না হওয়া বা অ্যাডহক কমিটি দিয়ে ফেডারেশন পরিচালনা কোনো খুশির বিষয় নয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ খেলার স্বার্থে বাধ্য হয়ে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করে।

সাধারণ কোনো অ্যাডহক কমিটি ঘোষিত হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করার কথা বলা হয়। সম্প্রতি ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নির্বাচন ঘিরে রীতিমতো নাটক হয়েছে। 'ফোরাম' চেষ্টা করেছে সমঝোতার প্যানেল তৈরি করতে; পারেনি। অতএব নির্বাচন। নির্বাচনের আগের দিন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এবং ভোটাররা জানিয়ে দিয়েছেন, তারা ভোটকেন্দ্রে যাবেন না। সবাই মিলে এ সিদ্ধান্ত। সবাই মিলে ভালো একটি কমিটি এখন তারা করতে চান। ফেডারেশনের নির্বাচন ঘিরে সংগঠকদের কী অদ্ভুত বক্তব্য! সবাই চান যেভাবেই হোক চেয়ার দখল করতে। নির্বাচন হলে কেউ হারবেন, কেউ জিতবেন। তাই সবাই এক হয়ে নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ব্যাডমিন্টনে সাত সদস্যের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করেছে। ক্রীড়াঙ্গনে কাউন্সিলর মনোনয়ন এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ। আর তাই নির্বাচন নিয়ে খেলা হয়। বিষয়টি নিয়ে ভাবার দরকার আছে সুষ্ঠুভাবে ক্রীড়াঙ্গন পরিচালনা এবং গণতান্ত্রিক চর্চা সমুন্নত রাখার জন্য। ক্রীড়াঙ্গনে যোগ্য সংগঠকদের কোনো বিকল্প নেই। এখানে দাপটবাজ কর্মকর্তারা তাদের পছন্দনীয় লোকজনকে বিভিন্ন খেলার ফেডারেশনে নানা পদে বসিয়ে দেবেন; এটা কাম্য নয়। ক্রীড়াঙ্গনে গণতন্ত্র, সুশাসন, উন্নয়ন সবকিছুর দরকার আছে। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে এখনও বিভিন্ন খেলার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রাধান্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়জয়কার। ক্রীড়াঙ্গনে বাড়ছে সুবিধাবাদীদের সংখ্যা। বাড়ছে ব্যক্তিত্বহীন চাটুকারদের সংখ্যা। দুঃখের বিষয় হলো, ক্রীড়াঙ্গন ঘিরে নাগরিক সমাজের উৎসাহ কমেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে আছে সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা। আছে অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের নেতা বেছে নেওয়ার অধিকার। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর পরই বাংলাদেশের সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয় গণপরিষদে। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণে বলেছেন, 'আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী; জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি।' তিনি বলেছেন, 'শাসনতন্ত্র দেওয়ার পর নির্বাচন হবে- তাতে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট না দেয় না দিক, যাদের ভোট দেবে তারাই ক্ষমতায় আসবে। এতে আপত্তির কিছু থাকবে না। তাদের সাদরে গ্রহণ করা হবে।' সূত্র: গণপরিষদ বিতর্ক খন্ড ২ সংখ্যা ১ পৃষ্ঠা ২১।

পুনশ্চ :ক্রীড়াঙ্গনে যখন সংগঠকদের মধ্যে নির্বাচন ঘিরে অনীহা, তখন স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন দ্বিবার্ষিক নির্বাচন করোনার কারণে পিছিয়ে দিয়ে আবার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ ৪ মার্চ। ক্রীড়া লেখনী এবং ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করবেন। ক্রীড়াঙ্গনসংশ্লিষ্ট সব মহলে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জয় হোক।

লেখক: কলামিস্ট ও বিশ্লেষক





এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলার হাজার মহসিনের আত্মকথা

ড. মো. কামরুজ্জামান

ফেসবুক লাইভে এসে আবু মহসিন খান নামের এক প্রবীণ ব্যক্তির আত্মহননের ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে আত্মহত্যার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। মহসিনের মতো অনেক মানুষই দেশে আত্মহত্যা করেছেন। ফেসবুক লাইভে এসে আবু মহসিন খান নামের এক প্রবীণ ব্যক্তির আত্মহননের ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে আত্মহত্যার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। মহসিনের মতো অনেক মানুষই দেশে আত্মহত্যা করেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতি বছর আত্মহত্যাকারী মানুষের সংখ্যা ১০ লাখের বেশি। আর বাংলাদেশে এ সংখ্যা বছরে ১০ থেকে ১৫ হাজার। এক সমীক্ষা বলছে, প্রতিদিন দেশে গড়ে ৩৯ জন মানুষ আত্মহত্যা করছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যা করেছে ১৪ হাজার ৪৩৬ জন। দেশে সংঘটিত আত্মহত্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৃদ্ধবয়সি আত্মহত্যাকারী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

কিন্তু ৫৮ বছর বয়সি মহসিনের আত্মহত্যাটি দেশে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। শুধু বাংলাদেশের মানুষকে নয়, ঘটনাটি গোটা বিশ্ববিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। এ ঘটনা দেশে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে।

কোনো মানুষ যখন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে এবং এটা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এক্ষেত্রে মানুষটি সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। কিন্তু মহসিন খানের আত্মহত্যাটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মহসিন খান তার মৃত্যুর খবর জানাতেই ফেসবুক লাইভে এসেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একাকী সময় কাটাচ্ছিলেন।

আত্মীয়স্বজন তাকে একা ফেলে রেখে প্রবাসজীবন পার করছিল। নিজের স্ত্রীও তাকে সঙ্গ দেওয়া থেকে বঞ্চিত রাখছিল। তিনি ক্যানসারের অসহনীয় যন্ত্রণায় একাকী ছটফট করছিলেন। ব্যবসায়ী পার্টনাররা তার সঙ্গে প্রতারণা করছিল। মহসিনের ৫ কোটি ২০ লাখ টাকা তারা মেরে দিয়েছিল। এতসব যন্ত্রণার কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্নের বিষয় অন্য জায়গায়।

মহসিন খান ১৬ মিনিট লাইভে থাকলেন। পাশের ফ্লাটের কেউই টের পেলেন না? এত সময়ের লাইভটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে কারও নজরে এলো না? ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের বিভিন্ন বাহিনীর একজন সদস্যও এটি জানতে পারলেন না? ফেসবুক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কারও চোখেই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হলো না? সচেতন মানুষের মাঝে এ প্রশ্নগুলো ঘুরেফিরে উঁকি মারছে।

ফেসবুক লাইভে আসার কারণে আমরা শুধু একজন মহসিনের যন্ত্রণা দেখতে পেলাম। দেশে এরকম মহসিনের সংখ্যা মোটেই কম নয়। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মহসিনের মতো প্রবীণ মানুষের সংখ্যা দুই কোটির উপরে। এ দুই কোটি প্রবীণের অনেকেই অসহনীয় যন্ত্রণা বুকে ধারণ করে বেঁচে আছেন। অমানবিক দুঃখ আর কষ্ট নিয়ে তারা দিন পার করছেন। প্রবীণদের এ দুঃখ ও কষ্টের পেছনে বর্তমান সমাজব্যবস্থাই দায়ী বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। মহসিন যখন ছোট ছিলেন তখন প্রাচীন বাংলার সমাজব্যবস্থাটা বর্তমানের মতো ছিল না। প্রাচীন বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি ছিল সবাই মিলে একত্রে বসবাস। সে সময়ে ছিল একান্নবর্তী ও যৌথ সংসার। এ সংসারে সবার মাঝে ছিল মায়া-মমতার এক নিবিড় বন্ধন। সেকালের যৌথ পরিবারগুলো ছিল নানা গল্পকথায় পরিপূর্ণ।

সে গল্পকথায় মূল নায়ক ছিল মহসিনের মতো বৃদ্ধ দাদারা। তখন এ দাদারাই ছিলেন পরিবারের সর্বময় কর্তা। তখন একজন দাদা পরিবারের সবাইকে বটবৃক্ষের মতো আগলে রাখতেন। পারিবারিক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এই দাদা। সংসারের যাবতীয় ক্ষমতা দাদাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। গল্পকথার মঞ্চে নায়িকার অভিনয়ে থাকতেন দাদার স্ত্রী অর্থাৎ দাদি। আর অন্যান্য চরিত্রে থাকত ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি ও পুত্রবধূ।

সেকালের বাংলার চিরায়ত প্রথা ছিল পরিবারের বিবাহযোগ্য ছেলে ও মেয়েকে বিবাহ প্রদান। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ছেলের বউকে নিজের বাড়িতে আনা হতো। আর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে অন্যের সংসারে পাঠানো হতো। আর এ কাজটি সাধারণত এই দাদার হাতেই ন্যস্ত ছিল। নায়িকার অভিনয়ে থাকা দাদি ছাড়া নাতি-নাতনিকে বিয়ে দেওয়ার কল্পনা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রাচীন বাংলার আরেকটি সংস্কৃতি ছিল রান্নাবান্না ও খাওয়া দাওয়া। রান্নাবান্নার এ দায়িত্ব ছিল পুত্রবধূদের ওপর।

এ পুত্রবধূরাই পরিবারের সবার রান্নাবান্না ও খাওয়ানোর



দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করতেন। পরিবারের সব বাচ্চা বড় হতো দাদা-দাদির কোলে। দাদি নাতি-নাতনিদের কোলে নিয়ে নানা গল্প শোনাতেন। দাদি ছিল পরিবারের সব কচিকাঁচার গল্পবুড়ি। এসব কচিকাঁচা দাদিদের কাছ থেকে সুয়ো-দুয়োরানীর গল্প শুনত। ভূতের গল্প শুনতে শুনতে তারা দাদির কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত। এভাবে কচিকাঁচারা দাদির স্নেহ ও পরশ পেয়ে বড় হয়ে উঠত। সে সময় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক ছিল একই সুতোয় গাঁথা।

কিন্তু বর্তমান বাংলা আর সেরকম নেই। বর্তমান বাংলার নাম ডিজিটাল বাংলা। সেকালের গল্পকথা আজ সবই রূপকথায় পরিণত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় দাদা-দাদির কথাগুলো আজ শুধুই ইতিহাস। কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে যৌথ সংসারের ধারণা। যৌথ পরিবার ভেঙে গড়ে উঠেছে দয়া-মায়াহীন এক নির্জীব একক সমাজ। বর্তমানে গড়ে ওঠা প্রতিটি একক পরিবার যেন একেকটি স্বার্থবাজ পরিবার। অদৃশ্য জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি বর্তমান পরিবারগুলো সম্পূর্ণভাবে হতাশায় নিমজ্জিত। একক পরিবারের পারিবারিক দেওয়ালে কান রাখলে শোনা যাবে শুধু হাহাকার আর আর্তনাদ।

বাড়ির ভেতরে নেই কোনো উৎসব; নেই শৈশবের দুরন্তপনা। সবই যেন আটকে গেছে ছোট্ট এক ব্যালকনির গ্রিলে। যান্ত্রিক হয়ে গেছে সমাজ, সংসার এবং আত্মীয়তার বন্ধন। উৎসবের দিনেও সবাইকে একত্রে পাওয়া যায় না। আর শোকের দিনের কথা তো বৃদ্ধ মহসিন নিজের মুখেই বললেন! একান্নবর্তী সংসার ভেঙে গড়ে ওঠা প্রতিটি একক পরিবার এখন যেন একেকটি পাখির বাসা। যেখানে নেই কোনো আনন্দ; নেই কচিকাঁচাদের হৈচৈ ও কিচিরমিচির। আনন্দ ও সঙ্গহীন বাড়িটিতে সৃষ্টি হয়েছে এক ভূতুড়ে পরিবেশ। নাগরিক জীবন এখন এক টুকরা বারান্দা আর এক চিলতে জানালার মধ্যেই আটকে গেছে। মুক্ত আকাশবিহীন একটি ছোট ফ্ল্যাটে আটকে গেছে সবার জীবন। বেহালা, তবলা, হারমোনিয়াম, গিটার আর সেতারার মধ্যে আটকে গেছে পারিবারিক স্বপ্ন।

শহরে জন্ম নিয়ে কচিকাঁচারা আজ গ্রামের অপূর্ব সবুজ-শ্যামল থেকে বঞ্চিত। বটবৃক্ষরূপী সেকালের বৃদ্ধরাও আজ সম্পর্কের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। পারিবারিক আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন এসব বৃদ্ধের অবস্থান এখন দূর থেকে বহু দূরে। পরিবারকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ভালোবাসার ঝরনাধারা আজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ধুলোর আস্তরণে। গ্রামগঞ্জে আজও পড়ে আছে সেই চুনকাম-বিহীন যৌথ পরিবারের ভঙ্গুর আর বিমর্ষ অনুভূতি। যেখানে আছে হয়তো নিষ্ঠুর আগুনে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি একটি দালান ঘর। সে ঘরে আছে ছোট-বড় দুটো বা তিনটি কক্ষ। এ কক্ষগুলোতে বাস করেন শুধু একজন বুড়ো আর একজন বুড়ি। নিষ্ঠুর আগুনে পোড়ানো ইটের মতোই হয়ে গেছে এ দালানের ভিতর-বাহির। এ ইটের বাঁধনই যেন ঘর থেকে বের করে দিয়েছে সবার দয়া-মায়া, ভালোবাসা আর স্নেহ-প্রীতি।

আজ যে বন্ধনটুকু দেখতে পাওয়া যায়, তাতে তৈরি হয়েছে অনেকখানি কৃত্রিমতা। বর্তমানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্বামী-স্ত্রী দুজনই শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা গ্রাম থেকে শহরের উপকণ্ঠে একক পরিবার গড়ে তোলে। তারা বৃদ্ধ বাবা-মাকে দূরে রেখেই আলাদা থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। কালেভদ্রে ছেলের বাসায় বেড়াতে আসেন এ বুড়ো আর বুড়ি। সেকালে যে দাদা-দাদি ছিলেন বাড়ির কর্তা, আজকের সমাজে সেই দাদা-দাদি হয়ে পড়েছেন মেহমান। নাতি-নাতনিদের কাছে তারা পরিচিত হন মেহমান হিসাবেই। বর্তমান সংস্কৃতি তাদের বাইরের লোক হিসাবেই গণ্য করে। ছোটরা তাই জানতেও পারে না যে, দাদা-দাদি তাদের পরিবারের সদস্য। ফলে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠে না; একে অপরের মাঝে গড়ে ওঠে না মমত্ববোধ, সহমর্মিতা ও মায়ার বন্ধন। সেকালে গ্রামের একজন মানুষের কাঁচা কিংবা কাঁচা-পাকা দু-একটি ছোট্ট ঘর ছিল। ওই ঘরে একটি বারান্দা ছিল। এই ছোট্ট ঘরেই বাবা-মা ও ভাই-বোন একত্রে বসবাস করত। চাচা-চাচি, ফুফু আর দাদা-দাদিও বাস করত পাশাপাশি। দাদা-দাদির পরম স্নেহ পেতে কচিকাঁচারা তাদের কাছে গাদাগাদি হয়ে শুয়ে থাকত। এ কারণে এখানে পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল অতি নিখুঁতভাবে। সেখানে অর্থের অভাব থাকলেও মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অভাব ছিল না। দুঃখ থাকলেও সেটা সবাই মিলেই ভাগ করে নিত। কিন্তু আজ ভালোবাসা হয়েছে আর্টিফিসিয়াল। এটা ঢুকে পড়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মুঠোফোনে। পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধন আছড়ে পড়েছে মোবাইল আর ল্যাপটপের মনিটরে। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েই সমাজে তৈরি হয়েছে নির্মমতা, অনুভূতিহীনতা ও নিষ্ঠুরতা। জন্ম নিয়েছে অশান্তি ও অবিশ্বাস। আর সেই অবিশ্বাসের বলি হয়েছেন বৃদ্ধ মহসিন। বাংলায় ভেঙে যাওয়া লক্ষ-কোটি পরিবারগুলোর মধ্যে বেঁচে আছে অসংখ্য মহসিন। মহসিনের মৃত্যুই আমাদের জানিয়ে গেল বাংলার দুই কোটি প্রবীণের অন্তর্জ্বালার কথা। অবশ্য যৌথ পরিবার ভাঙনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আকাশ সংস্কৃতির নীল ঢেউ। পশ্চিমা বিশ্বের পরিবারহীনতা ও পিতৃত্বের গুরুত্বহীনতা এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো একটি বিষয়। শহরায়ন, নগরায়ণ ও উচ্চাভিলাষী শিল্পায়ন যৌথ পরিবার ভাঙনের পথকে ত্বরান্বিত করেছে। অবশ্য এগুলো একটি দেশের সামাজিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনগুলোতে নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও যথাযথ পরিকল্পনাকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনা দরকার। অন্যথায় দেশের মানুষগুলো নির্জীব জড় পদার্থে পরিণত হবে। মানুষের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নামতে নামতে শূন্যের কোটায় চলে যাবে।

মহসিন খান ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একসময় তার গাড়ি-বাড়ি সবই ছিল। তার সংসারটাও সুখে ভরপুর ছিল। তার সম্পদে ভাগ বসিয়ে অনেক বন্ধু সম্পদের পাহাড় গড়েছে। নিজের আত্মীয়-স্বজনরাও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিস্থিতির শিকার হয়ে মহসিন বড়ই একা হয়ে পড়েছিলেন। মহসিনের একাকিত্বের সুযোগে অতি কাছের বন্ধুবান্ধব তার অর্থসম্পদ তছরুপ করেছিল। অযত্ন-অবহেলার আগুন মহসিনের ভেতরটা ঝলসে দিয়েছিল। মহসিন তার এই কষ্টের কথা কাউকে ব্যক্ত করতে পারেননি। মানসিক কষ্টে পীড়িত মহসিন দিনে দিনে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। অবহেলিত মহসিনের কষ্টের কথা শোনার-বোঝার কেউ ছিল না। একজন মহসিনের আত্মহত্যা আমাদের অসংখ্য মহসিনের কষ্টের কথা জানিয়ে গেল।

লেখক: অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : ঘটতে পারে ৫ ঘটনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুদ্ধক্ষেত্রের নানা খবর, কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ, হতাহতদের স্বজনদের বিলাপ আর বাস্তুচ্যুতদের দুর্ভোগ-এগুলোর মধ্যে মানসিকভাবে দিশেহারা হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যেও বিশ্লেষকরা বুঝে ওঠার চেষ্টা করছেন যে আগামীদিনগুলোতে ইউক্রেনের এই সংঘাত ঠিক কোন দিকে যেতে পারে। সম্ভাব্য কয়েকটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, যার কোনোটিই খুব আশাব্যঞ্জক নয়।

সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ

রাশিয়া হয়তো তার সামারিক কর্মকা- আরো তীব্র করতে পারে। ইউক্রেন জুড়েই নির্বিচারে কামানের গোলাবর্ষণ ও রকেট হামলা চালানো হতে পারে। এখন পর্যন্ত রুশ বিমান বাহিনী এই যুদ্ধে খুব বড় কোনো ভূমিকা পালন করেনি। কিন্তু এই বিমান বাহিনীই এবার হয়তো আকাশ থেকে মারাত্মক সব আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে রাজধানী কিয়েভের পতন হলো। তারপর সরকারকে উৎখাত করে সেখানে একটা মস্কোপন্থি পুতুল সরকার বসানো হলো।

দীর্ঘ যুদ্ধ

রুশ বাহিনী তাদের নেতৃত্বের অদক্ষতা, যুদ্ধের সরঞ্জাম আনা-নেওয়ার সমস্যা, নিম্ন মনোবল–এ রকম নানা কারণে কিছুটা দমে যেতে পারে। এমনো হতে পারে যে ইউক্রেনীয়দের কড়া প্রতিরোধের কারণে রুশদের পক্ষে কিয়েভের মতো শহরগুলো দখল করতে বেশি সময় লেগে যেতে পারে। এর ফলে যেটা হতে পারে তা হলো, দীর্ঘ সময় ধরে শহরগুলো ঘেরাও হয়ে থাকা। হয়তো অনেকের মনে পড়বে ১৯৯০-এর দশকে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রজনি শহর দখলের জন্য রাশিয়ার দীর্ঘ ও রক্তাক্ত যুদ্ধে শহরটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ইউক্রেনেও হয়তো তেমন কিছু হতে পারে।

ইউরোপজুড়ে যুদ্ধ

এমনও হতে পারে এ যুদ্ধ ইউক্রেনের সীমান্ত পার হয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। প্রেসিডেন্ট পুতিন হয়তো রাশিয়ার সাবেক সোভিয়েত সাম্রাজ্যের আরো কিছু অংশ পুনর্দখল করার চেষ্টা করতে পারেন। তিনি হয়তো মলদোভা এবং জর্জিয়ায় রুশ সৈন্য পাঠাতে পারেন। অথবা নিতান্তই ভুল হিসাব-নিকাশের কারণেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কূটনৈতিক সমাধান

বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে, রুশ ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা বেলারুস সীমান্তে বৈঠকও করেছেন। এতে হয়তো এখনো তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি, কিন্তু বৈঠকের প্রস্তাবে পুতিন রাজি হওয়ায় এটা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি আলোচনার মাধ্যমে একটা যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েছেন। একটা প্রশ্ন হলো, এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পশ্চিমা জোট কোনো উপায় প্রস্তাব করতে পারে কি না? কূটনীতিকরা বলছেন, রুশ নেতার এটা বোঝা দরকার যে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলতে হলে তাকে বিনিময়ে কী করতে হবে।

পুতিনও ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন

একটা গুরুতর প্রশ্ন, ভলাদিমির পুতিনের ক্ষেত্রে কী হবে? ইউক্রেন অভিযান শুরু করার সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যে কোনো পরিণতির জন্য তৈরি।' কিন্তু সেই পরিণতি যদি এমন হয়, পুতিনকেই ক্ষমতা হারাতে হলো। লন্ডনের কিংস কলেজের ওয়ার স্টাডিজের অধ্যাপক স্যার লরেন্স ফ্রিডম্যান এ সপ্তাহেই এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'এটা এখন খুবই সম্ভব যে কিয়েভ এবং মস্কো, যে কোনোখানেই ক্ষমতার পটপরিবর্তন হতে পারে।' কেন তিনি এ কথা বলছেন? এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, পুতিন এক বিপর্যয়কর যুদ্ধে নেমেছেন। এতে হাজার হাজার রুশ সৈন্য মারা যেতে পারে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ডেকে আনতে পারে দুর্ভোগ। পুতিন জনসমর্থন হারাতে পারেন। হয়তো একটা গণবিপ্লবের হুমকিও সৃষ্টি হতে পারে এবং রাশিয়ার সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণি পুতিনের বিপক্ষে চলে যেতে পারে। রাশিয়া একটা রক্তাক্ত প্রাসাদ অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারে এবং পুতিন উৎখাত হতে পারেন।

যে সম্ভাবনাগুলো কথা বলা হলো, এগুলো যে হুবহু এরকম করেই ঘটবে তা নয়। হয়তো এগুলোর কোনো একটি-দুটি মিলে ভিন্ন কোনো পরিণতিও ডেকে আনতে পারে। কিন্তু ইউক্রেনের যুদ্ধে সামনের দিনগুলোতে যা-ই ঘটুক, পৃথিবী বদলে গেছে। তা আর পূর্বাস্থায় ফেরত যাবে না। তাই রাশিয়ার সঙ্গে বাকি বিশ্বের সম্পর্ক আগামীদিনে বদলে যাবে।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

‘শান্তির সুযোগ দাও’

মাহবুব আলম

তখন সৈয়দপুরে থাকতাম। খুব ছোট্ট ছিলাম। একটু-আধটু পড়তে শিখছি। বাবা পুশকিনের গোল্ডেন ফিশ নামের ছড়ার আকারে লেখা রুশ রূপকথার গল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওর সঙ্গে ‘সাত রঙা ফুল’সহ আরো কতগুলো ছোটদের জন্য রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করা চমৎকার কিছু বই ছিল।

সব ধরনের বইয়ের পোকা হওয়ার পরিবেশ আমাদের বাসায় মা-বাবার জন্যই ছিল। এ ছাড়া খুবই অল্প বয়সে নানার সংগ্রহ থেকে যে অসাধারণ বইগুলো পড়েছি, তার মধ্যে একটা ছিল ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’। সেই ক্লাস ফাইভে বইটি আমাকে শুধু মুগ্ধ করেছিল বললে কম বলা হবে। এর পাশাপাশি ছিল রুশ দেশের উপকথা। এর পর পুশকিনের সঙ্গে আরো পরিচয়। পরিচয় তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, লেরমান্তভ, তুর্গেনিয়েভ, মায়াকোভস্কি, ইয়েসিনিন, বুনিন, বুলগাকভ, গোগল, চেখভ, ব্রদস্কি, ভজনিসেন্সকি, ইভস্তেগনিয়েভ, রিবাকভ, সেভতায়েভা ও আরো কত নামের সঙ্গে, তাঁদের অমর কাজের সঙ্গে। তার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরের উপলব্ধি যে ইংরেজি, ফরাসি, পারসি সাহিত্যের মতোই রুশ সাহিত্যের বিশালতা, অমরত্ব।

কলেজে এসে পেলাম অসাধারণ সুন্দর যুদ্ধবিরোধী মানবিক ছবি ‘ক্রেইনস আর ফ্লাইং’। আমার খুবই প্রিয় শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের একটি ছবি। পরিচয় হলো তাঁরই প্রিয় পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন, ভিসওভলদ পুদভকিনসহ চলচ্চিত্রশিল্পে বিশ্ব বিখ্যাত মানুষগুলোর শিল্পকর্মের সঙ্গে। এ ছাড়া রয়েছে অসংখ্য নাম, যাঁদের ছবি দেখার সৌভাগ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশোনা করার সুবাদে এসে হয়েছে। ক্লাসিক্যাল মিউজিক, ব্যালে, ফাইন আর্টেও যে রুশদের অবদান সীমাহীন তা আরো ভালো করে বুঝতে শিখেছিলাম এখানে এসেই। কিংবদন্তি সুরকার চাইকোভস্কি, সস্তাকোভিচ, রাহমানিন, ব্যালে নৃত্যশিল্পী গালিনা উলানভা, মায়া প্লিজত্স্কায়া, চিত্রশিল্পী আইভাজোভস্কি, মালিয়েভিচ, রেপিন, কান্দিনস্কি, রুবেল, ভাসনেৎসভ–এঁদের নাম কে না জানে। এখনো রুশ কিংবদন্তি অভিনেতা স্মোকতুনোভিচকেই হ্যামলেট চরিত্রের সবচেয়ে সুন্দর ও শৈল্পিক প্রকাশকারী হিসেবে নাট্যজগতের বিজ্ঞজনরা স্বীকার করেন নির্দ্বিধায়।

শিল্প-সংস্কৃতির সর্বজনীন আবেদনময় কাজগুলো একটা মানুষের, একটা জাতির ভেতরের সৌন্দর্যবোধ থেকে আসে বলেই বিশ্বাস করি ও করতাম। যদিও সেই একই মানবগোষ্ঠীর অমানবিক অপকর্মের উদাহরণ কম নেই। ফরাসি বা ইংরেজদের পৃথিবীজুড়ে একসময়ের অত্যাচার তার বড় প্রমাণ। গ্যেটের জার্মানিতেও হিটলারের মতো বিশ্বত্রাস তৈরি হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পরবর্তী সময়ে ইউক্রেনে কাটালাম জীবনের বেশির ভাগ সময়। সেই ১৮ বছর বয়সে ইউক্রেনের মাটিতে পা দেওয়া আমি, পৃথিবীর এই ভৌগোলিক অংশ থেকে একজন সর্বজনীন মানুষ নিজেকে গড়ার চেষ্টায় অনেক কিছু শিখেছি, পেয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ায় আমার অনেক পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় মানুষ আছে, যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রায়ই দেখা হয়েছে বা হতো। কখনোই বড় ধরনের দুঃস্বপ্নের চিন্তা করতে পারিনি, রুশরা কখনো ইউক্রেন আক্রমণ করতে পারে।

অনেকের মতোই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কখনোই ব্যাপক যুদ্ধ হবে না। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের মাঝে মধ্যযুগীয় ধাঁচে কোনো ঘোষণা ছাড়াই ভোররাতে চারদিক থেকে স্বাধীন একটা দেশের ওপর তার প্রতিবেশী সামরিক হামলা চালাতে পারে–এটা যুদ্ধের একের পর এক বিভীষিকাময় রাত কাটিয়ে আরো বিভীষিকা দেখার পরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। যদিও ‘বম্বিং শেল্টারে’ বসে আছি এখনো। ইউক্রেনের মাটিতে এ রকম বিভীষিকাময় চারটি বছরের শুরু হয়েছিল সেই সুদূর ১৯৪১ সালের ২২ জুনের ভোরে হঠাৎ করেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাজি জার্মানির সেই মানবতাবিরোধী কুকর্মের কাহিনি সবারই জানা।

যখন বেলারুশ সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধের দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চলছিল, ঠিক সেই সময়েই ইউক্রেনের সবচেয়ে বেশি রুশভাষী শহরের আবাসিক এলাকায় রুশ বাহিনী ‘ক্লাস্টার বম্বিং’ শুরু করে। এটাও পুতিনের ‘বিশেষ সামরিক অভিযানের’ একটা অংশ।

ক্যাডেট কলেজ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আজকের ‘আমি’র শুরু সান্তাহার মিশন স্কুলে। পরে ক্যাডেট কলেজ ও বিশেষ করে বাংলার আল আমিন স্যার, অঙ্কের কবির স্যারের (যদিও অঙ্ক কখনোই আমার পছন্দের বিষয় ছিল না) মতো প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল শিক্ষক ও সর্বোপরি মানুষের হাতে। তাঁরাই আমার মধ্যে সব কিছুকে বিশ্বজনীন দিক থেকে দেখার চেষ্টা করার বীজ পুঁতে দিয়েছিলেন। হয়তো সে কারণেই আমি ‘প্যাসিফিস্ট’ হিসেবে নিজেকে ভাবি। যদিও ছেলেবেলায় দেখা স্বাধীনতাযুদ্ধের বিভীষিকা মাঝেমধ্যেই এসব চিন্তা-ভাবনায় সংশয় আনত। তবে এই ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে এসে নতুন করে আমার মনের বিশ্বাসকে এভাবে ধাক্কা দেবে তা কখনোই ভাবতে পারিনি।

এ রকম একটা দুর্যোগময় সময়ে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শের একজন জন লেননের ওই গানটাই শুধু মনে আসছে–গিভ পিস আ চান্স! (শান্তির সুযোগ দাও)।

লেখক: ইউক্রেন প্রবাসী বাংলাদেশী

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

যুদ্ধের জের পশ্চিমাদের টানতে হবে



মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবারই প্রথম বিশ্ব অঙ্গনে একটা নজির-বিহীন রাজনৈতিক ও সামরিক দৃশ্যপটের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর শেষ পরিণতি নিয়ে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ অত্যন্ত শঙ্কিত। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দুটি শহরে পারমাণবিক বোমা হামলার পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রই পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের হুমকি দেয়নি। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সর্বাত্মক সামরিক অভিযান এবং পাল্টাপাল্টি হুমকি-ধমকির এক পর্যায়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন, তিনি রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে বলেছেন।

ভয়াবহ সংবাদ বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমেরিকা যখন প্রথমবার পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাল, তখন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল শঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন, সর্বনাশ হয়ে গেল, যে দানবের আজ জন্ম হলো, সেটি একদিন মানবসভ্যতার সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবে।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এস ট্রুম্যান ১৯৪৫ সালের ২৫ জুলাই নিজ ডায়েরিতে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য লিখেছিলেন, সেটির উল্লেখ আছে পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক মাইকেল চোসুডোভস্কির রচনা–'টুওয়ার্ডস আ ওয়ার্ল্ডওয়ার-থ্রি সিনারিও' গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠায়। ট্রুম্যান যা লিখেছেন, তার ভাবার্থ হচ্ছে, মনে হতে পারে সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এটাকে কার্যকর করা যেতে পারে। হ্যাঁ, পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। আলবার্ট আইনস্টাইন পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার ভাবার্থ হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হবে জানি না। কিন্তু চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হবে লাঠি ও পাথর। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮)। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বের কিছু মিডিয়া ও কিছুসংখ্যক বিশ্লেষকের মন্তব্য আমার কাছে খুব বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর নতুনভাবে জন্ম নেওয়া ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ইউক্রেন একটি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক অস্ত্রের বড় এক অংশ ইউক্রেনের মধ্যে ছিল। তখন রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও ইউক্রেন মিলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ১৯৯৪ সালে, যেটি বুদাপেস্ট চুক্তি নামে পরিচিত। হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বড় শক্তিগুলো অঙ্গীকার করে, ইউক্রেনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনো ঘটনা কেউ ঘটাবে না। তাই সব পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়াকে ফেরত দেয় ইউক্রেন এবং পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ দলিলে স্বাক্ষর করে। একটু আগে যে কথা বলছিলাম, এখন কেউ কেউ বলছেন, সেদিন পারমাণবিক অস্ত্র ফেরত না দিলে আজ ইউক্রেনকে অস্তিত্বের সংকটে পড়তে হতো না। আমার মতে, এসব কথাবার্তা বিশ্বকে আরো বিপজ্জনক করে ফেলবে। কারণ উত্তর কোরিয়া, ইসরায়েল ও পাকিস্তানের মতো সামরিকতন্ত্রের সমরবাদী রাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকায় এরই মধ্যে বিশ্বশান্তি চরম নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে আছে। পরিস্থিতি এমন চলতে থাকলে ইরান তো লাইনে আছেই, তার সূত্রে সৌদি আরব, তুরস্ক এবং পরবর্তী সময়ে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। এমনকি জাপান ও অস্ট্রেলিয়া যদি পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।



রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট যেভাবে তৈরি হয়েছে তার সামান্য কিছু উল্লেখ করি, যার শুরু ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এর পরের লম্বা ইতিহাসে না গিয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি লেখায় প্রবন্ধকার কর্তৃক উল্লিখিত জর্জ কেনানের একটি মন্তব্য তুলে ধরি। জর্জ কেনান ১৯৫২ সালে মস্কোতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৯২ সালের ২ মে আমেরিকান সিনেট যখন ন্যাটো বাহিনীর সম্প্রসারণের অনুমোদন দেয়, তখন জর্জ কেনান বলেছিলেন, এটা নতুন ঠান্ডা যুদ্ধের শুরু ও দুঃখজনক ভুল। ন্যাটো বাহিনীর পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য বিশাল হুমকি–এই জাদুকরী টনিক রাশিয়ার জনগণকে গিলাতে পারলে পুতিনের আজীবন ক্ষমতায় থাকার যে আকাঙ্ক্ষা তার পথ সুগম হয়। তাই পুতিন এটিকে লুফে নিয়েছেন। রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও সিএনএন টেলিভিশনের ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ের উপস্থাপক ফারিদ জাকারিয়া সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, পশ্চিমারা রাশিয়াকে চীনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটা বড় ধরনের ভুল। এতে তারা জোটবদ্ধ হবে। পুতিনের বর্তমান ক্ষমতার মেয়াদ ২০২৪ সালে শেষ হবে। সংবিধান সংশোধন করে আরো দুই মেয়াদ ২০৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান বলে অনেক আগেই পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। সুতরাং পুতিন অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় খুবই সুবিন্যস্ত পন্থায় একের পর এক দাবার ঘুঁটি চালছেন। পুতিনের এই কৌশল পশ্চিমা বিশ্বের পন্ডিতরা কতটুকু বুঝেছেন, সেই প্রশ্নটি এখন প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠছে। কারণ ১৯৯৮ সালে জর্জ কেনান কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ২০০৮ সালে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের শীর্ষ সম্মেলনে ন্যাটো কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিল জর্জিয়া ও ইউক্রেনকে সদস্যভুক্ত করা হবে।

এই ঘোষণা ছিল প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত অস্ত্র। ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশকে ন্যাটোভুক্ত করে ফেললে পরিস্থিতি অন্য রকম হতো। সুতরাং ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষা ছিল ন্যাটোর জন্য আরেকটি গুরুতর কৌশলগত ভুল। তখন ন্যাটোভুক্ত একবার হয়ে গেলে পুতিনকে আরো চিন্তা করতে হতো। তখন রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আজকের পর্যায়ে ছিল না। তা সত্ত্বেও ২০০৮ সালে সামরিক অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ ওশেটিয়া ও আবিসিনিয়াকে জর্জিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ২০১৪ সালে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে নতুন দৃশ্যপটের সূচনা হয়। সে বছর ইউক্রেনের রাশিয়াপন্থী সরকার আন্দোলনের মুখে উত্খাত হয় এবং ক্ষমতায় আসে পশ্চিমাপন্থী সরকার। রাশিয়া দ্রুতগতিতে ইউক্রেনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণ সাগর সংলগ্ন ক্রিমিয়া প্রথমে দখল এবং পরে সংযুক্ত করে নেয়। একই সঙ্গে ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বের দুটি অংশ, দোনেত্স্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র বিদ্রোহ উসকে দেয় এবং তাদের সব রকম সামরিক সহযোগিতা দিতে শুরু করে।

তারপর একটি স্ট্যাটাসকো অবস্থার সৃষ্টি হলেও ২০১৯ সালে ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ক্ষমতায় আসার পর দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে থাকে। কোনো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পূর্ব অভিজ্ঞতা জেলেনস্কির নেই। তিনি ছিলেন ইউক্রেনের সিনেমাজগতের কৌতুক অভিনেতা। হঠাৎ করে বৃহৎ শক্তিবলয়ের আকাঙ্ক্ষিত দাবার ঘুঁটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। তিনি ভূ-রাজনীতির কঠিন মারপ্যাঁচ ও জটিলতা বুঝতে চরম ভুল করেছেন। তাঁর অপরিপক্বতা, রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই ইউক্রেনকে আজ অস্তিত্বের সংকটে পড়তে হয়েছে। তিনি পশ্চিমা বিশ্ব এবং পুতিন–দুই পক্ষকেই বুঝতে ভুল করেছেন।

বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র এক জায়গায় বলেছেন, নেতারা ভুল করলে সমগ্র জাতিকে তার চরম খেসারত দিতে হয়। আজকে ইউক্রেনের অবস্থা সেটাই হয়েছে। নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অধ্যাপক মর্কো মিলানোভিচ ইউরোপিয়ান জার্নালের আন্তর্জাতিক ল ব্লগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। ক্লেদাক্ত ইতিহাস সামনে এনে বর্তমানের অবৈধ কাজের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন পুতিন। কিন্তু বড় শক্তিবলয়ের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র আজ যেভাবে আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, তার মাধ্যমে আগামী দিনের জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ছোট ও কম শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর জন্য বড় একটি বিপজ্জনক উদাহরণ সৃষ্টি হয়ে থাকল। সুতরাং আগ্রাসনের নিন্দা সবাইকে করতে হবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করে। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী অচিরেই ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল এবং বর্তমান জেলেনস্কি সরকারকে হটিয়ে নতুন সরকারকে ক্ষমতায় বসাবে–এ পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা যায়। কিন্তু তারপর কী হবে তার সব কিছু অনিশ্চয়তায় ভরপুর। বহু কিছু ঘটতে পারে। নতুন সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ শুরু হতে পারে এবং কেউ কেউ বলছেন সেটি ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান দখল করার পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের যে অবস্থা হয়েছিল, সে রকম কিছু হতে পারে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব সহজে এটি হজম করে নেবে তার সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং ভালো সংবাদ নেই। লেখাটি যখন শেষ করছি, তখন যুদ্ধের অষ্টম দিন। গত বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে ইউক্রেনের অলিভিয়া বন্দরে নোঙর করে থাকা বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জাহাজ বাংলার সমৃদ্ধি রকেট হামলার শিকার হয়। নিহত হন জাহাজের থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাদিসুর রহমান।

রাশিয়ার সামরিক অভিযান ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। রাজধানী কিয়েভ এখন মিসাইল আর কামানের গোলায় প্রকম্পিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। কিছু ছোট শহর এরই মধ্যে রাশিয়ার দখলে এসেছে। সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবেই রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী দ্রুত আকাশ, স্থল ও নৌপথ অবরুদ্ধ করে ইউক্রেনকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। নতুন করে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী সংকটে পড়তে যাচ্ছে ইউরোপ।

আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর প্রচন্ড বিরূপ প্রভাব পড়বে বিশ্বব্যাপী। পাল্টা হিসেবে রাশিয়া যদি ইউরোপে তেল ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তাহলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে ইউরোপ, যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশসহ সর্বত্র। ইউক্রেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব এর মধ্যেই গৃহীত হয়েছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষিত হয়নি। ইউক্রেন যদি এই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং তার পথ ধরে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে বিশ্বব্যাপী আরো বড় মহাদুর্যোগ নেমে আসবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এই রকম আশঙ্কায় হয়তো পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পরিস্থিতি ক্রমেই পয়েন্ট অব নো রিটার্নের দিকে চলে

আন্তর্জাতিক মানদন্ডে গড়ে উঠুক বিশ্ববিদ্যালয়

মো. শফিকুল ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চ বিদ্যাপীঠ। দেশে পাবলিক ও প্রাইভেট নিয়ে প্রায় ১৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন সংস্থার প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় টপ ৫০০ তালিকার মধ্যে নেই। এটা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনীন কর্মক্ষমতা নির্ধারণের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। এই র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট স্থান পেলেও তা খুবই তলানিতে রয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এসব মানদন্ডে কোনো জায়গা পায়নি। তাই এটা আমাদের জন্য হতাশাজনক। কেন আমাদের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেল না। এটা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। যেখানে আমাদের চেয়ে অর্থনীতিতে এবং অন্যান্য অনেক সূচকে পিছিয়ে রয়েছে, ওই সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম টপ ৫০০-৬০০ তালিকার মধ্যে রয়েছে।

এই র‍্যাংকিংয়ে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়, তার মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাতের ন্যূনতম মানদন্ড ধরা হয় ১ : ২০। অর্থাৎ প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকতে হবে। কিন্তু দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬টিই এই অনুপাতের ধারেকাছে নেই। এ ছাড়া দেশের ৫৮টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই মানদন্ড বজায় রাখতে পারেনি। মানদন্ডে এমনও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে ৫৪ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে, যা খুবই অপ্রত্যাশিত।

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক মানদন্ডে নেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষা গবেষকরা বলছেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই একের পর এক খোলা হচ্ছে নতুন বিভাগ। বাড়ানো হচ্ছে আসন সংখ্যা। এ কারণে এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যেমন–আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, যে বিভাগে কোনো জনবল নেই। এ নিয়ে বর্তমান উপাচার্য একটু বিব্রত। কারণ তিনি যোগদানের আগে এই বিভাগের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিভাগে একজন শিক্ষকও নেই। যেকোনো নতুন বিভাগ চালু করতে হলে অবকাঠামোসহ অন্যান্য জনবল যেমন–শিক্ষক ও সাপোর্টিং স্টাফ নিশ্চিত করতে হবে। তাই এই দায়িত্ব যেমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের।

মানসম্মত অনুপাত নিশ্চিত করতে পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই মানদন্ডে পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হলে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত মেনে চলতে হবে। যাচাই-বাছাই ছাড়া নতুন বিভাগ খোলার অনুমোদন দেওয়া যাবে না। এমনকি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে না। তাহলে এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন নতুন কোনো বিভাগ জনবল ছাড়া আর না খুলতে পারে, সেই বিষয়ে ইউজিসিকে কঠোর হতে হবে। কোনো বিভাগ অনুমোদন দেওয়ার আগে এই বিষয়টি যেন ইউজিসি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। শিক্ষক কতজন আছেন এবং অবকাঠামোগত শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতা কতটুকু আছে; সেই ধারণক্ষমতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন বিভাগ খোলার সময় দেখতে হবে, বিষয়টির কতটুকু বর্তমান কর্মবাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং জব মার্কেটে এর চাহিদা আছে কি না, সে বিষয়ে ইউজিসিকে অধিকতর সতর্ক থাকতে হবে। ঢালাওভাবে নতুন নতুন বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় না খোলাই ভালো। অর্থাৎ ইউজিসিকে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক পদ ছাড় করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী ঠিক থাকে।

তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের এই অবস্থার জন্য ইউজিসির দুর্বল মনিটরিং রয়েছে বলে মনে করি। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ ইউজিসি আন্তরিক হলেই এই সমস্যা আর থাকবে না। ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আরো বেশি গবেষণা, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দিতে হবে, যা বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে বিবেচনা করা হয়।

এতে যেমন শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে, তেমনি শিক্ষার্থীরা তাদের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। কারণ একজন শিক্ষককে যদি এক দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে ক্লাস নিতে হয়, তাহলে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত না করতে পারলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে শিক্ষার উন্নয়নের বিকল্প নেই। যদিও সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবু আরো বেশি গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণা বাড়াতে হবে। কৃষিতে গবেষণা হচ্ছে বিধায় আমরা অনেক সবজি ও ফল সারা বছর পেয়ে থাকি, যা অতীতে ছিল না। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই ইতিবাচক।

তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের এই অবস্থার জন্য ইউজিসির দুর্বল মনিটরিং রয়েছে বলে মনে করি। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ ইউজিসি আন্তরিক হলেই এই সমস্যা আর থাকবে না। ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আরো বেশি গবেষণা, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দিতে হবে, যা বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে বিবেচনা করা হয়। তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং এবং অন্যান্য গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে স্থান পাবে। এ ছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে স্থান করে নিতে পারে, সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে স্থান পেতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই।

জব মার্কেট এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্লোবাল ভিলেজে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক মানের গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাহিদা তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে স্থান পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা স্থান করে নিতে পারলে এবং তাঁরা চাকরি করার সুযোগ পেলে আমাদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ইতিবাচক ভাবনা ও সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে শিক্ষার মানের উন্নতি করে এবং মানদন্ড পূরণের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় স্থান করে নিতে পারলেই আমরা বিশ্বদরবারে আরো পরিচিতি লাভ করতে পারব।

শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক রাখলেই হবে না, নিয়োগ দিতে হবে যোগ্য ও মেধাবী আবেদনকারীকে শিক্ষক হিসেবে। নতুন নিয়ম হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে স্নাতক ও স্নাতকত্তোর ডিগ্রির সঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। এর জন্য নতুন বেতন কাঠামো করতে হবে, তাহলে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে আগ্রহী বেশি হবেন বলে মনে করি।

লেখক: সাবেক সভাপতি, শিক্ষক সমিতি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

সুইফট থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কারের পরিণতি

নিরঞ্জন রায়

পশ্চিমা বিশ্বের আরোপ করা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এখন আর সেভাবে কাজ করে না। বিষয়টি পশ্চিমা বিশ্বও যথার্থই বুঝতে পেরেছে এবং এ কারণেই শুধু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ওপর নির্ভর না করে তড়িঘড়ি রাশিয়ার কিছু ব্যাংককে সুইফট (SWIFT–সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিন্যানশিয়াল টেলিকমিউনিকেশন) থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের এই পদক্ষেপ আদৌ কাজ করবে কি না, করলে কিভাবে কাজ করবে এবং কতটা কাজ করবে, তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে সুইফট থেকে বহিষ্কারের কারণে রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে যাবে–এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

রাশিয়া, বিশেষ করে পুতিন ভালো করেই জানেন যে এই যুদ্ধে হেরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে রাশিয়ার অস্তিত্বই হারিয়ে যাওয়া। পুতিন দীর্ঘ ২০ বছর চেষ্টা করে রাশিয়ার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে যতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছেন, তার পুরোটা তো শেষ হয়ে যাবেই, উল্টো রাশিয়া বিশ্বরাজনীতিতে আরো পিছিয়ে যাবে ৫০ বছর। তাই রাশিয়ার মতো বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে হলেও এই যুদ্ধে জয়ী হতে চেষ্টা করবে, তা খুব সহজেই অনুমেয়।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় রাজনীতি দিয়ে এবং সামরিক আগ্রাসন মোকাবেলা করতে হয় সামরিক শক্তি দিয়ে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এই কাজটি করতে সক্ষম হয়নি। এখন তারা রাশিয়াকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে অর্থনৈতিক শক্তি দিয়ে। এ যেন সামরিক শক্তি বনাম অর্থনৈতিক শক্তির যুদ্ধ। অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, যাদের ওপর এই শক্তি প্রয়োগ করা হয়, শুধু যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমন নয়। যারা এই শক্তি প্রয়োগ করে, তারাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের ভয়ংকর ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা গেছে। শুধু তেলের মূল্য নয়, প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে মাত্রাতিরিক্ত। আগে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনতে ১০০ ডলার লাগত, এখন সেই একই পরিমাণ জিনিস কিনতে লাগে ১৪০ ডলার। আমি সম্প্রতি ৯০ ডলার দিয়ে যে গ্রোসারি কিনেছি, তা আগে কিনতে খরচ হতো ৬০ ডলার। পশ্চিমা বিশ্বের একটা সুবিধা হচ্ছে, তারা এসব তোয়াক্কা করে না। আর এসব দেশের অর্থনীতি কিভাবে কাজ করে, তা কারো পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে কোনো কাজ না করেও মিলিয়ন ডলার দিয়ে বাড়ি কেনা যায়, দামি গাড়ির মালিক হওয়া যায় এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করা যায়। আমার পরিচিত অনেকেই আছে, যারা এমনটা করছে। এগুলো নিয়ে এখানে কথা বলারও সুযোগ নেই। এই যে ঢালাওভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, তা নিয়ে এখানকার মিডিয়ায় কোনো রকম আলোচনা নেই।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রাশিয়াকে সুইফট থেকে বহিষ্কার করার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। তবে এই প্রভাব কি শুধু রাশিয়ার ওপর পড়বে, নাকি অন্যান্য দেশের ওপরও পড়বে–সেটাই দেখার বিষয়। এ রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই প্রথম এবং এর আগে কোনো ব্যাংক বা দেশকে সুইফট থেকে বহিষ্কারের ঘটনা বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে আগে ঘটেছে, এমন কথা শোনা যায়নি। বর্তমান বিশ্বে আর্থিক লেনদেন এতটাই সুইফটনির্ভর যে এই পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া ব্যাংক তার লেনদেন দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে নিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক লেনদেন বাদ দিলেও দেশের ভেতরে আন্ত ব্যাংক লেনদেন এবং মেসেজ আদান-প্রদানে সুইফটের সাহায্য নেওয়া হয়। সুইফট অরাজনৈতিক এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আর্থিক মেসেজ আদান-প্রদানকারী একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এত দিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল। এই সুইফটের সদস্যসংখ্যা দুই শর অধিক দেশের ১০ হাজারের বেশি ব্যাংক। এই প্রথম সুইফট তার নিরপেক্ষতা হারাল এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হলো। এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হবে ভয়ংকর এবং এ জন্য উন্নত বিশ্বকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খেসারত দিতে হবে। এত দিন সুইফটের কারণে বিশ্বব্যাপী আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে, তা বিঘ্নিত হবে এবং ভেঙে পড়বে।

> **রাশিয়া, বিশেষ করে পুতিন ভালো করেই জানেন যে এই যুদ্ধে হেরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে রাশিয়ার অস্তিত্বই হারিয়ে যাওয়া। পুতিন দীর্ঘ ২০ বছর চেষ্টা করে রাশিয়ার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে যতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছেন, তার পুরোটা তো শেষ হয়ে যাবেই, উল্টো রাশিয়া বিশ্বরাজনীতিতে আরো পিছিয়ে যাবে ৫০ বছর। তাই রাশিয়ার মতো বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে হলেও এই যুদ্ধে জয়ী হতে চেষ্টা করবে, তা খুব সহজেই অনুমেয়।**

আগের টেস্টনির্ভর টেলেক্স ব্যবস্থার পরিবর্তে যখন ব্যাংকিং লেনদেনে সুইফটের আগমন ঘটে, তখন তাদের অনেক ব্যাংকের আস্থা এতই শক্ত যে একটিমাত্র ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করার ঝুঁকি জানা থাকা সত্ত্বেও কখনোই বিকল্প ব্যবস্থার কথা কেউ চিন্তা করেনি, যদিও সুইফটের বিকল্প কয়েকটি প্রযুক্তি এরই মধ্যে আবিষ্কৃতও হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে রিপলনেট (জরঢ়ঢ়ষবঘবঃ) নামে সুইফটের বিকল্প প্রযুক্তি প্রায় চালু হওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছিল। এত দিন হয়তো অনুরূপ আরো অনেক প্রযুক্তি তৈরিও হয়ে থাকতে পারে।

রাশিয়াকে সুইফট থেকে বহিষ্কারের কারণে রাশিয়া কতটুকু কাবু হবে, তা হয়তো ভবিষ্যৎ বলবে। তবে একসময় যুদ্ধ থেমে যাবে। সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই সুইফটের রাজনৈতিক ব্যবহার বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই এক সতর্কবার্তা হিসেবে থেকে যাবে। আজ যে অস্ত্র রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, কাল যে অন্য দেশের ওপর ব্যবহৃত হবে না, তার তো কোনো নিশ্চয়তা থাকল না। একবার যেহেতু সুইফটকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, তাই ভবিষ্যতেও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মতো এই হাতিয়ার যেকোনো দেশকে শায়েস্তা করার জন্য ব্যবহৃত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনেকেই ভাবতে পারেন, রাশিয়ার মতো সামরিক আগ্রাসনে জড়িত না হলে এ রকম ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এ রকম যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কিভাবে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহৃত হচ্ছে। OFAC (অফিস অব ফরেইন অ্যাসেট কন্ট্রোল)-এ নিষেধাজ্ঞার যে সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য দেওয়া আছে, তাতে কোনো অবস্থায়ই বাংলাদেশের র‍্যাবের কোনো সদস্য পড়েন না। অথচ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্র যে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তা আর বুঝতে কারো বাকি নেই। এ কারণেই এই সুইফট থেকে বহিষ্কারের হুমকি যে ভবিষ্যতে ভারত বা চীন বা বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে দেওয়া হবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। পৃথিবীর সব দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ডলারে অর্থ জমা রাখে একটিমাত্র কারণে যে সেখানে আইনের শাসন যথেষ্ট শক্ত এবং সব রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে। একইভাবে সুইফট ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি প্ল্যাটফর্ম। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ মোকাবেলা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব এই ব্যবস্থা দুটি যেভাবে ব্যবহার করেছে, তাতে অনেক দেশই ভবিষ্যতে ইউএস ডলারে অর্থ জমা রাখতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে এবং সুইফটের ওপর শতভাগ নির্ভর করার ব্যাপারেও হয়তো চিন্তা-ভাবনা করবে।

এই যুদ্ধ থেকে অনেক দেশকেই এখন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অনেক বিকল্প ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নিতে হবে। ইউএস ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার কোনো বিকল্প নেই। আঞ্চলিক বাণিজ্যকে শুধু চালুই নয়, একে জনপ্রিয়ও করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। একসময় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন বা আকু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে লেনদেন নিষ্পত্তিতে খুব ভালো ভূমিকা রেখেছিল। সবাই অতি মাত্রায় ইউএস ডলারে লেনদেনে উৎসাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই আকু অকার্যকর হয়ে যায় এবং জনপ্রিয়তা হারায়। এখন সময় এসেছে এ রকম আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থাগুলোকে অধিক মাত্রায় কার্যকর করে তোলা। সুইফটের বিকল্প পদ্ধতি বা প্রযুক্তির কথা নিশ্চয়ই অনেক দেশ সক্রিয়ভাবে ভাবতে শুরু করবে। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় যেটাই হোক না কেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুইফট অস্ত্র ব্যবহারের পরিণতিতে ভবিষ্যতে বিশ্ব মুদ্রাবাজারে যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য যথেষ্ট খর্ব হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

লেখক: সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও

‘কি-স্টোন’ প্রজাতি রক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছে

বিধান চন্দ্র দাস

বাস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব প্রজাতিই মূল্যবান। কিন্তু স্থান ও সময়ভেদে কিছু প্রজাতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রজাতিদের এই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার বিষয়কে কেন্দ্র করে বাস্তুতত্ত্ববিদরা প্রজাতিদের নানা ধরনের নামকরণ করেছেন। যেমন–কোনো একটি বাস্তুতন্ত্র থেকে কোনো একটি বিশেষ প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেলে তার প্রাচুর্যের তুলনায় গোটা বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়।

বাস্তুতত্ত্বে এ ধরনের প্রজাতিকে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি বলা হয়। বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী অধ্যাপক রবার্ট পেইন ১৯৬৯ সালে স্থাপত্যবিদ্যার ‘কি-স্টোন’ (খিলানের মধ্যপ্রস্তর বা চাবি) শব্দটিকে বিষয়টির বর্ণনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। ভবনের খিলান থেকে মধ্যপ্রস্তর খণ্ডটি খুলে নিলে যেমন অন্য প্রস্তরখণ্ডগুলো পড়ে যায়, তেমনি বাস্তুতন্ত্র থেকে বিশেষ কোনো প্রজাতি ধ্বংস হলে গোটা বাস্তুতন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যায়।

আইইউসিএন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার)-এর সর্বশেষ (২০২১) পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে মহাবিপদাপন্ন প্রজাতির সংখ্যা আট হাজার ৭২২। এর মধ্যে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা চার হাজার ৯৭৬ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা তিন হাজার ৭১৪। বাকি ৩২টি প্রজাতি প্রধানত ছত্রাক গ্রুপের। উল্লেখ্য, আইইউসিএন কর্তৃক এই পরিসংখ্যান বিশাল হিমশৈলের ক্ষুদ্র চূড়া মাত্র। এবারের ‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস’ (৩ মার্চ ২০২২)-এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছেএই মুহূর্তে পৃথিবীতে ১০ লক্ষাধিক জীব প্রজাতি বিলুপ্তির প্রহর গুনছে।

আইইউসিএনের প্রকাশনায় মহাবিপদাপন্ন প্রজাতি হিসেবে সব থেকে বেশি সংখ্যায় (৪০৩২) নথিভুক্ত হয়েছে সপুষ্পক উদ্ভিদ। প্রাণীদের মধ্যে ৩১টি অমেরুদণ্ডী এবং পাঁচটি মেরুদণ্ডী গ্রুপের প্রজাতিদের মহাবিপদাপন্ন হিসেবে দেখানো হয়েছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মহাবিপদাপন্ন প্রজাতি হিসেবে শামুক, ঝিনুক, পতঙ্গ, মাকড়সা, কাঁকড়া প্রজাতির সংখ্যাই অধিক। আর মেরুদণ্ডীদের মধ্যে মহাবিপদাপন্ন প্রজাতি হিসেবে উভচর ও মাছের সংখ্যা বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস-২০২২’ উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক বার্তায় বলেছেন, ‘প্রতিবছর বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবসে আমরা এই গ্রহের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৌন্দর্য উদযাপন করি। .....এই দিবসে আসুন আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকার ও আনন্দের জন্য অমূল্য ও অপূরণীয় এই বন্যপ্রাণ আমরা রক্ষা করব।’ বন্যপ্রাণ রক্ষাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ‘সিটিস’ (দ্য কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জারড স্পিসিস অব ওয়াইল্ড ফনা অ্যান্ড ফ্লোরা)-র মহাসচিব আইভন হিউগরো এই দিবস উপলক্ষে বলেছেন, ‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবসে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করার সুযোগ ঘটে, আমাদের জন্য তারা কী করে ও তাদের জন্য আমাদের কী করা উচিত। .... গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিসমূহ যারা বাস্তুতান্ত্রিক কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য রক্ষায় অবদান রাখে, তাদের কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি-এ বছর এই বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে।’ উল্লেখ্য, জাতিসংঘের এই সংস্থা ‘সিটিস’ কর্তৃক ‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস’ আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তাঁর বাণীতে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতির কথা উল্লেখ করে তা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। এ ধরনের প্রজাতি ছোট কিংবা বড় আকৃতির উদ্ভিদ অথবা প্রাণী হতে পারে। যেমন–অধ্যাপক পেইন ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী ‘তারা মাছ’কে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের প্রস্তরময় সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডুমুরের উদাহরণ দেওয়া যায়। গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনে কিছু পাখি ও স্তন্যপায়ীদের জন্য যখন অন্যান্য খাবার থাকে না, তখন তারা এই ডুমুর খেয়েই বেঁচে থাকে। কাজেই কোনো কারণে এসব বনে ডুমুরগাছ না থাকলে সেই বন ছেড়ে অনেক প্রাণী চলে যাবে এবং সেই বনের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য ডুমুরগাছকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনের জন্য ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

> **‘কি-স্টোন’ প্রজাতি ছাড়াও নির্দেশক প্রজাতি (যে প্রজাতির মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়); পতাকাধারী প্রজাতি (ফ্ল্যাগশিপ প্রজাতি : বিভাময়/আইকন প্রজাতি); ছত্র প্রজাতি (অ্যামব্রেলা প্রজাতি : যে প্রজাতিকে সংরক্ষণ করলে অন্য প্রজাতিও সংরক্ষিত হয়) কিংবা আইইউসিএন কর্তৃক ঘোষিত মহাবিপদাপন্ন, বিপদাপন্ন, সংকটাপন্ন, হুমকিগ্রস্ত প্রজাতি অথবা সিটিস কর্তৃক তালিকাভুক্ত বিপদাপন্ন প্রজাতিদেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি বলা হয়।**

‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস-২০২২’-এর প্রতিপাদ্য করা হয়েছে, ‘বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি সংরক্ষণ।’ আমরা জানি, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার দশক (২০২১-৩০) শুরু হয়েছে। কাজেই সেই হিসেবে এবারের ‘বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস’-এর প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী। প্রতিপাদ্যে গুরুত্বপূর্ণ (কি স্পিসিস) প্রজাতি বলতে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি বোঝানো হয়েছে।

‘সিটিস’ সচিবালয় থেকে ই-মেইলে আমাকে এমনটি জানানো হয়েছে।

‘কি-স্টোন’ প্রজাতি ছাড়াও নির্দেশক প্রজাতি (যে প্রজাতির মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়); পতাকাধারী প্রজাতি (ফ্ল্যাগশিপ প্রজাতি : বিভাময়/আইকন প্রজাতি); ছত্র প্রজাতি (অ্যামব্রেলা প্রজাতি : যে প্রজাতিকে সংরক্ষণ করলে অন্য প্রজাতিও সংরক্ষিত হয়) কিংবা আইইউসিএন কর্তৃক ঘোষিত মহাবিপদাপন্ন, বিপদাপন্ন, সংকটাপন্ন, হুমকিগ্রস্ত প্রজাতি অথবা সিটিস কর্তৃক তালিকাভুক্ত বিপদাপন্ন প্রজাতিদেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি বলা হয়। অবশ্য জীব সংরক্ষণবিদ্যায় পতাকাধারী প্রজাতি ও ছত্র প্রজাতির ধারণা বিতর্কিত।

অবনমিত বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী প্রজাতির জীবনচক্র, খাদ্য, বাসস্থান, আচরণ, প্রাকৃতিক শত্রু, প্রাচুর্য, বিচরণ সীমা, অন্য প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্ক, পরিবেশের ভৌত উপাদানগুলোর প্রভাব ইত্যাদির ওপরে গভীর গবেষণার মাধ্যমে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি বাছাই/শনাক্ত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে (বন, তৃণভূমি, জলাশয়, পর্বত ইত্যাদি) বাছাই প্রক্রিয়ার এই গবেষণায়ই স্বস্থানিক (ইন সিটু) কিংবা স্থানান্তরিত (এক্স সিটু) সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং সে মোতাবেক সংরক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করা যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুতন্ত্রে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি বাছাই ও তাদের সংরক্ষণের মাধ্যমে সেই বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে এই একুশ শতকেও ওয়াইল্ডলাইফ বলতে ‘বন্য প্রাণী’ বোঝানো হয়। অথচ আইইউসিএন-ওয়াইল্ডলাইফের সংজ্ঞায় বলছে, মানুষ ও গৃহপালিত জীব বাদে সব জীবই (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) হচ্ছে ওয়াইল্ডলাইফ। ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ডে’ উদযাপন উদ্যোক্তা সিটিসও ‘ওয়াইল্ডলাইফ’ বলতে উদ্ভিদ ও প্রাণী দুটিকেই বুঝিয়ে থাকে। জাতিসংঘ ও সিটিসের মহাসচিবদ্বয়ও ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ডে’-র বাণীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীদুই ধরনের জীবকেই সংরক্ষণের জন্য বলেছেন। কেমব্রিজ, কলিন্স, ম্যাকমিলানের মতো বিখ্যাত সব অভিধানে ওয়াইল্ডলাইফ বলতে অগৃহপালিত প্রাণী ও উদ্ভিদ দুটিকেই বোঝানো হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এই দিবসটিকে বলা হয়, ‘বিশ্ব বন্য প্রাণী দিবস’। কেউ একবার ভাবেন না যে দিবসটি ‘ওয়ার্ল্ডওয়াইল্ড এনিম্যাল ডে’ নয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ওয়াইল্ডলাইফের বাংলা ‘বন্যপ্রাণ’ মান্যতা পেয়েছে। সেখানকার মিডিয়ায়ও ওয়াইল্ডলাইফের বাংলা হিসেবে ‘বন্যপ্রাণ’ গ্রহণ করেছে।

আসলে আমাদের দেশে ওয়াইল্ডলাইফের প্রকৃত সংজ্ঞা মেনে কেউ কাজ করেন না। এসব কারণে দেখা যায়, ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ডে’ উদযাপন মঞ্চের ব্যানারে বিশাল সব বড় প্রাণীর ছবি। গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ বা ছোট ছোট প্রাণীর ছবি সেখানে দেখা যায় না। ফলে সাধারণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণ সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও ওয়াইল্ডলাইফের বাংলা ‘বন্য প্রাণী’ শেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অগৃহপালিত স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীরাই ওয়াইল্ডলাইফ। অথচ বাংলাদেশের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ২(২৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ‘বন্য প্রাণী অর্থ বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা তাহাদের জীবনচক্র বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ যাহাদের উৎস বন্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে।’ বাংলাদেশে এই সংজ্ঞাও সঠিকভাবে মেনে ‘বন্য প্রাণী’ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় না।

বাংলাদেশে ওয়াইল্ডলাইফের প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি তথা গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি বাছাই/শনাক্তকরণ করা সম্ভব নয়। ওয়াইল্ডলাইফ বলতে গোটা পৃথিবী এক রকম বুঝবে আর আমরা আরেক রকম বুঝব, এভাবে তো ওয়াইল্ডলাইফ সংরক্ষণ করা যাবে না। কাজেই অবিলম্বে আইইউসিএনের সংজ্ঞা (মে ২০২১) অনুযায়ী ওয়াইল্ডলাইফকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। এরপর দেশের বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে পূর্বোল্লিখিত গবেষণার দ্বারা ‘কি-স্টোন’ প্রজাতি বাছাইপূর্বক তাদের সংরক্ষণ কর্মকান্ড (স্বস্থানিক/স্থানান্তরিত) পরিচালনা করা দরকার। এটা করা গেলে আশা করা যায় বাংলাদেশের অবনমিত বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। দেশে অবিলম্বে সর্বস্তরে ওয়াইল্ডলাইফের বাংলা ‘বন্যপ্রাণ’ চালু করাও প্রয়োজন।

লেখক: অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ম্যাক্রোঁর নতুন ইসলাম ও আসন্ন নির্বাচন



মো: বজলুর রশীদ

ফরাসী নির্বাচন চলতি বছর, আগামী ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফ্রান্সজুড়ে ৪০টিরও বেশি প্রার্থী দেশের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রধান ফ্রন্ট-রানাররা ফ্রান্সের পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি মুসলিম জনসংখ্যার কাছে কোনো আশ্বাসবাণী দেয়নি, বরং বছরের পর বছর দেশের মধ্যে ইসলামোফোবিয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়েছে। সমানাধিকার ও মানবাধিকারের পতাকাধারী ম্যাক্রোঁ সরকার আসন্ন নির্বাচনে মুসলমানরা ভোট দেয়ার যোগ্য কি না ও যোগ্যরা কোন নেতাকে ভোট দেবে তা দলগতভাবে এখনো নির্ণয় করতে পারেনি। সর্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য সেখানকার মুসলমানরা সংগ্রাম করছেন মর্মে কিছু কিছু তথ্য মিডিয়ায় এসেছে। ফরাসি রাজনৈতিক প্রার্থীদের ইসলামোফোবিয়া এবং খোলাখুলিভাবে বর্ণবাদী মতামতের বহিঃপ্রকাশে মুসলমানদের জন্য নানা ইস্যু তৈরি হচ্ছে।

ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসেন। ম্যাক্রোঁ 'ফ্রান্সের সব মানুষের জন্য' প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মেয়াদকালে, প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে পুরো মুখের পর্দা নিষিদ্ধ করে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আঘাত করেন। নির্দিষ্ট পাবলিক অনুষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করার জন্য আইন পাস করেছিলেন আর মিডিয়ায় প্রচার করছিলেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। খ্রিষ্টান নানরাও হিজাব পরিধান করে, আপাদমস্তক গাউন পরে, কনভেন্টে মেয়েরা পুরো শরীর ঢেকে রাখে, গির্জায় সার্ভিসের সময় মহিলারা মুখ ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখে। নানরা যখন বাজার-ঘাটে যায় তখন হিজাব ও শরীর আবৃত রেখেই যায়। কিন্তু তাদের বেলায় কোনো আইন প্রয়োগের কথা ওঠেনি। ফরাসিরা আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় কলোনির সময় কী বর্বর্তার হোলি খেলেছে তা ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যায়। তাদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে কালজয়ী অনেক চলচ্চিত্র। তেমনি এক বীর ওমর আল মুখতার, লিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। 'লায়ন অব ডেজার্ট' চলচ্চিত্রে তার বীরত্ব ও করুণ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

আলজেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের ১৩২ বছরের সময়কালে, ফ্রান্স পদ্ধতিগত, জাতিগত নির্মূলকরণ ও যুদ্ধাপরাধ চালিয়েছিল। এ সময় প্রায় এক কোটি আলজেরিয়ান নিহত হয়। এটিই ফরাসি উপনিবেশবাদের বাস্তবতা, আলজেরিয়ার নাগরিকত্বের ধারণাটি মুছে ফেলার জন্য এবং দেশটিকে ফ্রান্সের অংশ করার জন্য মূল অধিবাসীদের হত্যা করে বা তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে তাদের ফরাসিতে পরিণত করা হয়। ফরাসী ঔপনিবেশিকরা মসজিদ ধ্বংস করে, আলজেরিয়ান ও ইসলামী ঘটনা ও অনুষ্ঠান পালন করা বন্ধ করে এবং ফরাসি ভাষাকে দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এসব সামান্য কিছু উদাহরণ। মুসলমানদের বিরোধিতা করে, ধর্ম ও ভাষা থেকে দূরে সরিয়ে ফরাসি বানানোর চেষ্টা করেছে সব সরকার। ফরাসিরা মনে করে তারাই দুনিয়ার সেরা। বিশ্বের সেরা পারফিউম ও মদ এ দেশেই উৎপন্ন হয়। ফরাসী চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সুর, ফিল্ম, পোশাকের নতুন স্টাইলের জন্য বিশ্ব ফ্রান্সের দিকে তাকায়।

ফ্রান্স মাঝে মধ্যেই ইসলামপন্থী উগ্রপন্থীদের হামলার শিকার হলে পশ্চিমা মিডিয়া সেগুলো হেড নিউজ করতে থাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত। কেন এসব হামলা হয় তার পেছনের সমস্যা দূর করার কোনো পদক্ষেপ নেয় না। ২০১৫ সালে চার্লিহেবডো হামলা এবং ২০২০ সালে একজন স্কুলশিক্ষকের শিরচ্ছেদ করার পরে যথেষ্ট ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অথচ ম্যাক্রোঁ চার্লিহেবডোকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলে বরং ডিফেন্স দিয়েছেন, মুসলমানদের কাছে যে ব্লাসফেমি অপরাধ হলো তার কোনো সুরাহা করার কথা এ পর্যন্ত তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তিনি সচরাচর এক বিষয় নিয়ে দুই বিপরীতমুখী বক্তব্য দেন। এ জন্য এরদোগান বলেছিলেন 'ম্যাক্রোঁ 'ব্রেনডেথ' সমস্যায় আক্রান্ত, তার চিকিৎসা দরকার।

ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কিছু কিছু বিতর্কিত মন্তব্যও ইসলামবিদ্বেষকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মন্তব্য ফ্রান্সকে ইসলামী বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ম্যাক্রোঁ খোলাখুলিভাবে ইসলামের নবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশকে নিরাপত্তা দিয়েছেন বিধায় মুসলমানরা নিন্দা জানিয়েছেন। এর আগে ম্যাক্রোঁ ঘোষণা করেছিলেন যে 'ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সারা বিশ্বে আজ সঙ্কটে রয়েছে' ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দেশের অভ্যন্তরে 'ইসলামী বিচ্ছিন্নতাবাদ' এবং তার মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলে আসছেন।

দেশের কিছু মুসলমান উদ্বিগ্ন যে সরকার তাদের 'বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণের' চেষ্টায় অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। তারা ম্যাক্রোঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার অভিযোগ করেছেন। ফ্রান্সের মুসলিমরা বলছেন যে, এ পদক্ষেপটি কয়েকজনের সহিংস হামলার জন্য পুরো সম্প্রদায়কে দায়ী করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের মুসলমানরা দীর্ঘ দিন ধরে দৈনন্দিন জীবনে কলঙ্ক এবং চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ করে আসছেন। ফ্রান্সের মুসলিমরা বলছেন, ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী হামলার পর বৈষম্য আরো বেড়েছে। মুসলমানরা বলেছেন, ফরাসি সরকার ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা করেছে কিন্তু খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়ার সাহস করছে না। গত বছর ফ্রান্সের পার্লামেন্ট মসজিদ, স্কুল ও স্পোর্টস ক্লাবের ওপর নজরদারি জোরদার করতে একটি আইন অনুমোদন করেছে। সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে, ফ্রান্সকে কট্টরপন্থী ইসলামপন্থীদের থেকে রক্ষা করার জন্য এ আইনের প্রয়োজন। আইনটি একাধিক মসজিদ এবং সংস্থা বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সমালোচকরা উপদেশ দিয়েছেন তিনি যেন নির্বাচনের আগেই 'দ্য সিভিলাইজেশন অব আরব' বইটি পড়েন।

ফ্রান্সের মুসলমানরা দীর্ঘ দিন ধরে দৈনন্দিন জীবনে কলঙ্কের অভিযোগ করে আসছেন, আইডি চেকের জন্য পুলিশ কর্তৃক একঘরে করা থেকে শুরু করে চাকরি অনুসন্ধানে বৈষম্য। যখনই উগ্রপন্থী সহিংসতা, বিদেশী বংশোদ্ভূত হামলাকারীদের দ্বারা বা ফরাসি বংশোদ্ভূত যুবকদের দ্বারা আঘাত হানে, তখন ফ্রান্সের নিজস্ব মুসলমানরা সন্দেহের মুখে পড়ে এবং সহিংসতার নিন্দা করার জন্য চাপে পড়ে। ইসলাম ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম, যেখানে কোনো একক নেতা এবং একাধিক স্ট্রেন প্রতিনিধিত্ব করে না। ফরাসি সরকার সম্প্রতি দেশের বৃহত্তম মুসলিম দাতব্য সংস্থা বারাকা সিটি এবং ফ্রান্সে ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে সমষ্টিগত আন্দোলনের সংস্থা, সিসিআইএফ বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায় ফ্রান্সেই রয়েছে এবং এটিকে গাইড করতে সাহায্য করার জন্য ফোরামের নেতৃত্ব প্রসিদ্ধ আলেম ও অন্যান্য সাধারণকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। এর সব সদস্য সরকার বাছাই করেছে এবং এক-চতুর্থাংশ মহিলা সদস্য রয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, ফ্রান্সে ইসলামের ফোরাম, জার্মানের ডয়েচে ইসলাম কনফারেন্সের (ডিআইকে) মডেলের এক প্রতিবিম্ব, এই ফোরাম সদস্যরা প্রতি বছর মিলিত হবে প্রয়োজন অনুসারে। ম্যাক্রোঁ মনে করেন এই ফোরাম চরমপন্থাকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। এ জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে প্রকাশ্যে প্রতিপালন না করাই শ্রেয়। ফ্রান্সে ৩৫ শতাংশ সেকুলার ভাবধারার। তাদের রক্ষার জন্য সংবিধানের ১ ধারায় বিধি বর্ণিত রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী, ধর্মহীন গোষ্ঠী, নাস্তিক, বাহাই জাতীয় সর্বধর্মে বিশ্বাসী গোষ্ঠী যারা মূলত কোনো ধর্মাচার করে না।

ফরাসি সরকার ধর্মকে চরমপন্থা থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে ফ্রান্সে ইসলামকে নতুনভাবে আকার দিতে ২০০৩ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকোজি ফরাসি কাউন্সিল অব মুসলিম ফেইথ নামে সংস্থা বানিয়েছিলেন। ম্যাক্রোঁ সে সংস্থাকে আরো কঠিন নিয়মকানুন যোগ করেছেন। মুসলিম ফেইথ কাউন্সিল বহু বছর ধরে ফরাসি সমাজে তার অবদান রেখেছে। তার পরও ফ্রান্সে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফরাসি সরকারের মতে, এখন তারা বড় সমস্যার সম্মুখীন। ধর্মীয় ফেডারেশনগুলোর কার্যকারিতায় বিদেশী রাষ্ট্রের অর্থ ও প্রভাব বেশি কাজ করছে।

ফ্রান্সের ফোরাম অব ইসলাম নামের নতুন সংস্থাটির সমর্থকরা বলছেন, এটি দেশ এবং তার ৫০ লাখ মুসলমানকে নিরাপদ এবং বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে; নিশ্চিত করবে যে, ফ্রান্সে মুসলিম অনুশীলনগুলো জনজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার দেশের লালিত মূল্য মেনে চলে।

৫১ বছর বয়সী প্যারিসের বাসিন্দা হামুদ বেন বুজিদ ম্যাক্রোঁর পরিকল্পনা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন; যাতে বৃহত্তর সমাজের কাছে এর বৈচিত্র্য দেখানো যায়। তিনি বলেন, ইমাম ও মুফতি সদস্যরা ফ্রান্সের প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের পক্ষে কথা বলেন না। বেন বুজিদ বলেন, আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাস করি, তা হলে কেন এই ফোরামকে প্রসারিত করা হবে না এবং ফ্রান্সে আরো অনেক মুসলমানের কণ্ঠস্বর শুনতে দেয়া হবে না। 'আমি চাই, মুসলমানরা যেন এ দেশের নাগরিক হিসেবে থাকে, মুসলমান হিসেবে নয়। পূর্ণ নাগরিক হিসেবে।'

ফোরামের সমর্থকরা বলছেন, এটি ফ্রান্সের পাঁচ মিলিয়ন মুসলমানকে নিরাপদ এবং বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে। সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র ইউরোপে মসজিদ নির্মাণে অর্থায়ন করে থাকে। ফোরাম বা নতুন সংস্থার লক্ষ্য ফ্রান্সের মুসলিম অনুশীলনগুলো যাতে জনজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল চেতনা মেনে চলে তা নিশ্চিত করা।

ম্যাক্রোঁর ফোরাম প্রকল্পে তুরস্ক, মরক্কো বা আলজেরিয়া থেকে মসজিদ-মাদরাসার কোনো ইমাম, মুফতি ও ধর্মীয় শিক্ষক আনার পরিবর্তে ফ্রান্সেই ইমামদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফোরামটি কারাগার, হাসপাতাল ও সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ইমাম, আলেমদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মসজিদের নিরাপত্তার ওপরও জোর দিয়েছে। তাদের মতে, ইসলাম প্রজাতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে বিদেশী হস্তক্ষেপে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী মুসলমানরা ফ্রান্সের জনগণ; সুতরাং তাদের মূল দেশগুলোর সাথে আর কোনো যোগসূত্র নেই বা উচিত নয় এবং কেউই বোঝে না যে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলো এই জাতীয় ইমামকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রাধান্য দেয়, যাকে বিচ্ছিন্ন ইমাম বলা হয়, বা ভর্তুকি দেয় বা উপাসনার জন্য জায়গা কিনে নেয়।

আমরা যদি নির্বাচনের জন্য অন্যান্য প্রধান প্রার্থীর দিকে তাকাই, তবে তাদের বেশির ভাগই চরম ডানপন্থী ও ইসলামোফোবিক। মেরিন লে পেন, ইসলামোফোবিয়া এবং বিরোধী-সেমিটিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখার জন্য কুখ্যাত। তিনি নির্বাচনে ম্যাক্রোঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। লে পেন সব জনসভায় হিজাব নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে থাকেন। আরো বিস্ময়করভাবে, তিনি আরো বলেছিলেন যে, হিজাব 'ইসলামী মতাদর্শের' সাথে পোশাকের একটি টুকরা এবং হিজাবকে 'সর্বগ্রাসী ও হত্যাকারী' অভিহিত করে অগ্রহণযোগ্য মন্তব্য দিয়ে ইসলামফোবিক দৌড়ে অগ্রভাগে রয়েছেন। এসব মন্তব্য ফ্রান্সের মুসলিম জনসংখ্যার জন্য গভীরভাবে ক্ষতিকারক ও আক্রমণাত্মক। অন্য প্রধান প্রার্থী, এরিক জেমুর, বর্ণবাদী এবং মুসলিমবিরোধী উভয় অনুভূতিই ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব, আগামী নির্বাচন মুসলমানদের জন্য মোটেই সুখকর কোনো বিষয় হবে না।

সমালোচকরা, যাদের মধ্যে অনেক মুসলমানও রয়েছেন, মনে করেন- এ ধর্মকে তাদের ফরাসি পরিচয়ের অংশ বলে মনে করেন; তারা বলছেন, সরকারের সর্বশেষ উদ্যোগটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য প্রক্রিয়ার আরেকটি পদক্ষেপ, যা কয়েকজনের সহিংস আক্রমণের জন্য সমগ্র সম্প্রদায়কে দায়ী করবে এবং তাদের জনসাধারণের জীবনে আরেকটি বাধা হিসেবে কাজ করবে।

ফ্রান্সের মুসলমানরা মনে করে, তাদের কোনো প্রকৃত প্রতিনিধি নেই যে, তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নশীল এবং তারা যাকেই বেছে নেবে তারা বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে দেশে প্রচলিত চলমান ইসলামোফোবিক আখ্যান চালিয়ে যাবে। ফরাসি মুসলমানরা উপনিবেশ ও দাসত্বের মুখোমুখি হয়েছিল আর এখন ওরা অত্যধিক প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের মুখোমুখি।

ম্যাক্রোঁর মুসলিমবিরোধী নীতি কখনো থেমে থাকেনি, ২০২০ সালে এক বক্তৃতায় 'ইসলামী বিচ্ছিন্নতাবাদকে কঠোরভাবে দমন করবেন' এবং 'বিদেশী ইমাম ও শিক্ষকদের ইসলামী শ্রেণী শিক্ষা দান থেকে নিষিদ্ধ করবেন' মর্মে ঘোষণা দেন। ম্যাক্রোঁর মতে 'ফ্রান্সে রাজনৈতিক ইসলামের কোনো স্থান নেই' এবং 'ইসলাম সঙ্কটের মুখোমুখি'।

ম্যাক্রোঁর মুসলিমবিরোধী নীতি কখনো থেমে থাকেনি, ২০২০ সালে এক বক্তৃতায় 'ইসলামী বিচ্ছিন্নতাবাদকে কঠোরভাবে দমন করবেন' এবং 'বিদেশী ইমাম ও শিক্ষকদের ইসলামী শ্রেণী শিক্ষা দান থেকে নিষিদ্ধ করবেন' মর্মে ঘোষণা দেন। ম্যাক্রোঁর মতে 'ফ্রান্সে রাজনৈতিক ইসলামের কোনো স্থান নেই' এবং 'ইসলাম সঙ্কটের মুখোমুখি'। ইসলামের সঙ্কট কেন ও কোথায় তার কোনো কারণ তিনি বলতে পারেননি। অথচ মাঝে মধ্যেই হিস্টিরিয়ায় আক্রান্তের মতো এমন কথা বলেন। উগ্র ডানপন্থী ভোটারদের কাছে টানার জন্য সম্ভবত তিনি এমন সব কথা বলেছিলেন, যা বাজারজাত করতে ব্যর্থ হন। আরো এক কারণ হলো- জাতীয় সমাবেশের সভাপতি মেরিন লে পেনকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা।

ফ্রান্সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিভাজনের বীজ বপন করা হয়েছে, বছরের পর বছর এবং মূলত একটি ইসলামোফোবিয়ার চারণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যার ফলে রাজনীতিবিদরা ভোট জয়ের জন্য একটি নির্বাচনী কৌশল হিসেবে মুসলমানদের আঘাত করাকে ব্যবহার করছেন। মুসলমানরা এবার পরবর্তী সময়ে দেশকে কে নেতৃত্ব দেবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় দু'টি মন্দের মধ্যে কোনটি কম সেটিই হয়তো বেছে নেবে। তবে ফ্রান্সের মুসলমানদের সামনে আরো কঠিন সময় অপেক্ষা করছে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

৭ মার্চের ভাষণ ও জয় বাংলা : বাঙালীর মুক্তি ও অগ্রযাত্রার সনদ

(৫ পাতার পর)

জারি হওয়ায় জয় বাংলা স্লোগানটি পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আমাদের আনন্দও সীমাহীন। পূর্বেই যেমন ব্যক্ত হয়েছে, ৭ মার্চ ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পথচলার স্পর্ধিত ঘোষণায় দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। সেই প্রেরণার স্রোতধারায় কাঙ্খিত লক্ষ্যও অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা চূড়ান্ত মুক্তিও অর্জন করি। কিন্তু পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রের কাছে আমরা হেরেও যাই- স্বাধীন দেশে তাদের কাছেই সপরিবারে খুন হতে হয় বাঙালীর জাতির পিতাকেও! যে স্বপ্ন ও আকাংখা নিয়ে একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র ও সোনার বাংলা গঠনে বঙ্গবন্ধুর অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল সদ্য স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই তা ভূলুণ্ঠিত হয়!

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির কবল থেকে দীর্ঘ একুশ বছর পর দেশ আবার মূল স্রোতধারায় ফিরতে শুরু করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয় যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াত-শিবিরের সমর্থন নিয়ে বিএনপি। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষেও ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখায় তাদের ষড়যন্ত্রের যেন কোনো শেষই ছিল না! তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে নানা রকমের ছলচাতুরির কারণে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় ১/১১। তারপরে সেখানেও গণতন্ত্রকে সুকৌশলে হত্যার অনবরত ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। চলতে থাকে মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নেরও! কিন্তু এ দেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত সে ফাঁদে পা বাড়ায়নি। দীর্ঘ সময় পরে হলেও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভূমিধস বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়। ২০২০ রূপকল্প এ দেশের সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে উৎসাহী করে। সে উৎসাহের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থাপনায় সে সাফল্য কেবল একবারই আসেনি- বরং বারবারই বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশকে দেখা যায় দুর্দান্ত এক অভিযাত্রায় সওয়ার রূপে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ 'এশিয়ার টাইগার' হিসেবে আন্তর্জাতিক উপাধি লাভ করতেও সক্ষম হয়। একদা পরিচিত 'তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ' আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশ বিগত একাধিক বছর ধরে পর পর কয়েকবার ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে তার অগ্রগতির অভিযাত্রাকে সক্রিয় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই অভিযাত্রা প্রমাণ করে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা শতভাগ সঠিক এবং বাস্তবসম্মত ছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তিত নেতৃত্বে দেশের এই অগ্রগতির অভিযাত্রাকে ধরে রাখার জন্য তার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। সব ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়িয়ে ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের অভিমুখেই পথ চলতে হবে। জয় বাংলা।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
aislam.ju@gmail.com

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যার বাইরের রূপ



গৌতম দাস

সারা দুনিয়াই এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে, একভাবে না একভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। এবং বলাবাহুল্য তা পক্ষে অথবা বিপক্ষে। এই যে কথাটা বললাম তা নতুন কথা নয়। কেবল ফারাক হয়তো এতটুকুই যে, অন্যরা আমার মতো করে নয় কিন্তু তারা তাদের মতো করে অন্যভাবে বুঝে বলেছে।

তা হলে নতুন যে কথাটা এখন বলতে যাচ্ছি সেটি হলো, গ্লোবাল নেতৃত্বে বদল আসন্ন। এ কথা আমি ২০১৪ সাল থেকে নিশ্চিত করে বলে আসছি; যেটা এখন অনেকেই স্বীকার করে বা মেনে নিচ্ছেন। আসন্ন সেই গ্লোবাল নেতৃত্বে বদলের দিকে একটা গ্রেট লিপ বা বড় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার নতুন ঘটনাটাই হলো 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ' অর্থাৎ বড় পদক্ষেপে বদলের বাইরে দিকটাই মানুষ দেখছে 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ' হিসেবে। আসলে গ্লোবাল নেতৃত্বে নেতাদেশ বদল মানে, আমেরিকা নেতৃত্ব হারানো আর চীনের উত্থান ঘটা, এটিই ধেয়ে আসছে। আর আমেরিকা নেতৃত্ব হারাচ্ছে- এ ঘটনাটা মুখে বলাটা মোটেই ব্যক্তির ইচ্ছা না। এমনকি সে চীনকে বেশি পছন্দ করে কি না তাতেও কিছু এসে যায় না, তাই এই ভিত্তিতে সে বলে বেড়াবে। এটি ব্যক্তি-ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তবতা- এমন এক অবজেকটিভিটি যে, আমেরিকা নেতৃত্ব হারাচ্ছে, চীনা উত্থান ঘটছে।

সাম্রাজ্যের ইতিবাচক ভূমিকা

এম্পায়ার বা বাংলায় 'সাম্রাজ্য' শব্দটি অনুসরণ করা যাক। বহু পুরনো এই শব্দ, দুনিয়া যখন শাসন বলতে কেবল রাজার শাসন বা রাজতন্ত্র বুঝত, সে আমলের। তখনকারই আরেক প্রায় সমান্তরাল শব্দ হলো সম্রাট বা সম্রাটের সাম্রাজ্য। ইউরোপে, অন্যের দেশ দখলদার- এটিই যেসব দেশের প্রধান পেশা ও ব্যবসা, পরিচয়, এমন সবচেয়ে বড় পাঁচ রাষ্ট্র হলো ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল ও স্পেন যারা সবাই 'সাম্রাজ্য' (যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য) বলেই পরিচিত ছিল। কিন্তু মূল কথা, রাজ্য আর সাম্রাজ্য বলে ডাকার ক্ষেত্রে একটি বড় ফারাক হলো, ছোট হলে রাজ্য আর বড় হলে সাম্রাজ্য এমন একটি চিন্তা কাজ করত অবশ্যই যদিও এদের মূল ফারাকটা আরো গভীরে। রাজা আর সম্রাট উভয়ে খাজনা তুলে খায় এটি কমন। কিন্তু দুটোর ফারাক হলো, রাজার খাজনা নেয়ার বিনিময়ে প্রজা কিছু দিতে বাধ্য নয়। যেমন দুনিয়ার যত রাজা ছিল তাদের এসব অর্থ আদায় যা এখানে কমন নাম আকারে, সব কিছুকেই 'খাজনা বলছি'। আমাদের পাহাড়ি এলাকায় রাজতন্ত্র অকেজো হয়ে গেলেও এখনো খাজনা আদায়ের 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান চালু আছে। এখনো পাহাড়ি প্রজাদের থেকে তাদের রাজা অর্থ আদায় করতে পারুক আর না পারুক, সেই 'পুণ্যাহ' কালেকশন ও অনুষ্ঠানের স্মৃতি অন্তত রাজারা জারি রাখতে চান। রাজ-প্রশাসন বলে কিছু না থাকলেও সাংস্কৃতিক পরিসরে রাজার অনুভূতি থাকুক, এই চাওয়াকে কার্যকর রাখা হয় এ ঘটনায়। এখন শব্দটা লক্ষ করা যাক; এটি এক ধর্মতাত্ত্বিক ইঙ্গিতমূলক শব্দ যেন বলতে চায় 'খাজনা দেয়া পুণ্যের কাজ'। আর সারকথায় বলা যে, বস্তুগত লাভালাভের দিক থেকে খাজনা দিলে প্রজারা বিনিময়ে কিছু পাবে না।

এমনই আরেকটি শব্দে খাজনা তোলার রেওয়াজ ছিল ইংরেজিতে 'ট্রিবিউট' শব্দে, যার একটা বাংলা হয় 'শ্রদ্ধা' জানানো। মানে হলো রাজাকে ভিজিট করতে গেছেন অথবা বুঝবে কী করে যে তাকে আপনি শ্রদ্ধা-সালাম জানাতে গেছেন? সে জন্য আপনাকে নগদ অর্থ দিতে হবে। দিলে পরে সেটি আপনার সালাম জানানোর ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে, ধরা হবে। না, আমাদের বাংলা ভাষা বা সমাজেও দেখেন। সেখানে এটি এখনো আছে। মার্কেটে দোকান ভাড়া নিতে গেছেন। মার্কেট মালিক বলছে ভাড়া মাসে তিন হাজার কিন্তু সাথে 'সালামি' দিতে হবে পাঁচ লাখ। মানে হলো এ সালামিটাই ইংরেজিতে ট্রিবিউট। সারকথায় রাজা মানে যে সালামি, ট্রিবিউট পুণ্যাহ খায়। তবে বিনিময়ে প্রজাকে কিছু দেয় না।

আর ঠিক এ জায়গাটা হলো রাজা-সম্রাটের ফারাক। সারকথায় সম্রাটও সালামি, ট্রিবিউট, পুণ্যাহ ইত্যাদি যা আছে সব নেয়। কিন্তু একই সাথে প্রজাদের জন্য অনেক সামাজিক দায়-কর্তব্য সে নেয়। কেমন সেটি? গঞ্জ-হাট-বাজার অনেক পুরনো জিনিস। সেকালে যে সম্রাট সে এমন বাজারটা পাকা করার দায় নেবে। বণিকদের হাটে আসা-যাওয়া চলাচলের নিরাপত্তা দেবে; সে জন্য পাইক-পেয়াদা নিয়োগ দেবে। এক কথায় কমন গুড মানে সবার কাজে লাগে, এমন কাজকর্মে সম্রাট মনোযোগ দেবে। সম্রাট জানে, ব্যবসাটা ভালো জমলে খাজনা-আয় ভালো হবে। এসব মিউনিসিপাল বা সিভিক সার্ভিস বাড়িয়ে দিয়ে যদি এবার খাজনা একটু বেশি চাই হাটের মানুষ তাও দেবে। এই হলো সাম্রাজ্য ব্যবস্থা শুরুর গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটিই 'সাম্রাজ্য' ধারণা ও শব্দটার বড় কিছু ইতিবাচক দিক।

আমাদের সাবধান হতে হবে ১৯৪৫ সালের আগের সাড়ে তিন শ' বছরের ইউরোপ নিয়ে; এ সময়ের সাম্রাজ্য শব্দটার অর্থ আমাদের মতো এশিয়ান দেশের অভিজ্ঞতায় পুরাটাই নেতিবাচক ছিল; কারণ সাম্রাজ্য তৎপরতা বলতে তখন এর একটাই অর্থ, কলোনি দখল ও শাসন।

তবে ১৯৪৫ সালের পরে আমরা প্রথম দেখলাম এক নতুন ধরনের আমেরিকা। না এটি কোনো রাজতন্ত্র ছিল, নাগরিকের ক্ষমতায় নির্বাচিত এক আমেরিকান রিপাবলিক। ফলে সেই অর্থে এখানে কোনো আমেরিকান সম্রাট নেই। কিন্তু এই আমেরিকার হাতেই তবু ১৯৪৫ সালের পরে- সেই প্রথম দুনিয়াতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার নেতৃত্বে এক গ্লোবাল পলিটিক্যাল ও ইকোনমিক ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা তৈরি করা বলে বুঝতে হবে। এর খারাপ-ভালো সব দিকসহ-ই। কমিউনিস্টরা এই আমেরিকান কর্তৃত্বকে বিশেষ করে ১৯৫৩ সালের পরের আমেরিকাকে 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ' বলে থাকে এবং তা বলার পক্ষে এমন আমেরিকান ভূমিকাও আছে;



যেমন সিআইএ পাঠিয়ে কোনো দেশে ক্ষমতা দখল ও সরকার বদল এবং তা বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু একই সাথে এই আমেরিকার এম্পায়ার রোলও আছে। যেটাকে আগে সাম্রাজ্যের ব্যতিক্রমী ইতি ভূমিকা বলেছি, সেটিও সে পালন করেছে। কিভাবে?

সেকালে সম্রাট যেমন রাজার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসে বসে চাঁদা-খাজনা খাওয়া নয়- প্রজাদের সার্ভিস দেয়া, এই বিনিময়ের মাধ্যমে একটি রাজ্য-প্রশাসন বা সাম্রাজ্য খাড়া করে ফেলা যার মুখ্য অবদান; ঠিক তেমনি ১৯৪৫ সালের পরে, আমেরিকা এক ইতি-এম্পায়ার ভূমিকাও নিয়েছিল। কারণ এক নয়া গ্লোবাল সিস্টেম সে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। মূল কারণ গ্লোবাল সিস্টেমের নেতা হতে গেলে পজিটিভ এম্পায়ারের দায়-ভূমিকা যা থাকে সেটিও পালন করতে হয় এবং তা করে বলেই তো সে গ্লোবাল নেতা। যেমন চলতি শতকের শুরু থেকেই আমেরিকা রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে সভরেন-লোন নিয়ে চলেছে। সভরেন মানে খোদ রাষ্ট্রকেই বন্ধক রেখে গ্লোবাল পুঁজিবাজার থেকে ঋণ করে নিয়ে চলা একটা দেশ। আর সে জন্য প্রায়ই নিজ সংসদ থেকে নতুন লোন নেবার অনুমতি নিতে হয়। আর এ নিয়ে প্রতিবারেই এক-দুই সপ্তাহের নাকানি-চুবানি খায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের। একবার ওবামা আমলে প্রেসিডেন্টের এমন নাকানি-চুবানি চলছিল কিন্তু এরই ভিতর ওবামা ডব্লিউএফপি (জাতিসংঘের খাদ্য সহায়তা-বিতরণ প্রতিষ্ঠান) কে তার রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ওবামা এক শ' মিলিয়ন ফান্ড রিলিজ করছেন। অথচ তখন অর্থ বরাদ্দ নেই বলে যারা বিভিন্ন সেক্টরে দিন-ভিত্তিতে স্যালারি পান এমন সরকারি কর্মচারীদের 'কাজ নাই' বলে দেয়া হয়েছিল।

নিজের অবস্থা যাই হোক, ডব্লিউএফপিকে প্রতিশ্রুত অনুদানের ফান্ড আগে রিলিজ করতে হবে- এই হলো গ্লোবাল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এক ব্যবস্থায় গ্লোবাল নেতার ইতিবাচক দায়-ভূমিকা যা পুরনো স্টাইলে বললে 'এম্পায়ারের ইতি-দায়' বলা যায়। আমি অনেকবার লিখেছি, কোনো রাষ্ট্র গ্লোবাল নেতা হতে হলে ১ নম্বর শর্ত হলো তার অর্থনীতি অবশ্যই উদ্বৃত্ত অর্থনীতি হতে হবে, এমন পরিমাণ সারপ্লাস বা উদ্বৃত্তের সম্পদ থাকতে হবে, যাতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে নয়া অবকাঠামোগত খাতে স্বল্পসুদে বিনিয়োগের যে চাহিদা আছে তা পূরণের যোগ্যতা সামর্থ্য থাকতেই হবে। এ যোগ্যতার জন্যই সে পজিটিভ এম্পায়ার, ফলে সে গ্লোবাল নেতা।

গ্লোবাল ইকোনমিতে একটি উদাহরণে যাওয়া যাক; ইকোনমি ও করোনা প্রসঙ্গে। গ্লোবাল ইকোনমি ফেল করলে, খারাপ অবস্থায় পতিত হলে এটা কোনো খুশির খবর নয়। 'সারপ্লাস ভ্যালু চোরেরা' এবার 'ধরা খাইবে' যুক্তিতেও এটা খুশি হওয়ার বিষয় নয়। দুর্ভিক্ষ বা জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তা-জনিত মৃত্যু কোনো কাম্য বিষয় নয়। তাই গ্লোবাল ইকোনমিকে পতিত বা ফেল করে যাওয়া থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে গ্লোবাল নেতার এক বিরাট দায়-ভূমিকা আছে থাকে, মানুষ ও বিশ্ব তা আশাও করে।

গ্লোবাল নেতার কী করার আছে এখানে?

করোনার টিকার পূর্ণ ডোজ নিলে আর করোনা হবে না বা শতভাগ করোনামুক্তি মিলবে, টিকা উৎপাদকেরাও তা কখনো দাবি করে না। তাহলে টিকার কী কাজ? কোনো অর্থনৈতিক তৎপরতা বন্ধ বা লকডাউনের বিরুদ্ধে আবার যদি মানুষ উঠে দাঁড়াতে চায়, ন্যূনতম অর্থনৈতিক তৎপরতা যদি চালু করতে চায় তা হলে মানুষের হাতের নাগালে আছে আর কিছু পরিমাণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যা কিছুটা কাজ করে এমন একমাত্র উপায় হলো পাবলিককে টিকা দেয়া। যত দ্রুত দেশের বেশির ভাগ যোগ্য নাগরিককে তা দেয়া যায়। তা হলে এর অর্থ দাঁড়াল যে, গ্লোবাল অর্থনীতিকে যদি ফিরে দাঁড়াতে হয়- যতটা সম্ভব ফিরে উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা সে ক্ষেত্রে নির্ভর করে টিকার প্রাপ্যতা, টিকা কিনবার ফান্ড আর ম্যানেজমেন্ট যাতে সুষ্ঠুভাবে টিকা দেয়ার কাজটি সুচারুভাবে করে গেছে কি না এর ওপর। আর এখানে গ্লোবাল নেতার বিরাট ভূমিকাটা হলো, এখানেই এই তিন কাজে বিনিয়োগ। কারণ টিকা উৎপাদন বা ক্রয়ে সামর্থ্যহীন অথবা লাইসেন্স দিলেও যে উৎপাদন করতে পারবে না; এমনকি টিকা শুধু পৌঁছে দিলেও হবে না; তা ঠিকমতো পুশ করার ম্যানেজমেন্টেও সহায়তা লাগবে এমন গরিব দেশ কম নয়, বরং এরাই সংখ্যায় বেশি। এ ছাড়া বড়লোক দেশগুলো নিজে টিকা নেয়ার পরও আরো দ্বিগুণ টিকা মজুদ করে রেখেছিল তাতেও নয়া করোনার বিস্তার ঠেকেনি। রাখলেও তারাও নয়া করোনার হাত থেকে বাঁচবে না। কারণ আফ্রিকায় টিকা না দিলে সেখান থেকেই এই ভাইরাস আরো ভয়ঙ্করভাবে নতুন ভ্যারিয়েন্ট বা নতুন রূপ নিয়ে আবার সারা দুনিয়াতে ছেয়ে যাবে।

তা হলে এখন বিচার করা যাক আমেরিকা বা চীন কতটা এ জায়গাটায় গ্লোবাল ভূমিকা দেখিয়েছে; বিনিয়োগ করেছে? আফ্রিকার সব বয়সের মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ১.২ বিলিয়নের মতো। চীন একাই আফ্রিকাতে এক বিলিয়ন টিকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টায় রত হয়েছে। আর আমেরিকার একা নিজ প্রোগ্রামের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। বড়লোক দেশের জোট জি-৭ হিসেবে- ডব্লিউএইচও বা (হু)-এর কাছে এদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি ছিল এক বিলিয়ন ডোজের যা তারা এখনো টার্গেটের ধারে কাছে নেই। তবে ওই মজুদ থেকেই আমেরিকার অনুরোধে হু আমাদের যত যা মডার্না ফাইজার টিকা সরবরাহকারী। আর ঢাকার একাংশসহ সারা দেশের জন্য এখনকার টিকার একমাত্র সরবরাহকারী চীন। আর আমার জানা মতে, চীনের এখনকার টিকাগুলো একেবারে বিনাপয়সায় আমাদের দেয়া। এ ছাড়াও অল্প কিছু টিকা জাপান থেকে এসেছে, আমেরিকা-ভারতের মুখরক্ষা করতে। অর্থাৎ টিকা প্রশ্নে এরই মধ্যে গ্লোবাল ভূমিকা দেখাতে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে, আমেরিকার চেয়ে চীন অনেক বেশি গ্লোবাল নেতার ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে। করোনা গত ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে বিশ্ব ছেয়ে ফেলা শুরু করেছিল। আর ২০২০ সালে ছিল ওর প্রথম ভয়ঙ্কর প্রকোপ। অথচ আমেরিকার মতো দেশের প্রেসিডেন্ট এটি আদৌ কোনো সিরিয়াস ভাইরাস নাকি সাধারণ সর্দি-কাশি এসব নিয়ে মশকরায় দিন কাটিয়েছেন। মজার কথা হলো, ষড়যন্ত্র তত্ত্ববাদী কমিউনিস্টরা বলে থাকেন, করোনার আবির্ভাব নাকি বিল গেটসের 'জীবাণুযুদ্ধের ষড়যন্ত্র'। খোদ ট্রাম্পের অবস্থানও এর কাছাকাছিই ছিল, যেটা আবার এখন পুরোই উদাম। সর্বশেষ কানাডায় ট্রাক ড্রাইভারদের ভ্যাকসিনবিরোধী আন্দোলনে এসে দেখা গেল ইউরোপের ষড়যন্ত্র তত্ত্ববাদী কমিউনিস্ট আর আমেরিকা-কানাডার কনজারভেটিভ বা হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট এরা দু'পক্ষই ভ্যাকসিনবিরোধিতার প্রশ্নে একাকার। দুনিয়াতে এমন ঐক্য সম্ভবত এই প্রথম; সত্যিই বিরল! সবশেষে কানাডার আদালত তাদের এই কথিত আন্দোলনকারীদের ইজ্জত-সম্মান বাঁছিয়েছেন, আদালত একে অবৈধ ঘোষণা করে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে।

এই হলো, আমেরিকার গ্লোবাল নেতাগিরির দিন যে ফুরিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে বাইডেনের পূর্বসূরি ট্রাম্প বা তার দল-গোষ্ঠীর অবস্থান। ট্রাম্প বলতে চাচ্ছিলেন যে, আমেরিকার জন্য গ্লোবাল দায়-দায়িত্ব নেয়া বিশাল ভারী হয়ে উঠেছে। অতএব ভানুর কৌতুকের মতো, তা হলে যুদ্ধেই যাবো না; অর্থাৎ আমেরিকা আর ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন এবং আমেরিকান গ্লোবাল রোল এর কোনোটাতেই আর আমেরিকা থাকবে না। তাই সম্ভবত টিকা নিয়ে ফাজলামোর রাস্তায় তিনি। এ ছাড়া আরো যেমন-ট্রাম্প ন্যাটো ভেঙে দিতে চান। ১৯৪৫ সাল থেকে জার্মানি-জাপানে মার্কিন সেনাব্যারাক আছে আর এ কালের আফগানিস্তান থেকেও সব সেনা ফিরিয়ে আনতে চান। আর সবশেষে ৬ জানুয়ারি ২০২১ ট্রাম্প প্রকাশ্যেই 'হোয়াইট সুপ্রিমিস্টদের' হাতে সংসদ ভবন আক্রমণ করান ও এর বিল্ডিংয়ের মাথায় উঠে নৃত্য করান। তা হলে হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট কারা, কী তাদের পরিচয় ও চাওয়া, আর কেন ট্রাম্প তাদের সমর্থন করেন বা নেন?

সব প্রশ্নের জবাবের মাথা একখানে- চীনের কাছে আমেরিকার গ্লোবাল নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ বাজার ও অর্থনীতি সব কিছু হারানোতে আমেরিকান সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ থেকে ওঠা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার একটি হলো হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট হয়ে যাওয়া বা সমর্থক হয়ে যাওয়া। এরা বলতে চায় আমেরিকা অর্থনীতির পিছিয়ে পড়া, ডুবে যাওয়া, কাজ-ব্যবসা হারানো, সচ্ছলতা কমে যাওয়া- এসব কিছুর কারণ হচ্ছে, আমেরিকা হলো সাদা ককেশীয় নীল-চোখের মানুষের দেশ। কিন্তু সেখানে আজ কালো আর বাদামি মানুষে ভরে গেছে। আর এরা ঢোকাতেই কাজ না পাওয়া বা সম্পদ ভাগাভাগিতে সঙ্কট এসেছে। আমরা সাদারাই শ্রেষ্ঠ ছিলাম; এখন সেই জমানাটাই ফেরত আনতে হবে- আমাদের গ্লোবাল দায়-দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে কেন? এসবের অর্থে এরা বুঝুক না বুঝুক, যা তারা দাবি করছে এর বাস্তবায়ন-যোগ্যতা দুনিয়ায় থাকুক না থাকুক এরা এক অ্যান্টি-গ্লোবালাইজেশন অবস্থানে ঢুকে পড়েছে। আর এখানেই কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রবাদীদের সাথে অজান্তেই তাদের অবস্থানগত মিল হয়ে গেছে। অথচ এরা খবর নেয় নাই যে, তাদের আমেরিকাই গত পঁচাত্তর বছর ধরে সারা দুনিয়াকে গ্লোবাল বাণিজ্যের গ্লোবালাইজেশনে টেনে নিয়ে গেছে। এখন খিচুড়ি একবার রান্না হয়ে গেলে কি আর চাল-ডাল আলাদা করা যায়? তেমনি এক বেচারা অবস্থায় এরা? এ ছাড়া আবার গত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এক প্রধান সমর্থক এরাই। মাঠের বিচারে এরাই মূল ফাইটার।

তা হলে গ্লোবাল কর্তৃত্ব হারাতে থাকা আমেরিকার অর্থনৈতিক এলোমেলো দুর্দশা দেখে একটি প্রতিক্রিয়া যদি হয় ট্রাম্প, তা হলে আর একই আমেরিকান দুর্দশায় আরেক প্রতিক্রিয়া হলো বাইডেন। বাইডেন বলতে চাইলেন তিনি অনেক বোঝেন- কাজেই তাদের আমেরিকা হারতে, হারাতে পারে না। তার হাতে চীন-রাশিয়াসহ যে কেউ-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো দুই মারাত্মক অস্ত্র আছে, যেটি অন্যরা বোঝেইনি। এটি হলো, অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ আর মানবাধিকার। এ দুটো ব্যবহার করলেই আমেরিকা আর কারো কাছে নেতৃত্ব হারাতে পারে না। আর এ কাজটিরই ব্যবহারিক রূপ-পদ্ধতি হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া যখন এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে অ্যাকশনে যায়নি তখনই আমেরিকান প্রতিক্রিয়া হলো, এ স্যাংশন আরোপ। বাইডেন যে অনুমানের উপরে চলতে চাইছেন তা হলো, আমেরিকা রাশিয়ার সাথে কোনো যুদ্ধে যাবে না; তিনি বলেছেন ন্যাটো কোনো নো ফ্লাই জোন আরোপ করবে না। মানে ন্যাটোও যুদ্ধে জড়াবে না। কেবল অবরোধ আরোপ করেই নাকি বাইডেন সব দিকে জিতে আসবেন। মনে হচ্ছে বাইডেন সোনার ডিম দেয়া হাঁসের পেট কেটে সব ডিম বের করার পথে রওনা দিয়েছেন! তাই এ নিয়ে নিচে এক প্রফেসরের বক্তব্য শুনে শেষ করব।

সব কিছুতেই একই অবরোধ-নির্ভরতার অর্থ কী?

এটিকে প্রসঙ্গ করে প্রধান এক রিপোর্ট করেছে হংকংয়ের এক পুঁজিবাজার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পত্রিকা এশিয়া টাইমস। আর এখানে এক্সপার্ট হিসেবে কথা বলেছেন আইএমএফের এক সাবেক চিফ ইকোনমিস্ট কেনেথ রগঅফ (Kenneth Rogoff), যিনি বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরও। তার শেষ কথাটাই আগে বলে শেষ করি :

এমনিতেই আমেরিকা যেকোনো স্যাংশন আরোপ বলে যা করছে এর পেছনে আইএমএফের কোনোই অনুমোদন নেই।' এ ছাড়া এমন এই অতিমাত্রায় আমেরিকার স্যাংশন বা অবরোধের ব্যবহার কিন্তু এর পরিণতিতে কী হবে তা নিয়েই প্রফেসর বলছেন : স্যাংশন অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে ডলার-মুক্ত (ডি-ডলারেজাইড) এক বিশ্ব হওয়ার এক প্রক্রিয়ার দিকে যাওয়া ব্যাপক গতি লাভ করবে। আর সেটিই ডলার আধিপত্যের কবর খোঁড়ার মতো সমতুল্য এক ঘটনা হবে।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বাইডেন ভুল বুঝলে আমার কিছু

(প্রথম পাতার পর)

এ কথা বলেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

বাইডেন তার ব্যাপারে ভুল বোঝেন কী না জিজ্ঞাসা করা হলে প্রিন্স সালমান বলেন, সোজা কথায় তাতে আমার কিছু আসে যান না। বাইডেনের যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিষয়েই ভাবা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় বাইডেনের প্রতি প্রিন্স সালমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে বয়ান দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। একই বিষয় অন্যদের জন্যও প্রযোজ্য।

যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলানোর জন্যও হুশিয়ারি দেন এই ডি ফ্যাক্টো শাসক।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক মোটেও ভালো নয়। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বাইডেন প্রিন্স সালমানের বাবা কিং সালমানের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাইডেন সরাসরি ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে যেতে অস্বীকার করেছেন বলে ব্লুমবার্গ জানিয়েছে। ২০১৮ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের কলামিস্ট জামাল খাশোগিকে হত্যার পর থেকে প্রিন্স সালমানকে এখনও যুক্তরাষ্ট্রে একজন সন্দেহভাজন হিসেবে মনে করা হয়।

বাইডেনের কথাতেও এর ইঙ্গিত মিলেছে। গত অক্টোবরে কারো নাম উল্লেখ না করে বাইডেন জানিয়েছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের অনেকেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তবে তারা আমার সঙ্গে কথা বলল কী না সে ব্যাপারে আমি চিন্তিত নই।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'স্থায়ী, ঐতিহাসিক' সম্পর্ক বজায় রাখা এবং শক্তিশালী করা রিয়াদের লক্ষ্য বলে দ্য আটলান্টিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন প্রিন্স সালমান।

হারিছ নয়, মারা গেছেন

(প্রথম পাতার পর)

অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই মৃত্যুর খবর প্রচার করেছেন। বাস্তবে কি? কোনটা সত্য। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মানবজমিন-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

গত ১৫ জানুয়ারি মানবজমিন খবর দেয় হারিছ চৌধুরী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা গেছেন। হারিছের বিলেত প্রবাসী মেয়ে ব্যারিস্টার সামিরা চৌধুরী এটা নিশ্চিত করেন। বলেন, তার বাবা হারিছ চৌধুরী গত বছরের ৩রা সেপ্টেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা গেছেন। যদিও তার চাচা আশিক চৌধুরী গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, হারিছ ঢাকায় নয়, লন্ডনে মারা গেছেন। এই খবর প্রকাশের পর অনেকেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেন। গোয়েন্দারাও একাধিকবার মানবজমিন-এ ফোন করে সত্যটা জানতে চান। এরপর থেকে মানবজমিন অনুসন্ধান চালাতে থাকে। অনুসন্ধানে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী আসলে মারা যাননি। মারা গেছেন মাহমুদুর রহমান। হারিছ চৌধুরী দীর্ঘ ১৪ বছর গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি ভারত কিংবা লন্ডনেও যাননি। বাংলাদেশের ভেতরেই ছিলেন এবং ঢাকাতেই বেশিরভাগ সময় কাটান। ওয়ান ইলেভেনের পরপরই কিছুদিন সিলেটে অবস্থান করেন। ঢাকায় আসার পর তিনি নাম বদল করেন। নাম রাখেন মাহমুদুর রহমান। দীর্ঘ ১৪ বছর এই নামেই পরিচিত ছিলেন। পরিচয় দিতেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে। ঢাকার পান্থপথে প্রায় ১১ বছর কাটিয়ে দেন এই পরিচয়ে। এই সময় তিনি মাহমুদুর রহমান নামে একটি পাসপোর্টও নেন। পাসপোর্ট নম্বর ইউ০৯৫২৯৮২। এতে ঠিকানা দেন শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। বাবার নাম আবদুল হাফিজ। ২০১৮ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে এই পাসপোর্ট ইস্যু হয়। পাসপোর্টে দেয়া ছবিতে দেখা যায় এ সময় তার চেহারায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। সাদা লম্বা দাড়ি। চুলের রঙ একদম সাদা। বয়সের ছাপ পরেছে। শুধু পাসপোর্ট নয় জাতীয় পরিচয় পত্রও পেয়ে যান মাহমুদুর রহমান নামে। তার এনআইডি নম্বর হচ্ছে ১৯৫৮৩৩৯৫০৭। পাসপোর্ট ও এনআইডি'র সূত্র ধরে মানবজমিন অনুসন্ধান চালাতে থাকে। প্রায় দু'মাস অনুসন্ধানের পর মানবজমিন জানতে পারে অধ্যাপক মাহমুদুর রহমানই আলোচিত রাজনৈতিক নেতা হারিছ চৌধুরী। ঢাকায় কিভাবে ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পেয়েছি। ঢাকার পান্থপথে একটি ভাড়া করা এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে থাকতেন। বাসা থেকে খুব একটা বের হতেন না। একজন কাজের বুয়া ও একটি ছেলে থাকতো তার সঙ্গে। বই পড়ে সময় কাটাতেন। নামাজ আদায় করতেন নিয়মিত। নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম বলেছেন, আমি তিন বছর ধরে এখানে কাজ করি। তার সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য খুব একটা জানতাম না। শুনেছি তার স্ত্রী ও সন্তানরা থাকেন লন্ডনে। কেউ কোন দিন আসেনি। আসা যাওয়ার সময় সালাম দিতাম। তিনি হাসি মুখে সালাম নিতেন। তাকে সবাই প্রফেসর সাহেব বলেই জানতো। নিঃসঙ্গ এই মানুষটির মৃত্যুও হয় নিঃসঙ্গতায়। সাইফুল জানান, একদিন ভোর রাতে কেউ একজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শুনেছি হাসপাতালে থাকার পর তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর তার মেয়েকে দেখি। প্রথমে আমাদেরকে জানাতেও চাননি স্যার মারা গেছেন। মারা যাবার পর দুই মাস এই বাড়িতেই ছিলেন জামাইসহ। গত জানুয়ারিতে তারা বাসা ছেড়ে দেন। হারিছ চৌধুরী খুব একটা বের হতেন না। কথাও বলতেন না। এই বাসার সামনের একটি ফার্মেসী থেকে ওষুধ কিনতেন। সেই ফার্মেসী সূত্রে জানা যায়, তিনি উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিক ও হৃদরোগের ওষুধ কিনতেন। ফার্মেসীর মালিক সুমন খন্দকার বলেন, স্যার খুব ভাল মানুষ ছিলেন। কখনো বাকিতে ওষুধ নিতেন না। পাশেই একটি মুদি দোকান। এই দোকান থেকেই জিনিষপত্র কিনতেন। দোকানের মালিক মোহাম্মদ সুজন বলেন, তিনি তো খুব ভাল মানুষ ছিলেন। সব সময় আমার দোকান থেকে চাল, ডাল, তেল এসব প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতেন। ফ্ল্যাট মালিক জানান, তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানেন না। প্রফেসর সাহেব নিয়মিত ভাড়া দিতেন। ভাল মানুষ ছিলেন।

কিভাবে মারা গেলেন এবং কোথায় দাফন হলো

মাহমুদুর রহমান নামেই হাসপাতালে ভর্তি হন। দাফনও হয় এই নামে। মানবজমিন এর অনুসন্ধানে দেখা যায়, গত বছর ২৬ আগস্ট করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। এর আগে অন্য একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মারা যান ৩রা সেপ্টেম্বর। ডেথ সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে তিনি ঈড়ারফ রিঃয় ঝবঢ়ঃরপ ঝযড়পশ এ মারা গেছেন। তিনি প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মাহবুব নূরের অধীনে চি-কিৎসাধীন ছিলেন। ৪ সেপ্টেম্বর সার্টিফিকেট ইস্যু করেন সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. আ, ক, ম, নূর।

তার মৃতদেহ গ্রহণ করেন মেয়ে সামিরা চৌধুরী। এরপর একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে গোসলের জন্য মোহাম্মদপুর নিয়ে যান। কাফনের কাপড় কেনেন মোহাম্মদপুরের মাইকআউস স্টোর থেকে। আমাদের কথা হয় সামিরা চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি জানান, প্রথমে কেউই করোনা আক্রান্ত রোগীর লাশ গোসল করাতে রাজি হয়নি। পরে যাই হোক রাজি হওয়ার পর গোসল সম্পন্ন হয়। তিনি জানান দাফন নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়। কোথায় দাফন হবে। এরপর আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে সাভারে দাফনের সিদ্ধান্ত হয়। লাশ নিয়ে যাওয়া হয় সাভারের লালাবাদ কমলাপুরে। জামিয়ার কর্ণধার শাইখুল হাদিস আশিকুর রহমান কাশেমী সাহেব সম্মত হন। এরপর তাকে জামিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণেই দাফন করা হয়। কেন এই গোপনীয়তা এবং লুকোচুরি জানতে চাইলে সামিরা চৌধুরী বলেন, ১৪ বছর যে মানুষটি আত্মগোপনে ছিলেন তার খবর প্রকাশ করা সহজ ছিল না। নানা ভয় আর আতঙ্ক কাজ করেছে। তবে এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি অধ্যাপক মাহমুদুর রহমানই আমার বাবা হারিছ চৌধুরী। ডিএনএ টেস্ট করলেই এটা খোলাসা হয়ে যাবে। জীবিত থাকা অবস্থায় আমি লন্ডন থেকে টেলিফোনে উনার সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছি। আমার স্বামীও চার বছর আগে একবার ঢাকায় তার সঙ্গে দেখা করে। সুইজারল্যান্ডে অবস্থানরত আমার ভাই নায়েম শাফি চৌধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সে এখন সুইজারল্যান্ডে সিনিয়র এনার্জি এনালিস্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছে। সেলিম চাচাও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, হারিছ চৌধুরী দু'বার আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরামর্শকরা এতে সায় দেননি।

উল্লেখ করা যায় যে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় হারিছ চৌধুরীর যাবজ্জীবন সাজা হয়। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় তাকে সাত বছরের কারাদ- দেয়া হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া হত্যা ও বিস্ফোরক মামলারও আসামি ছিলেন হারিছ চৌধুরী। বিগত ১৪ বছর গোয়েন্দারা তাকে হন্য হয়ে খুঁজেছেন। কিন্তু তার সন্ধান পাননি। হারিছ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ ডিগ্রি নেন।

কেজিবি বস পুতিন যেভাবে অমিত শক্তিধর

(প্রথম পাতার পর)

যুদ্ধই তার ক্ষমতার পতন ঘটাবে। তিনি ভেবেছেন ইউক্রেনে আগ্রাসন চালাতে পারবেন। কারণ, গত ২২ বছর ধরে আমাদের ব্যর্থতা তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, আমরা তার তুলনায় দুর্বল। অনলাইন গার্ডিয়ানে লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জোনাথন লিটেল এক মন্তব্য প্রতিবেদনে এসব কথা লিখেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ১৯৯৯ সালের আগস্ট। তখনকার ভলাদিমির পুতিন ছিলেন অচেনা এক ব্যক্তি।

তখন তার পূর্বসূরি চেচনিয়ায় পূর্ণাঙ্গভাবে আবার আগ্রাসন চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এরপর পুতিনের নাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। পুতিনও প্রস্তুত ছিলেন। ফলে শর্তহীন সমর্থন পেয়ে তিনি সেনাবাহিনীর লাগাম খুলে দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের পরাজয়ে যে রক্তপাত হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিতে সেনাবাহিনীকে অনুমোদন দেন তিনি। ৩১শে ডিসেম্বর রাতে বর্ষীয়ান এবং ভেঙে পড়া বরিস ইয়েলৎসিন পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্সির ক্ষমতা উপহার হিসেবে তুলে দেন নবাগতের হাতে। ২০০০ সালের মার্চে পুতিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চার বছর প্রধানমন্ত্রিত্বে থাকা ছাড়া তিনি পুরোটা সময় রাশিয়াকে শাসন করেছেন।

জোনাথন লিটেল আরও লিখেছেন, যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হয়, তখন একজন সাহায্যকর্মী হিসেবে আমি চেচ-নিয়া ফিরে যাই। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি সার্গেই কোভালেভ নামের রাশিয়ান একজন মহান মানবাধিকারকর্মীর সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হই। সবার মুখে মুখে তখন উড়ছে এমন একটি প্রশ্ন তার দিকে ছুড়ে দিই- এই অখ্যাত অচেনা প্রেসিডেন্ট কে? পুতিন কে? আমার এখনো স্মরণ আছে কোভালেভ উত্তরে বলেছিলেন- আপনি কি জানতে চান যুবক ভ্লাদিমির পুতিন কে? ভ্লাদিমির পুতিন হলেন কেজিবি'র একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। আপনি কি জানেন কেজিবি'র একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল কি? আদতে কিছুই না।

কোভালেভ যা বললেন তার অর্থ হলো একজন ব্যক্তি যাকে কখনোই পূর্ণাঙ্গ কর্নেল বানানো হয়নি, তিনি ক্ষুদ্রমনা একজন অপারেটিভ। তিনি একটি বা দুটি বিষয়ের বেশি একসঙ্গে চিন্তা করার সক্ষমতা রাখেন না। পুতিন তার ২২ বছরের ক্ষমতায় নিজের স্ট্যাটাসকে অসীম পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। আমার মনে হচ্ছে, প্রয়াত কোভালেভ মৌলিক অর্থেই সঠিক ছিলেন।

জোনাথন লিটেল আরও লিখেছেন, কৌশলগত দিক দিয়ে পুতিন নিজেকে মেধাবী প্রমাণ করেছেন খুব তাড়াতাড়ি। বিশেষ করে পশ্চিমাদের দুর্বলতা ও বিভক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। চেচেনদের দমন করতে তার কয়েক বছর সময় লেগেছে। তারপর সেখানে তিনি নিজের পুতুল শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে তিনি এক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। ন্যাটো ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে সদস্যপদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার চার মাস পরে ২০০৮ সালে পুতিন জর্জিয়া সীমান্তে তার সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটান কৌশল হিসেবে। ৫ দিনের মধ্যে ওই দেশে আগ্রাসন চালান। স্বীকৃতি দেন সেখান থেকে ভেঙে আসা দুটি অঞ্চলকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে। এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানায় পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলো। কিন্তু কার্যত তারা এর বিরুদ্ধে কিছুই করেনি।

রক্তাক্ত এক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ইউক্রেনের জনগণ রাশিয়াপন্থি প্রেসিডেন্টকে ২০১৪ সালে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। ইউরোপের দিক থেকে ওই প্রেসিডেন্ট মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মস্কোমুখী হয়েছিলেন। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরপরই পুতিন দ্রুততার সঙ্গে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালিয়ে ক্রাইমিয়া দখল করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের এমন একটি ভূখ- প্রথমবার দখল করেন তিনি। যখন আমাদের নেতারা এতে হতাশ হলেন, জেরবার হলেন, তারা নিষেধাজ্ঞা দিলেন। কিন্তু পুতিন দমলেন না। তিনি উস্কানি দিতে লাগলেন ডোনবাসে। এটি রাশিয়ানভাষী ইউক্রেনের এলাকা। সেখানে ইউক্রেনের দুর্বল সেনাবাহিনীকে দমন করতে তিনি নিজের ছদ্মবেশী বাহিনীকে ব্যবহার করলেন। ফলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো দুটি কথিত প্রজাতন্ত্র- দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক।

পুতিনের এসব পদক্ষেপের প্রতিটির নিন্দা জানিয়েছে পশ্চিমারা। তারা তাকে শায়েস্তা করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে হয়তো হাল্কা অথবা অকার্যকর। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুতিনকে নিরুৎসাহী করা। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি দ্বিগুণ নিচে নেমে গেলেন। আবারো ফিরলেন।

জোনাথন লিটেল আরও লিখেছেন, শারীরিক গঠনে পুতিন একজন ক্ষুদ্র মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী লেনিনগ্রাদে বড় হয়েছেন। সেখান থেকে পরিষ্কারভাবে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তা হলো- 'যদি তুমি একটি ক্ষুদ্র বালক হও, তাহলে প্রথমেই আঘাত করো, জোরে আঘাত করো এবং আঘাত করতেই থাকো। তাহলেই বড় যেসব বালক আছে, তারা তোমাকে ভয় পাওয়া শিখবে এবং তারা তোমার পিছু নেবে না।' এই শিক্ষাই পুতিন হৃদয়ে ধারণ করেছেন। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট ছিল প্রায় ৭৫০০০ কোটি ডলার। অন্যদিকে ইউরোপের সম্মিলিত বাজেট ছিল ২০০০০ কোটি ডলার। আর শুধু রাশিয়ার বাজেট ছিল ৬৫০০ কোটি ডলার। এখনো আমরা তাকে যতটুকু ভয় পাই, তার চেয়ে বেশি ভয় তিনি আমাদেরকে দেখান। এটা হলো ঘরের কোণে একপেশে হয়ে পড়া ইঁদুরের লড়াইয়ের মতো।

জোনাথন লিটেল আরও লিখেছেন, পশ্চিমারা যখন ডনবাসে সক্রিয় লড়াই বন্ধে আলোচনায় আগ্রহী, আর আলোচনার টেবিল থেকে ক্রাইমিয়াকে ভুলে যাওয়ার অবস্থা তখন পশ্চিমাদের এই অবস্থা দেখে পুতিন নিশ্চয় আনন্দিত হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন এর মধ্যদিয়ে রাশিয়ার ক্রাইমিয়াকে অবৈধভাবে দখলকে বৈধতা দিয়েছে বিশ্ব। তিনি দেখেছেন নিষেধাজ্ঞা তার দেশের ক্ষতি করে, তবে তা খুব গভীরভাবে নয়। ফলে তিনি নিজের সেনাবাহিনীকে অব্যাহতভাবে গড়ে তুলতে পারেন আর নিজের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারেন। তিনি দেখেছেন ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি জার্মানি তার দেশের গ্যাসের ওপর থেকে ও বাজার থেকে নিজের নির্ভরতা কমাচ্ছে না। তিনি দেখেছেন, এর বিনিময়ে তিনি ইউরোপের রাজনীতিকদের কিনতে পারেন। এর মধ্যে আছেন জার্মানির ও ফ্রান্সের সাবেক প্রধানমন্ত্রীরাও। এসব রাজনীতিককে তিনি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির পরিচালনা পরিষদে বসাতে পারেন। প্রতিব-ারই তিনি দেখেছেন, যখনই কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন, তখনই পশ্চিমারা নড়েচড়ে উঠেছেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এই তালিকায় আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন, যুক্তরাষ্ট্রের আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প- এই তালিকা অনেক দীর্ঘ।

জোনাথন লিটেল আরও লিখেছেন, দেশে ও বিদেশে সবখানেই রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা শুরু করেন পুতিন। যখনই এসব ঘটনা ঘটেছে, তখনই তা নিয়ে আমরা হইচই করেছি। কিন্তু তা ওই পর্যন্তই। তা নিয়ে আর কিছু হয়নি। ২০১৩ সালে বারাক ওবামার সিরিয়ায় রেড লাইন লঙ্ঘন করেন, দামেস্কে বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করেন, তখন তাতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানান ওবামা। তবে এক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়েছিলেন পুতিন। ২০১৫ সালে তিনি নিজের বাহিনীকে সিরিয়ায় পাঠান। তারতাসে নিজেদের নৌঘাঁটি স্থাপন করেন এবং খামেইমিনে নতুন বিমান ঘাঁটি স্থাপন করেন। পরের সাত বছরে, তার সেনাবাহিনীর জন্য একটি পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেন সিরিয়াকে। তাদের দক্ষতা, কৌশল, সরঞ্জাম ব্যবহারে সমন্বয়, বোমা হামলা, হাজার হাজার সিরিয়ানকে হত্যা, বাশার আল আসাদকে বিশাল এলাকার নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করেন তারা।

সর্বশেষ তিনি নিজের কার্ড ইউক্রেনে খেলেছেন। স্পষ্টত তিনি বিশ্বাস করছেন, তিনি ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম পশ্চিমাদের প্রকাশ্যে পরাস্ত করবেন। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, আমরা যা করেছি, গত ২২ বছরে তার কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে। এতে তিনি এই শিক্ষাই পেয়েছেন যে, আমরা দুর্বল। কৌশলগত দিক দিয়ে পুতিন হতে পারেন জিনিয়াস। কিন্তু তিনি কৌশলগত দিক দিয়ে চিন্তা করতে অক্ষম। আমাদের নেতারা তাকে সত্যিকারভাবে অনুধাবন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমাদেরকেও বোঝার জন্য কোনো আগ্রহ তিনি দেখাননি। গত দুই বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকার পর মনে হচ্ছে ক্রমশ তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং স্লাভিক, সাম্রাজ্যবাদী, অর্থোডক্স আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

জোনাথন লিটেল আরও লিখেছেন, ইউক্রেনিয়ানদের জন্য তিনি দৃশ্যত নিজের প্রচারণাকেই সত্যিকার অর্থে গল-ধঃকরণ করেছেন। তিনি কি মনে করেন, ইউক্রেনিয়ানরা রাশিয়ানদেরকে মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানাবেন? তারা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন? যদি তিনি এমনটা মনে করে থাকেন, তাহলে তিনি খুব ভুল করবেন। ইউক্রেনের জনগণ যুদ্ধ করছেন। তাদের সংখ্যা অগণিত। তাদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা কঠোর লড়াই করছেন। তাদের মধ্যে আছেন স্কুলশিক্ষক, অফিসের কেরানি, গৃহবধূ, আর্টিস্ট, শিক্ষার্থী, ডিজে, মাদকের সম্রাজ্ঞী। তারা সবাই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। তাদের এখন একটাই টার্গেট- রাশিয়ান সেনাদের গুলি করা। ইউক্রেন এক ইঞ্চি জায়গাও ছেড়ে দিচ্ছে না। এতে মনে হচ্ছে, ওইসব শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত, যেমনটা তিনি গ্রোজনি ও আলেপ্পোতে করেছিলেন, তেমনটা না করা পর্যন্ত- তা নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবেন না পুতিন।

দেশ ছাড়ছে রাশিয়ার নাগরিকরাও

(প্রথম পাতার পর)

এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ নাগরিকরা ফিনল্যান্ডে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশে দেশ ছাড়ছে।

বিবিসি জানায়, রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যান্ডের সীমান্ত ক্রসিং ভ্যালিমায় পাসপোর্ট এবং কাস্টমস চেকের জন্য বাস এবং গাড়ি থামছে। তবে সীমান্ত পাড়ি দিতে ইচ্ছুক এসব মানুষ ইউক্রেনীয় নয়, রাশিয়ান। অবশ্য সীমান্ত পার হতে ইচ্ছুকদের খুব বেশি চাপ ছিল না বলে বিবিসি জানিয়েছে। ইউক্রেন অভিযানের বিরুদ্ধে রাশিয়া জুড়ে শুরু হওয়া ব্যাপক বিক্ষোভ দমনে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সামরিক আইন জারি করতে পারেন এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এর পর অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে রাশিয়া ছাড়তে মরিয়া হয়ে উঠেন।

এদিকে, ইউরোপের সঙ্গে বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় রাশিয়ার ছাড়ার একমাত্র উপায় গাড়ি কিংবা বাসে সীমান্ত পার হওয়া। সীমান্ত পার হওয়ার সময় অপেক্ষারত এক রুশ তরুণীর সঙ্গে কথা বলেছে রাশিয়া। ওই তরুণী সেই ভাগ্যবানদের একজন যিনি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার আগেই পেয়েছিলেন ইউরোপের ভিসা।

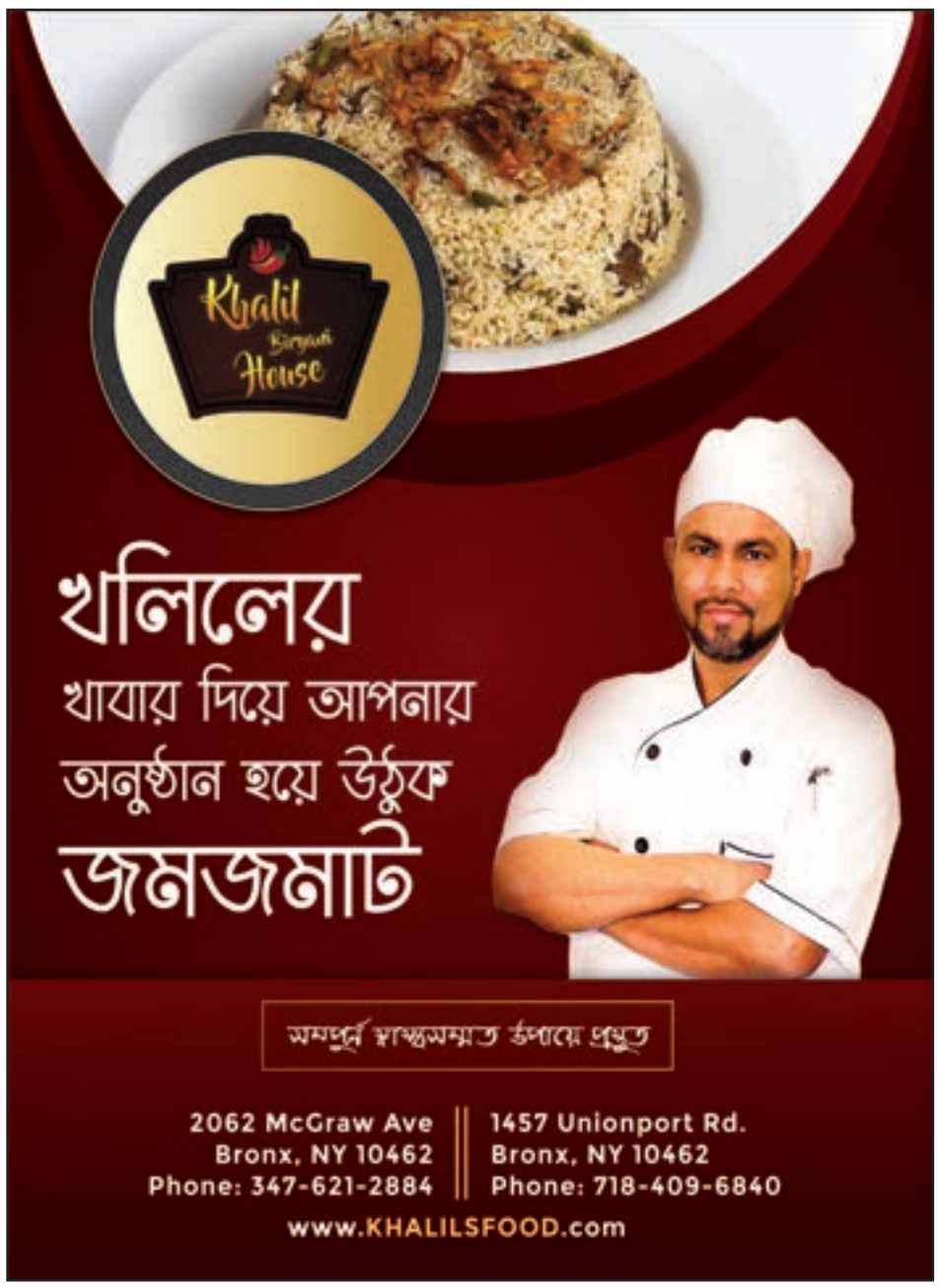
বিবিসিকে তিনি বলেন, ইউক্রেনের জনগণও আমাদের জনগণ আমাদের পরিবার। আমরা তাদের হত্যা করতে দিতে পারি না। আবার রাশিয়ায় ফিরে আসবেন কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই ভীতিকর সরকার থাকাকালে নয়। তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ রাশিয়ানই যুদ্ধ চান না। কিন্তু পুতিনে বিরুদ্ধে বললে জেলে যাওয়ার ভয়ও তো আছে।

এদিকে, সামরিক আইন জারির কোনো পরিকল্পনা নেই বলে শনিবার জানিয়েছেন পুতিন।

রাশিয়ার ফ্ল্যাগশিপ বিমান অ্যারোফ্লটের কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সামরিক আইন জারি করা হবে শুধুমাত্র বাইরের দেশ থেমে হামলা হলেই..এই মুহূর্তে এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই এবং আশা করি আমাদের এটার দরকার হবে না।

টেলিভিশনে প্রচারিত ওই বক্তব্যে পুতিন আরও বলেন, রাশিয়া ইউক্রেনকে বেসামরিকীকরণ এবং নাৎসিমুক্ত করতে চেয়েছে।

এদিকে শনিবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিন বলেছে, পশ্চিমারা তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন





IRS Enrolled Agent



Md. Chowdhury Nizam, CEO
BS in Accounting (CUNY)
MBA in Finance (CU)

Contact
917-856-8809
718-350-1323
info@itradeincs.com
www.itradeincs.com

37-66, 72nd St, 3FL
Jackson Heights
New York- 11372

iTrade Inc

আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আমাদের সেবাসমূহ: IRS e-file



- ট্যাক্স ফাইল
- একাউন্টিং এন্ড পেরোল
- সিটিজেনশীপ ফরম পুরন
- ইমিগ্রেশন ভিসা আবেদন
- গ্রীনকার্ড নবায়ন আবেদন
- হাউজিং এর আবেদন
- সিটি, স্টেট ও ফেডারেল জব সহায়তা

AICPA Member of American Institute of CPAs

IRS ENROLLED AGENT

পররাষ্ট্র মন্ত্রী'র নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন



নিউইয়র্ক: পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ.কে. আব্দুল মোমেন, এমপি গত ২৮ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাঁকে কনস্যুলেটে স্বাগত জানান।

কনস্যুলেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী প্রবাসীদের উন্নত কনস্যুলার সেবা ও সার্বিক কল্যাণনিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রবাসী বান্ধব সরকারের নীতি সমুন্নত রাখতে প্রবাসীদের অধিকতর আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি কনস্যুলার সেবাপ্রার্থী ও কনস্যুলেটে আগত কমিউনিটির সদস্যদের সাথেও কথা বলেন এবং তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি প্রবাসীদের প্রত্যেককেই বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে অভিহিত করে দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি কনস্যুলেটের সার্বিক সেবা কার্যক্রমের উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি আরো বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই সফলতা ও অগ্রযাত্রাকে বিদেশের মাটিতে তুলে ধরার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি কনস্যুলেটের নিজস্ব ভবন ক্রয়ের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ ডব্লিউএফপি'র নির্বাহী বোর্ডে ২০২২ সালের জন্য সভাপতি নির্বাচিত



ইতালী: ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট ডব্লিউএফপি'র নির্বাহী বোর্ডে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম নিয়মিত অধিবেশনে ২০২২ সালের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। ইতালীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং রোমস্থ এফএও, ইফাদ ও ডব্লিউএফপি-তে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ শামীম আহসান সভাপতি হিসেবে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ এখন থেকে নির্বাহী বোর্ডে নেতৃত্বের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ করে সংঘাত-পীড়িত দেশগুলোতে ডব্লিউএফপি'র সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। রাষ্ট্রদূত আহসান তার সূচনা বক্তব্যে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক নাজুক জনগোষ্ঠীকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ডব্লিউএফপি'র ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানে বোর্ড সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রগুলোর এগিয়ে আসার আহবান জানান।



আহলে সুন্নাত ইউএসএ'র 'জশনে ঈদে মেরাজুন্নবী (সা.) মাহফিল' অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: মহান আল্লাহর রাসূল, সর্বশেষ নবী, নূরনবী, প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাকে প্রত্যক্ষ দর্শন তথা দীদারে ইলাহী লাভের মহাপবিত্র উপলক্ষ ২৭ রজব পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএ'র উদ্দ্যোগে জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেস্টুরেন্ট হলে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী রোববার বাদ মাগরিব হতে মধ্যরাত পর্যন্ত "পবিত্র জশনে ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) মাহফিল" অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন, সালাতু সালাম ও না'ত শরীফ পাঠের মাধ্যমে মাহফিল শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন হাজেফ মাওলানা ওয়াসিম সিদ্দিকী ও না'ত শরীফ পাঠ করেন মাওলানা মোহাম্মদ নুরুন্নবী ফারুকী ও মুহাম্মদ ওমর ফারুক। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবদুর রহীম মাহমুদ। মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহাসচিব হাফেজ মাওলানা ওয়াসিম সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি যথাক্রমে মাওলানা আনোয়ারুল হক কাদেরী, কাজী সাইদুর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ নুরুন্নবী ফারুকী ও মুহাম্মদ ওমর ফারুক। সংগঠনের উপদেষ্টাবৃন্দ আনিসুর রহমান, এডভোকেট জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিলে বিশিষ্ট আলেমবৃন্দ কোরআন সুন্নাহর আলোকে মহান নূরনবীর পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এ উপলক্ষকে "ঈদ" হিসেবে পালনের জন্য সকল মুসলিমদেরকে আহ্বান জানান। আলেমগণ বলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন শরিফে পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষকে খুশীর বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও মহান নূরনবীর পবিত্র দীদার উম্মতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ খুশীর উপলক্ষ। সৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় উপলক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর দীদারে ইলাহী পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ)। মহান নূরনবীর মেরাজুন্নবীর উপলক্ষ আলোচিত এবং উদযাপিত হয়ে আসছে সর্বকালে। তাই যারা মহান মহান নূরনবীর পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) কে উদযাপন করেনা অথবা ঈদ বা খুশী মনে করে না, তারা নিজেরা বিভ্রান্ত ও মূর্খ। আর যারা এই উপলক্ষ পালনকে বিদআত মনে করে ও তা প্রচার করে, তারা পথভ্রষ্ট, নবীদ্রোহী ও উগ্রবাদী বাতেল ফেরকা খারেজী ইয়াজিদবাদী ওহাবীবাদের অনুসারী।

মাহফিলে আলেমগন বলেন পবিত্র আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরাম মহান নূরনবীর পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) উদযাপন করেছেন। যাঁরা মহান নূরনবীর মেরাজুন্নবীকে ঈদ বা খুশী হিসেবে উদযাপন করে তারা মূলত নূরনবীকে পেয়ে খুশী, নূরনবীর উম্মত হওয়ার জন্য খুশী এবং নূরনবীকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসার কারণে খুশী। পবিত্র মেরাজুন্নবীর খুশী বা আনন্দের উপলক্ষ সকল ঈমানদারগণ সর্বযুগে পারিবারিক সামাজিকভাবে উদযাপন করেছেন। বক্তাগণ বলেন ইসলামের ইতিহাসের সর্বকালে সকল দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) এর আনন্দ উদযাপিত হয়ে আসছে এবং অনন্তকাল তা হতে থাকবে।

মাহফিলে বক্তাগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাসে পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউএসএর পক্ষ থেকে সবাইকে নবীপ্রেমে ইসলামের প্রকৃতধারা আহলে সুন্নাতের পতাকায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত মুক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় এবং করোনার প্রকোপ থেকে পরিত্রানের উদ্দেশ্যে জিকির, সালাতু সালাম, বিশেষ মুনাজাত ও তবারুক বিতরণের মাধ্যমে "পবিত্র ঈদে মেরাজুন্নবী (সাঃ) মাহফিল" সমাপ্ত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

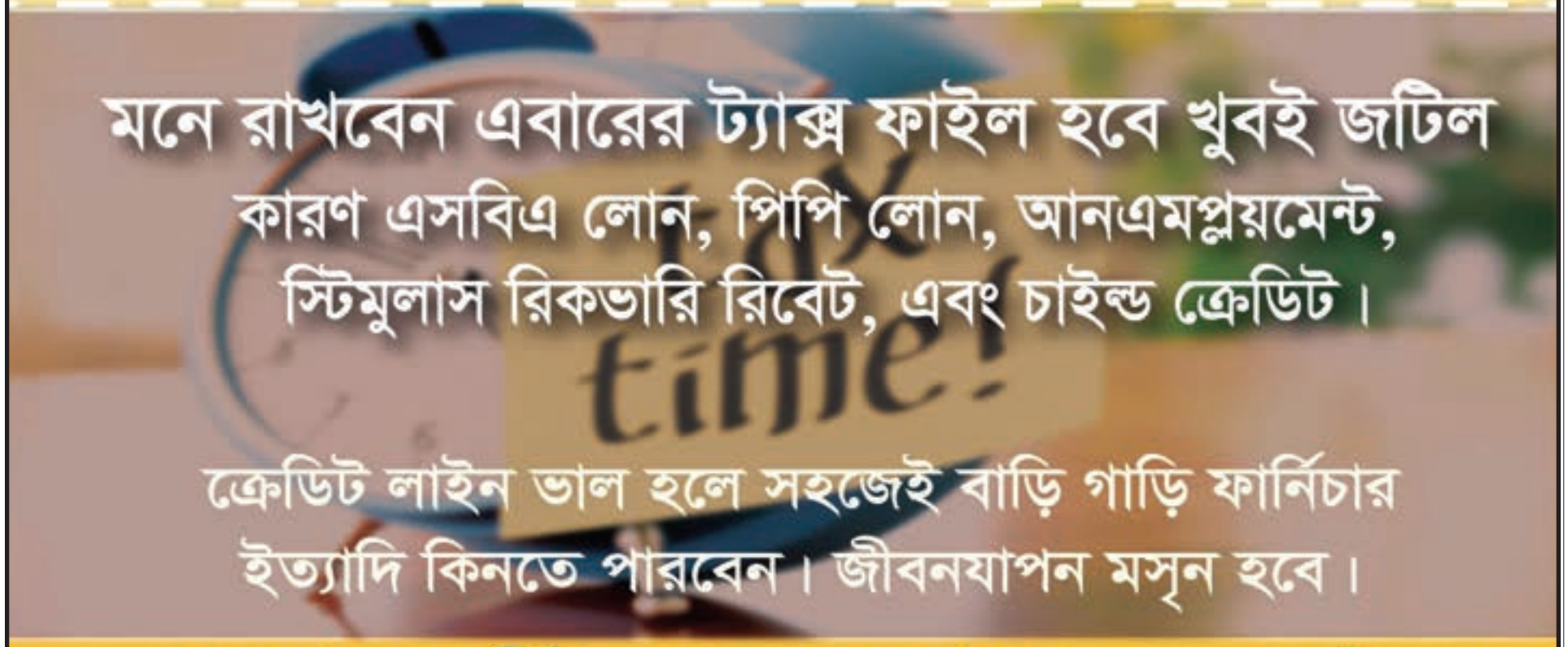


সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।



মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

PREMIUM SUPERMARKET

168-07 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 • TEL : 718-526-1501
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, NY 11004 • TEL : 718-343-1848

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS SENIOR DISCOUNT AVAILABLE * MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE

$5 DISCOUNT WITH $99 PURCHASE
$10 DISCOUNT WITH $149 PURCHASE
$20 DISCOUNT WITH $299 PURCHASE

WINTER SPECIAL SALE MARCH 4 - MARCH 31, 2022



DUNAR DAILY BASMATI RICE



CAROLINA GOLD PARBOILED RICE



BEEF WITH BONE - RIBS MIX



FRESH WHOLE REGULAR GOAT



ROHU



KATLA



KARFU



MRIGEL



MRIGEL



KORAL



HILSHA



RICELAND WHITE RICE



BIBI LONG GRAIN BASMATI RICE



FRESH WHOLE-REGULAR GOAT



QUAIL BIRD



WHOLE TILAPIA



SHOR PUTI



GOLDEN POMFRET (FROZEN)



SHOL



PANGASH



MAGUR (WHOLE)



HILSHA



RUPSHA PARBOILED BASMATI RICE



MAZOLA OIL



BRAVA TOILET PAPER



METRO LACHCHA SEMAI



KOI (LOOSE)



POA (LOOSE)



DESI RUPCHANDA



BABY SHRIMP TRAY



BATA TRAY



KESKI TRAY



HILSHA



PREMIUM MASOOR DAL



PREMIUM BROWN SUGAR



DOMINO SUGAR



KRASDALE EVAPORATED MILK



NESTLE COFFEE MATE



DESI MOLA BLOCK



DESI KOI BLOCK

DESI PUTI BLOCK

DESI PUTI BLOCK

DESI CHAPILA BLOCK

GURA BAILA BLOCK

PRAN MANGO JUICE

PRAN PICKLE (ASSORTED)

PRAN MUSTARD OIL

PRAN PUFFED RICE

PRAN CHANACHUR (ASSORTED)

MAGGI HOT & SWEET SAUCE

DESI KHOLISHA BLOCK

DESI BAILA BLOCK

PANCH MISALI BLOCK

STAR BAIM BLOCK

RAW SHRIMP

RAW SHRIMP





গুণীজনের প্রচার ও প্রসার প্রত্যেক জ্ঞানীদের কর্তব্য

উত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার ৫নং আউশ কান্দি ইউ,পি, উমরপুর গ্রামের কৃতি সন্তান এম, এ, আলী (আকমল আলী) তার জন্ম ১৩ সেপ্টেম্বর ১৬৪ ইং, তাঁর পিতার নাম- ছিদ্দিক আলী ও মাতা সমিত্বা বিবি । তার এক ছেলে আলী সামাদ ছামী, দুই মেয়ে কানিজ ফাতেমা কলি ও ফেরদৌসী নাহার লাকি । নাতি আব্দুল্লা সাদ আলী ও নাতনি সাওদা ছিদ্দিকা ।

হজযরত শাহ জালাল (রহঃ) ১৩০৩ খ্রিঃ ইয়ামনের রাজধানী সানা



থেকে দ্বনি আল ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ৩৬০ জন সফর সঙ্গী সহ সিলেট আগমন করেন । পরে তার সঙ্গীরা ধর্ম প্রচারের জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন । জনশ্রুতি থেকে জানা যায় হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার ৫ নং আউশ কান্দি ইউ,পি, উমরপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন সঙ্গীদের একজন হযরত শাহ উম (রহঃ) । তার নামে এই গ্রামের নামকরণ করা হয় উমরপুর । বংশ শাজরা থেকে তথ্য পাওয়া যায় এম, এ, আলী (আকমল আলী) হযতর উমর (রহঃ) এর বংশধর ।

বংশ শাজরাঃ হযতর শাহ উমর (রহঃ) এর ছেলে→ শাহ মিলন (জমাদার), → শাহ আনছার, →শাহ উসমান, →শাহ সামান, →ছিদ্দেক আলী, →এম, এ, আলী (আকমল আলী) ।

এম, এ আলী জালাল পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা জীবন শুরু করেন । অতঃপর তিনি সঈদ পুর বাজার ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন । ১৯৮২ সালে আউশ কান্দি র.প. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেধার স্বাক্ষর রেখে এস, এস,সি পাশ করে মৌলভীবাজার সরকারী কলেজে লেখা পড়া করেন ।

এম, এ আলী শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনের সূচনা করেন । কর্মজীবনের প্রথম ব্যবসাই ছিল ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা । তাছাড়া রিয়েল এস্টেট এবং ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত ছিলেন ১৯৯৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ।

আমেরিকান প্রবাসী লেখক, কলামিস্ট, সাংবাদিক ও গবেষক এম, এ আলী তার দীর্ঘদিনের কর্মের ফসল কোরআন ও হাদিসের আলোকে ১৪টি বই লিখে পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিয়েছেন । বৃহত্তর সিলেটের পরেও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে নিজ দায়িত্বে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকেন । শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় সঈদ পুর বাজার ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসায় ছরফ, নাহু ও কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন । এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে । এছাড়া ১লা নভেম্বর ২০০৯ ইং সালে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস ব্যুরো প্রেসিডেন্ট রুবিন ডিয়াজ জুনিয়র এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে মিশিগান স্টেটের কংগ্রেসম্যান হেসনে ক্লার্কের হাতে ইসলামের দাওয়াত হিসাবে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদকৃত পবিত্র কোরআন তুলে দিয়ে দায়ী ইলাল্লাহের ভূমিকা পালন করেন । এই সব কাজের ফলে আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম বাঙালী হিসাবে এম, এ আলীর নাম আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায় । এম, এ আলীর লিখা ১৪ খানা বইয়ের নাম ।

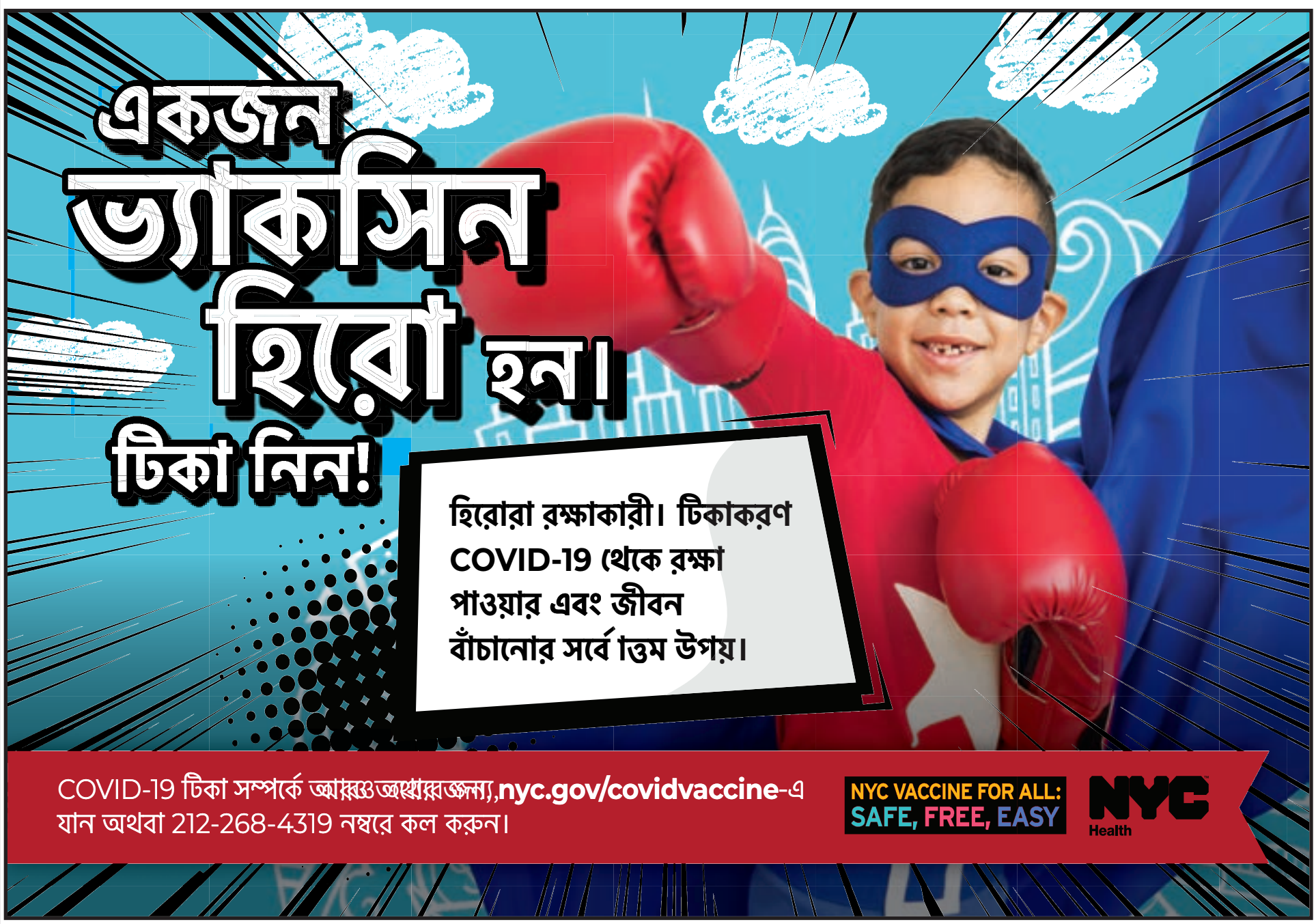
১. নামাজ শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান । ২. ইসলামী আন্দোলনে বাংলাদেশ । ৩. লিখনীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন । ৪. নাজাতের শিক্ষা । ৫. সত্য পথের দিশারী আল-কোরআন । ৬. বই পড়ি জীবন গড়ি । ৭. মানব জীবনের কক্ষপথ । ৮. ইসলামে



মৌলিক আলোচনা (১ম সংস্করণ) । ৯. কেয়ামত ও পরকাল । ১০. ইসলামের মৌলিক আলোচনা (২য় সংস্করণ) । ১১. ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি । ১২. জান্নাতের আলো (১ম সংস্করণ) । ১৩. জান্নাতের আলো (২য় সংস্করণ) । ১৪. নিত্য প্রয়োজনীয় কতিপয় দু'আ ।

আমরা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি ।

আফতাব চৌধুরী
(লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্ট)





শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সহায়তা চাইলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

নিউইয়র্কঃ জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ আরও অধিকহারে শান্তিরক্ষী সরবরাহ অব্যাহত রাখবে মর্মে প্রত্যাশার কথা জানান জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। আজ (১লা মার্চ, ২০২২) বিকেলে জাতিসংঘ সদর দফতরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। এসময় মহাসচিব শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশী শান্তি রক্ষীদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তাঁরা রোহিঙ্গা সংকট ও এর সম্ভাব্য উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের এ সকল নাগরিকদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাসচিবকে অবহিত করেন এবং সকল রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের সহায়তা কামনা করেন। জনাব গুতেরেজ ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমি মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে জাতিসংঘের পূর্ণসমর্থনের কথা আবারও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসামান্য আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন গুতেরেজ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সামনের বছরগুলোতে বিশেষ করে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে আরও সাফল্য অর্জন করবে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উচ্চ পর্যায়ের পদে এবং বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের বিভিন্ন রাজনৈতিক মিশনে মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি (এসআরএসজি) পদে আরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিক নিয়োগের জন্য মহাসচিব গুতেরেজকে অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন।

ইউক্রেন সংকটজনিত কারণে ব্যস্ত সময়সূচি থাকা সত্ত্বেও এ বৈঠকের সুযোগ দেওয়ার জন্য মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে নিউইয়র্কে সফররত মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের নবনিযুক্ত বিশেষ দূত ড. নোলিন হাইজারের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে আঞ্চলিক দেশগুলিসহ সকল অংশীজনদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বিশেষ দূতকে অনুরোধ জানান। বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাখাইন রাজ্যে এমন একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে রোহিঙ্গারা নিরাপদে, নিরাপত্তার সাথে এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে তাদের নিজভূমিতে ফিরে যেতে পারে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড-এর বিস্তার রোধ এবং রোহিঙ্গা শিশুদের মিয়ানমারের কারিকুলাম-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কথা বিশেষদূতকে অবহিত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভাষান চরে একলক্ষ রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন আবাসন তৈরির কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সেখানে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গারা জীবিকা নির্বাহের কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পাবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, স্বদেশে ফেরার তেমন কোনো আশা নেই দেখে রোহিঙ্গারা ক্রমশ: অবৈধ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তিনি মিস হেইজারকে যতটা দ্রুত সম্ভব কক্সবাজার ক্যাম্প ও ভাষান চর পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।

বিশেষ দূত মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁর সহানুভূতি ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। বিশেষ দূত বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুটি তাঁর সর্বোচ্চ এজেন্ডা এবং যত দ্রুত সম্ভব এই সংকটের একটি টেকসই সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তিনি আঞ্চলিক দেশসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, রোহিঙ্গা নেতা এবং মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষসহ সকল অংশীজনদের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবেন।

উভয় বৈঠকে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন।







পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর
পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই

রমজানুল মোবারক

স্বাগতম মাহে রমজান

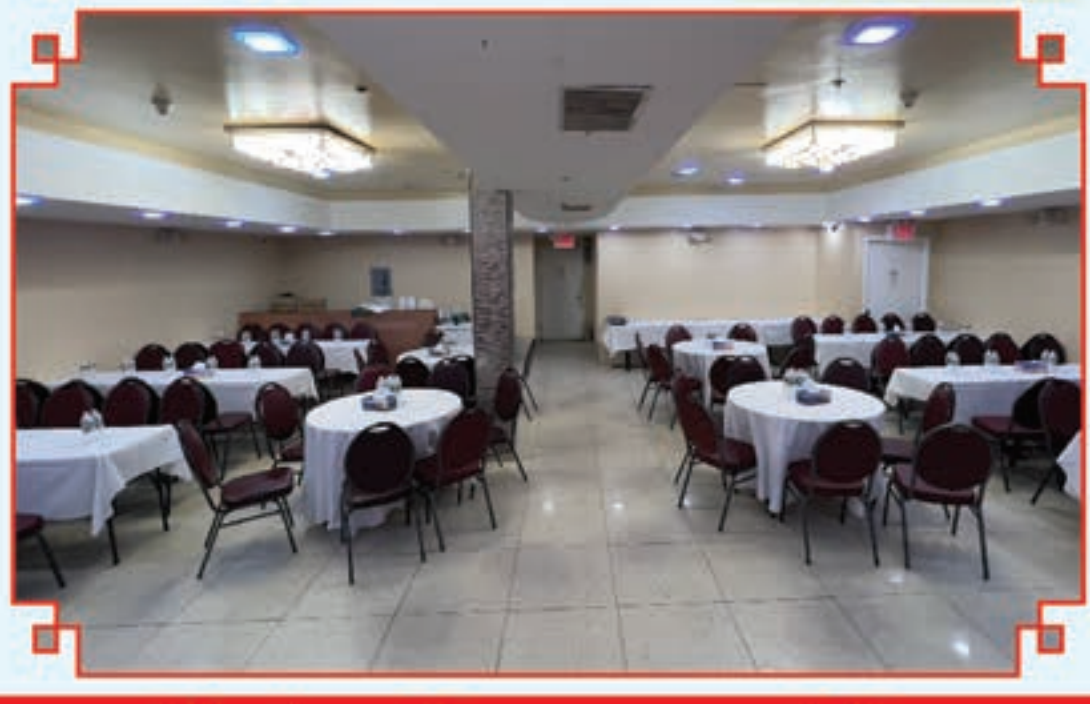
১০% ছাড়ে পার্টি হলের অগ্রিম বুকিং চলছে

917 580 6565

সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন









নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

Nabanno Restaurant & Party Center

37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)

www.nabannorestaurant.com



যুক্তরাষ্ট্র জাপা নেতৃবৃন্দের কনসাল জেনারেলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাজী আব্দুর রহমান ও আবু তালেব চৌধুরী চান্দু নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ গত ১ মার্চ বুধবার বিকাল তিনটায় নিউইর্য়কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে নবনিযুক্ত কনস্যুলার জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সাথে জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে হয়। এসময় ডেপুটি কনস্যুলেট জেনারেল এস, এম, নাজমুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

পার্টির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু ও সহ-সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ ও যুব সম্পাদক শফিআলম তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। ফুলের শুভেচ্ছার পর কনস্যুলার জেনারেল ও ডেপুটি কনস্যুলেট জেনারেলের সাথে জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের বাঙালী কমিউনিটির সু-বিধা-অসুবিধা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়। বর্তমান কনস্যুলার অফিসের সেবার মান আরো উন্নত করিবেন। কনস্যুলার অফিসের নিজস্ব একটি ভবন করা নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমানে আমাদেও এশিয়ান জনগনের নানবিধ হেইট ক্রাইম এবং সাথে মুসলিম নারী ও পুরুষকে অনেক হেইট ক্রাইমের শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষ কওে আমরা প্রবাসী বাঙালীরা যাতে নিরাপত্তা পাই এবং নিউইর্য়ক সিটি পুলিশ বাহিনী আমাদেও প্রতি নিরাপত্তার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করেন সে জন্য মেয়রের প্রতি অনুরোধ জানান। কনস্যুলার জেনারেল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সকল প্রকার সহযোগিতা কামনা করেন।

আন-এমপ্লয়মেন্ট গ্রহীতাদের জনে জনে তদন্তের চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

নিশ্চিত করেছেন। ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অব লেবার-এর চিঠিতে পিইউএ বেনিফিটের জন্য আবেদনের মূল আবেদনপত্র, বেনিফিট গ্রহণের উইকলী সার্টিফিকেশন এর প্রমাণপত্র ছাড়াও এমপ্লয়মেন্ট, সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট অথবা দুটিরই প্রমানপত্র বা কাজের প্লানিং-এর প্রমান দাখিল করতে হবে। চিঠিতে আগামী ১ জুনের মধ্যে এই প্রমানপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে। আর যদি কেউ নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে থাকেন বা ভুল তথ্য দিয়ে বেনিফিট নিয়ে থাকেন তাকে সেই অর্থ ফেরৎ দিতে হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রমানাদী বা ডকুমেন্ট ডাক যোগে ছাড়াও ডিপার্টমেন্ট অব লেবার-এর ফ্যাক্স যোগেও পাঠানো যাবে। কিভাবে প্রমানাদী পাঠাতে হবে তার নিয়মও চিঠিতে বলা হয়েছে। নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অব লেবার ফ্যাক্স নম্বর হচ্ছে- ৫১৮-৪৫৭-০১১১ আর মেইলিং ঠিকানা হচ্ছে- পিও বক্স ১৫০০৬, আলবেনী, নিউইয়র্ক ১২২১২-৫০০৬.

নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট অব লেবার-এর চিঠির সাথে বাংলা ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় অতি সংক্ষেপে লেখা চিঠির গুরুত্ব সহ প্রয়োজনে সংশ্লিস্ট ভাষায় কথা বলার জন্য ফোন নম্বরও দেয়া হয়েছে। ১-৮৮৮-২০৯-৮১২৪ নম্বরে কতা বলে নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য সাহায্যকারী পাওয়া যাবে বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে। এছাড়াও চিঠিটিতে সংশ্লিস্ট বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

উল্লেখিত বিষয়ে ট্যাক্স এনরোলমেন্ট এজেন্ট মিয়া মোহাম্মদ আফজাল জানান, গত এক সপ্তাহ ধরে 'পেন্ডামিক আন-এমপ্লয়মেন্ট এ্যাসিসস্টান্স (পিইউএ)' বেনিফিট গ্রহীতাদের কাছে ফেডারেল ল'র অধীনে চিঠি আসছে। তিনি বলেন, কেউ কেউ সরাসরি চিঠি পাচ্ছেন আবার যারা ইমেইলে আবেদন করেছিলেন তারা ইমেইলে-ই চিঠি পাচ্ছেন। যারাই পেন্ডামিক বেনিফিট নিয়েছেন তারাই চিঠি পাচ্ছেন। তবে এই চিটি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়া বা ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট থাকতে হবে এবং তা প্রদান করতে হবে। কিন্তু যাদের কাছে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট নেই তাদের জন্য ভয়ের কারণ। কেননা বেনিফিট নেয়ার ডকুমেন্ট প্রদান করতে করতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে অর্থ ফেরত দিতে হবে। তিনি জানান, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলোর মধ্যে ডব্লিউ-২ ফর্ম বা পে-স্টাব প্রদান করা যেতে পারে।

মিয়া মোহাম্মদ আফজাল বলেন, আন-এমপ্লয়মেন্টের সাথে এমপ্লয়মেন্ট জড়িত। লেবার ডিপার্টমেন্ট জানতে পেছে যে অনেকে কাজ না করেই আন-এমপ্লয়মেন্ট সুবিধা নিয়েছেন। তাদের চিহ্নিত করে সেই বেনিফিটের অর্থ আদায় করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তৎকালীন সময়ে জরুরী অবস্থা, ব্যস্ততা প্রভৃতি কারণে লেবার ডিপার্টমেন্ট খোঁজ নিতে পারেনি, তাই এখন তারা সকল তথ্য যাছাই-বাছাই করছে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি সংশ্লিষ্টদেরকে অভিজ্ঞ ট্যাক্স এনরোলমেন্ট এজেন্ট-এর সাথে পরামর্শ নেয়ার আহ্বান জানান।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!



SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

করোনা না যেতেই যুদ্ধের দামামা: আতংক

(প্রথম পাতার পর)

তেলের দামের রেকর্ড বৃদ্ধি

ইউক্রেনে রুশ হামলার পর বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১১৫ ডলারের বেশি বেড়ে গেছে। তেলের দামের এই বৃদ্ধি গত সাতবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই রাশিয়া-ইউক্রেন অস্থিরতার প্রভাব লেগেছে তেলের বাজারেও। এমনকি বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১১৫ ডলারের বেশি বেড়ে যাওয়ার পর সৌদি আরবও বাড়াচ্ছে তেলের দাম। এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বাড়তি তেলের দামের প্রভাব পড়বে দৈনন্দিন জীবনেও। তেলের দামের প্রভাবে বাড়বে পরিবহণ খরচ। সেই বাড়তি খরচ যাবে ভোক্তাদের পকেট থেকেই। কৃষি পণ্য পরিবহণ খরচ বাড়ার কারণে খাদ্যের বাড়তি দামও মেটাতে হবে ভোক্তাকেই।

বেড়েছে গ্যাসের দামও

তেলের পাশাপাশি বেড়েছে গ্যাসের দামও। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাসের সরবরাহকারী দেশ রাশিয়া। রাশিয়ার গ্যাসের ৪০ শতাংশ ক্রেতা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। ইউক্রেনের রুশ অভিযান শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম রেকর্ড পরিমানে বেড়ে গেছে। ২০০৫ সালে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা আঘাত হানার পর দেশটিতে এই প্রথম গ্যাসের দাম এতো বাড়ল।

প্রভাব পড়বে বিদ্যুৎ খাতেও

তেল আর গ্যাসের দাম বাড়লে অবধারিতভাবেই বাড়বে বিদ্যুতের দাম। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানির বড় উৎসই তেল ও গ্যাস। তাই তেল-গ্যাসের দাম বাড়ার প্রভাব পড়বে বিদ্যুৎ খাতে। বেড়ে যাবে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ। আর বাড়তি খরচের বোঝা বইতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

স্বর্ণের দাম আকাশ ছোঁয়া

তেল-গ্যাসের পাশাপাশি রাশিয়ার ইউক্রেন হামলার পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে স্বর্ণের দাম। বিশ্ব বাজারে দাম বাড়ায় বাংলাদেশেও স্বর্ণের দাম রেকর্ড বেড়ে হয়েছে ৭৮ হাজার ২৬৫ টাকা ভরি।

বাদ যাচ্ছে না খাদ্যদ্রব্যও

তবে সংকট কেবল তেল-গ্যাস কিংবা স্বর্ণ নয়, প্রভাব ফেলছে মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম অনুষঙ্গ খাদ্যদ্রব্যেও। রাশিয়া ও ইউক্রেন-দুই দেশই বিশ্বের অন্যতম খাদ্য উৎপাদক। বিশ্বের অন্তত ২৮ .৯ শতাংশ গম উৎপাদিত হয় ইউক্রেন-রাশিয়ায়। এরই মধ্যে গমের বাজারে পড়েছে যুদ্ধের প্রভাব। যুদ্ধের কারণে শিকাগো ফিউচার এক্সচেঞ্জে গমের দাম ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

শুধু গমই নয়, সূর্যমুখী তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিশ্বের শীর্ষ দেশ ইউক্রেন ও রাশিয়া।

এছাড়া ভুট্টা উৎপাদনেও এগিয়ে এই দুই দেশ। তাই এই দুই দেশের সংঘাত যে বিশ্ব খাদ্য বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিপাকে আমদানিকারকরা

যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা দেশগুলো একের পর এক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে রাশিয়ার ওপর। সুইটফ গ্লোবাল ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে বাদ পড়েছে রাশিয়া। নিরাপদে লেনদেনের মাধ্যম না পেয়ে তাই রাশিয়ার অনেক আন্তর্জাতিক ক্রেতাই পড়েছে বিপাকে।

এর আগে ইরানকে বাদ দেওয়া হয় সুইফট ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে। এর ফলে দেশটির মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৩০ শতাংশ কমে যায়। তাই সুইটফ গ্লোবাল ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে বাদ পড়া রাশিয়ার অর্থনীতির ওপর নিসন্দেহে বড় ধরনের ধাক্কা।

মুদ্রাস্ফীতির লাগামহীন পাগলা ঘোড়া

করোনার কারণে মুদ্রাস্ফীতির ধকল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্ব। এরই মধ্যে নতুন করে এই সংঘাত মুদ্রাস্ফীতির পাগলা ঘোড়াকে লাগামহীন করে দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে এই বছর বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি অন্তত ৩ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ট্রিলিয়ন কমে যেতে পারে বলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ (এনআইইএসআর) সদ্য প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

ইসলাম গ্রহণ কিংবদন্তি ফুটবলারের

(প্রথম পাতার পর)

সাবেক ডাচ সুপারস্টার ক্লারেন্স সিডর্ফ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শুক্রবার মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। সিডর্ফ বলেছেন, 'মুসলিম পরিবারে যোগদানের পর সবাই আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর বার্তা পাঠিয়েছেন। এজন্য সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। আমি খুবই খুশি এবং বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের অংশ হতে পেরে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী সোফিয়া (মাকরামাতি) প্রতি। সে আমাকে ইসলাম ধর্মের মর্মকথা শিখিয়েছে।'

তবে ইসলামে দীক্ষিত হলেও নিজের পুরনো নামই ব্যবহার করবেন সিডর্ফ। তিনি বলেন, 'আমার বাবা মা যে নাম রেখেছেন আমি সেটি পাল্টাবো না।

'ক্লারেন্স সিডর্ফ- এ নামেই আমাকে এখনও চিনবে সবাই।'

সিডর্ফের স্ত্রী সোফিয়া ইনস্টাগ্রামে বলেছেন, 'আমি খুবই খুশি। আমার ভালোবাসা ক্লারেন্স সিডর্ফ মুসলিম পরিবারের অংশ হয়েছে- এই সুন্দর ও স্পেশাল মুহূর্তের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।'

সুরিনামে জন্ম নেয়া সিডর্ফ ৯০'র দশকের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগ জিতেছেন মোট চারবার। ফুটবল ইতিহাসে সিডর্ফ একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ভিন্ন তিনটি ক্লাবের হয়ে জিতেছেন এই ট্রফি।

১৯৯৪-৯৫ মৌসুমে স্বদেশি ক্লাব আয়াক্সের হয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ের স্বাদ নেন সিডর্ফ। রিয়ালে যোগদানের পর ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে পান দ্বিতীয় সাফল্য। আর ইতালিয়ান জায়ান্ট এসি মিলানের জার্সিতে চ্যাম্পিয়নস লীগ জেতেন ২০০৩ এবং ২০০৭ সালে। ক্লাব পর্যায়ে মোট ৮৮৯ ম্যাচে ১৩৫ গোল করেছেন তিনি। এর মধ্যে এসি মিলানের হয়ে ৪৩২ ম্যাচে করেন ৬২ গোল। ১৯৯৪ সালে নেদারল্যান্ডস দলে অভিষেকের পর ২০০৮ পর্যন্ত খেলেছেন সিডর্ফ। ৮৭ ম্যাচে ১১ গোল নিয়ে শেষ করেন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচিং পেশায় যুক্ত হন তিনি। এসি মিলান, শেনজেন এবং দেপোর্তিভো লা করুনার কোচ ছিলেন। সবশেষ ২০১৯ সালে ক্যামেরুন জাতীয় দলের কোচের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল সিডর্ফকে।

শয়ন কক্ষ থেকে জাপা নেতার রক্তাক্ত

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশ। শনিবার (৫ মার্চ) রাত ১০টায় নিজের শয়ন কক্ষ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গোলাম আযম সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের ঘাটিয়া পাড়া গ্রামের মৃত নূরুল ইসলামের ছেলে। পুলিশের ধারণা তাকে মাথায় আঘাত করে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

তবে হত্যায় কারা জড়িত এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কিছুই জানাতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় গোলাম আযমের পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আসামি শনাক্তের জন্য পিবিআইসহ পুলিশের বেশ কয়েকটি ইউনিট কাজ করছে।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যার পর গোলাম আযমের মেয়ে তার বাবাকে ডাকতে কক্ষে ঢুকলে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠে। পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা জানতে পারলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশের ধারণা, তাকে হত্যা করা হয়েছে অনেক আগেই।

পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসএম শফিকুল ইসলাম বলেন, ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমরা তার পরিবারের সদস্যসহ যাকেই সন্দেহ হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। পিবিআই-সিআইডিসহ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। পরে আমরা এই হত্যাকা-ের বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারব।

শাকিল খানের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রবাসী সাবেক

(প্রথম পাতার পর)

বর্তমানে সেখানে স্বামী-সন্তান নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও মাঝেমধ্যেই দেশে আসেন। সম্প্রতি ঢাকায় এসে জনা সাবেক স্বামী চিত্রনায়ক শাকিল খানের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

তার অভিযোগ, 'শাকিল তার আর আমার একমাত্র সন্তান আরিয়ান খানের দায়িত্ব নেননি। তার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে অর্থাৎ ২০০৩ থেকে আরিয়ান আমার সঙ্গেই আছে। ওর বয়স এখন ১৮।' জনা বলেন, 'প্রতিবেশীদের মতো মাঝেমধ্যে খবর নেয়। যেমন তার যখন বিয়ে হয়নি তখন সে রেগুলার আসতো। ওর বয়স সাত-আট বছর তখন প্রতিবার ঈদে ওকে (আরিয়ান) নিয়ে শপিংয়ে যেত। এরপর ২০১৮ সালেও এসেছিল। তখন ও বাবাকে ঠিকমত চেনেও না। ও যেতে চায়নি। তারপরে মা জোর করে পাঠিয়েছেন।'

বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা শাকিল খানও। তিনি জনাকে বিয়ে ও সন্তানের কথা স্বীকার করে বলেন, 'সন্তানের দায়িত্ব কে না নিতে চায়। নিশ্চয়ই এর পেছনে এমন কিছু আছে, যার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু বিষয় থাকে যা সামাজিক জীবনে সবাইকে ইচ্ছা করলেও বলা যায় না। তাই আমি এ নিয়ে এর বেশি কিছু বলতে চাই না।'

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে 'হৃদয়ের বাঁশী' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আগমন ঘটে নায়িকা জনার। নিজের ক্যারিয়ারের প্রথম এ সিনেমায় তিনি নায়ক হিসেবে পান শাকিল খানকে। সে বছরই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যদিও পরের বছরই তাদের বিচ্ছেদ হয়। সেই সংসারেরই সাক্ষী হয়ে আছে তাদের একমাত্র সন্তান আরিয়ান।

পরে ২০০৯ সালে জুবায়ের হোসেইন নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়েতে আবদ্ধ হন নায়িকা জনা। অন্যদিকে, শাকিল খান চলচ্চিত্র ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সুখে আছেন। চলচ্চিত্রে অভিনয় না করলেও সিনেমা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে তাকে দেখা যায়। সর্বশেষ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে তিনি কার্যকরী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। যদিও তিনি নির্বাচনে হেরে গেছেন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩
* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস
SNS Authorized IRS e file Provider
Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER
যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম
৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিনিমাম গ্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



জাতিসংঘে বাংলাদেশের মহীসোপানের হালনাগাদ তথ্য পেশ

নিউইয়র্ক: বঙ্গোপসাগরের মহীসোপান সীমা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি জাতিসংঘে পেশ করলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। গত ১ মার্চ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ২১ সদস্যের কমিশন অন দ্য লিমিটস অফ দ্য কন্টিনেন্টাল শেল্ফ (সিএলসিএস) এর ৫৪তম অধিবেশনে বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব ও প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম এবং এ সংক্রান্ত কমিটির অন্যান্য কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ। বিগত ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সিএলসিএস-এ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মহীসোপানের সংশোধিত তথ্য দাখিলের পর এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদির উপস্থাপন করা হলো।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের মহীসোপান সীমা সংক্রান্ত দলিলাদি ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথমবারের মতো সিএলসিএস-এ জমা দেয়া। তবে, মিয়ানমার ও ভারতের সাথে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমাজনিত বিরোধের কারণে, কমিশন বাংলাদেশ দাখিলকৃত দলিলাদি সেসময় পরীক্ষা করতে পারেনি। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিচারিক সংস্থার মাধ্যমে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের সমাধান করে।

আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের উপর ভিত্তি করে, বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালের দাখিল পুনরায় পর্যালোচনা করে ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সিএলসিএস এর কাছে বাংলাদেশের মহীসোপান সীমা সংক্রান্ত দলিলাদির নতুন সংস্করণ পেশ করে। এই সংশোধিত দাখিলে,ট্রাইব্যুনাল নির্ধারিত বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের নতুন সীমারেখা অনুসরণ করা হয়।

আজকের এই উপস্থাপনার মাধ্যমে, বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে তার অধিকার রক্ষা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহ করেছে। এরপর সিএলসিএস এর নিয়ম অনুযায়ী, এ উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সাব-কমিশন বাংলাদেশ উপস্থাপিত দলিলাদি পরীক্ষা করে বাংলাদেশের মালিকানার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে। এরফলে বাংলাদেশ ঐ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান শুরু করতে পারবে।

অনুষ্ঠানটিতে প্রদত্ত বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে সম্পদের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের মহীসোপান সীমার বিষয়ে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ উক্ত বিশাল সমুদ্র এলাকার সকল প্রাণযুক্ত ও প্রাণহীন প্রাকৃতিক সম্পদের অন্বেষণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে একটি ভিত্তি প্রদান করবে যা আমাদের টেকসই উন্নয়ন, শক্তির চাহিদা ও আমাদের জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে'।

বাংলাদেশ সরকার এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই দলিলাদির উপস্থাপন নিয়ে কাজ করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ, স্পারসো ও বিআইডব্লিউটিএ এর একটি বিশেষজ্ঞ দল এই দাখিল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। এছাড়া কমনওয়েলথ সচিবালয় এবং জাতিসংঘের ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বাংলাদেশ এ বিষয়ে আইনি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছে।

ড. মোমেন আরও বলেন, 'মহীসোপান সীমা সংক্রান্ত এই উপস্থাপন আমাদের দেশের জন্য একটি বড় অর্জন, বিশেষ করে এমন একটি সময়ে আমরা এটি সম্পন্ন করতে পারলাম যখন আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার পথে সামনে এগিয়ে চলেছি, যেটি আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। আগামী দিনগুলোতে এই মহীসোপান এলাকার প্রাণযুক্ত ও প্রাণহীন প্রাকৃতিক সম্পদ-প্রাচুর্য উন্মোচণে আমাদের পূর্ণ সামর্থ্যের ব্যবহার এ পথচলায় সবচেয়ে বড় পাথেয় হয়ে থাকবে'। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



নিউইয়র্কের 'কিশোর কুমার' নাসির খানের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের 'কিশোর কুমার' খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নাসির খান আর নেই। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ বেড়াতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক-এর শিকার হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিলো ৬৭ বছর। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে তিনি অসুস্থ হলে তাকে ঢাকাস্থ শিকদার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয় এবং সেখানে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুরের সন্তান দুই মাস আগে বাংলাদেশে বেড়াতে যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যান। মরহুম নাসির খান কয়েক যুগ ধরে নিউইয়র্ক প্রবাসী। তিনি দীর্ঘদিন এস্টোরিয়ায় বসবাসের পর লং আইল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বাসবাস করছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বন্ধুবৎসল, সংস্কৃতিমনা, খোলা মনের মানুষ ছিলেন। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাত্তার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাক্ষাৎকারে খালেকুজ্জামান

ভাঙন কেবল সর্বনাশ নয়, সম্ভাবনারও বিষয়

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শেখ রোকন



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খালেকুজ্জামান ২০০৯ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে দলটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। স্বাধীনতার পর জাসদ গঠিত হলে তিনি ওই দলে যোগ দেন এবং পরে বাসদ গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এফ এফ বাহিনীর বৃহত্তর কুমিল্লার কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতার আগে তিনি শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডে অবস্থিত কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ অব পাকিস্তান লিমিটেডের ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। পরে দেবেন-বাশারের নেতৃত্বাধীন গোপন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন এবং ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু। খালেকুজ্জামানের জন্ম ১৯৪৭ সালে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে।

প্রশ্ন: এই সাক্ষাৎকার যেদিন প্রকাশ হচ্ছে, সেদিন বাসদের প্রথম কংগ্রেস। পাঠকের কৌতূহল- সম্মেলন ও কংগ্রেসের মধ্যে ধারণাগত কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

খালেকুজ্জামান: মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্বজুড়েই কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গঠন কাঠামো দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একই সঙ্গে এক দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে আরেক দেশ রণ-নীতি ও রণকৌশলের শিক্ষা গ্রহণ করে। কিছু ধারণা ও শব্দও এর মধ্য দিয়ে বিনিময় হয়। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গৃহীত কিছু শব্দ ও বাক্যালংকার অন্যান্য দেশেও গৃহীত হয়েছে। কংগ্রেস ঠিক তেমনই। বাংলায় এটাকে সম্মেলন বললেও অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: বাসদ প্রতিষ্ঠার ৪১ বছর পর 'প্রথম' কংগ্রেস কেন?

খালেকুজ্জামান: পার্টি গঠনের সময় থেকেই আমরা শিক্ষাশিবির আয়োজন করে এসেছি। এর দুটি অংশ থাকে। একটি হচ্ছে আদর্শিক আলোচনা, আরেকটি সাংগঠনিক আলোচনা। পার্টি কংগ্রেসে যেসব এজেন্ডা থাকে। শিক্ষাশিবিরেও সেসব থাকে। খোলামেলা আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংগঠনিক ইউনিটগুলো গঠিত না হলে কংগ্রেস করা কঠিন। তারপরও দলের আকার ও বিস্তৃতি বিবেচনায় ২০০৯ সালে আমরা শিক্ষাশিবিরের বদলে কনভেনশন করেছিলাম। এখন যেহেতু দেশের অধিকাংশ জেলা এবং অনেক উপজেলায় দলের সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে; বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন ও সহযোগী সংগঠন তৈরি হয়েছে; সে জন্য আমরা এবার দলীয় কংগ্রেস আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রশ্ন: বেশি দেরি হয়ে গেল কি?

খালেকুজ্জামান: দেরি মনে করছেন কীসের ভিত্তিতে? কংগ্রেস তো কোনো 'শোআপ' নয়। কংগ্রেস আয়োজিত হয় সাংগঠনিক প্রয়োজন ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে। সাংগঠনিক কাঠামো ও বিস্তৃতি বিবেচনায় যখন উপযুক্ত সময় মনে করা হবে, তখনই কংগ্রেস আয়োজন হওয়া উচিত। আমরা মনে করছি, বাসদ এখন সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেস আয়োজনের মতো শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

প্রশ্ন: প্রতিষ্ঠার পর বাসদ অন্তত পাঁচবার বিভক্ত হয়েছে। সর্বশেষ গত এক দশকেও অন্তত দুই দফা ভেঙেছে। সেদিক থেকে কংগ্রেস কি অসময়ে, সাংগঠনিকভাবে দুর্বল সময়ে আয়োজিত হচ্ছে না?

খালেকুজ্জামান: আমি মনে করি, বিষয়টি তেমন নয়। কিছু নেতাকর্মী মনে করতেই পারেন, দলের বর্তমান কাঠামো ও কর্মপদ্ধতিতে বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। তারা আলাদাভাবে পথ চলতেই পারেন। আলাদা দল গড়ে তুলতেই পারেন। মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে ভাঙন কেবল সর্বনাশ নয়; সম্ভাবনারও বিষয়। যেমন কাঁচা ডিম যদি ভেঙে যায়, তাহলে সর্বনাশ। কিন্তু তা দেওয়া ডিম ভাঙে সম্ভাবনা নিয়ে। সেখানে নতুন জীবন তৈরি হয়।

প্রশ্ন: একই নামে ব্রাকেটবন্দি রাজনৈতিক দল কি ভাবমূর্তিগত সমস্যা তৈরি করতে পারে?

খালেকুজ্জামান: আমি মনে করি, এতে জনসাধারণ বিভ্রান্তির শিকার হয়। নতুন দল গঠনের সময় আলাদা নামে করাই ভালো। পুরাতন নাম ব্রাকেটবন্দি রাখা নিজেদের বিকাশের জন্যও ইতিবাচক হবে না। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য নিয়ে যদি দলে বিভক্তি তৈরি হয়, নতুন দল গঠনের পরও সেই ভিন্নতা স্পষ্ট করা যেতে পারে; দলের কাছে, জনগণের কাছে।

প্রশ্ন : ভিন্নমত সহকারেই দল ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারত না?

খালেকুজ্জামান: অবশ্যই থাকতে পারত। দলের অভ্যন্তরেই আদর্শগত বা মতবাদিক সংগ্রাম ও বিতর্ক থাকতে পারে। যৌথ চিন্তা থাকতে পারে। মতভিন্নতার জন্য দল ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই বলে আমিও মনে করি। দলের মধ্যে থেকেই আলোচনা, বিতর্ক চলতে পারে।

প্রশ্ন: আমরা জানি, বাসদের সাবেক নেতাকর্মীদের কেউ কেউ বিভক্ত অংশগুলোর পুনরেকত্রীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত প্রবাসী একজন সাবেক ছাত্রনেতা এ ব্যাপারে সামাজিক মাধ্যমেও তার প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। বাসদের পুনরেকত্রীকরণ কি সম্ভব?

খালেকুজ্জামান: দেখুন, এটা তো এমন নয় যে, পারিবারিক মান-অভিমানে কেউ আলাদা হয়েছে। নেতাকর্মীদের একটি অংশ যখন দল ছেড়েছে, আমরা সব সময় বলেছি, তাদের কারও সঙ্গেই ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। তারা যদি ভালোভাবে দল দাঁড় করাতে পারেন, তাহলে আমরাও যোগ দিতে পারি। আর আমরা যদি শেষ পর্যন্ত সঠিক ও শক্তিশালী প্রমাণ হই, তাহলে তাদের জন্যও ফেরার পথ বন্ধ নেই। এমনকি অন্যান্য বামপন্থি রাজনৈতিক দল বা পক্ষের মধ্যে ঐক্য যে কোনো সময়ই হতে পারে।

প্রশ্ন: দেশে বাম দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য কীসের ভিত্তিতে হতে পারে?

খালেকুজ্জামান: আমরা সব সময় বলে এসেছি, কমিউনিস্ট ঐক্য হতে পারে তিনভাবে। প্রথমত, একটি দেশে একাধিক বিপ্লবী দল থাকতে পারে না। যদি একাধিক দল এই দাবি করে, তাহলে তাদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক হতে পারে। তার মধ্য দিয়ে একটি দল গড়ে উঠবে এবং অন্যরা বিলুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় হবে। দ্বিতীয়ত, যদি আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে ঐক্য না হয়, তাহলে মতবাদিক সংগ্রাম চলতে থাকবে। এসব ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। জনগণই তখন ঠিক করতে পারবে কারা সঠিক। তৃতীয়ত, দৃষ্টিভঙ্গিগত, রণনীতি ও রণকৌশলগত মতপার্থক্য নিয়েই ন্যূনতম রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলতে পারে।

প্রশ্ন: ২০১২ সালে সিপিবি ও বাসদ জোট হয়েছিল কি এ ধরনের চিন্তাভাবনা থেকেই?

খালেকুজ্জামান: আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলাম। অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে একসঙ্গে আন্দোলন করে আসছি। এখন সেটা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা গঠিত হয়েছিল এবং পরে বাম গণতান্ত্রিক জোট গঠিত হয়েছে। আমরা ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে একসঙ্গে আন্দোলন-সংগ্রাম করছি। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কও চালু থাকছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, না জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, না জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়োজন- এ নিয়ে মতবাদিক সংগ্রাম, চিন্তাভাবনা বিনিময় চলছে।

প্রশ্ন: দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাম দলগুলোর ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি কী হতে পারে?

খালেকুজ্জামান: আপনি যেভাবে বলছেন, তার উত্তরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি হতে পারে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি এবং দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন। শুধু নির্বাচন কমিশনের মানদন্ড নয়; কারা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন এবং পারবেন না, সেই মানদন্ডও ঠিক করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বাদ দিয়ে শুধু নির্বাচন নিয়ে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না।

প্রশ্ন: সমালোচকদের অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচির প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে বাংলাদেশে বামপন্থি দলগুলো জনসমর্থন ও ভোটের প্রশ্নে ব্যর্থ হয়েছে।

খালেকুজ্জামান: এ অভিযোগের সঙ্গে আমি একমত নই। জনসাধারণ যাতে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংগ্রাম ধারণ করে, সেই প্রচেষ্টা বামপন্থি দলগুলোকে চালিয়ে যেতে হবে। শুধু ভোটের কথা ভাবলে পরিবর্তন টেকসই হবে না। বামপন্থি আন্দোলনের বিচ্যুতি থাকতে পারে; রণনীতি ও রণকৌশলে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে আপনাকে তাদের প্রতিপক্ষগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, করপোরেট পুঁজি, কালো টাকার মালিকরা কখনোই বামপন্থি দলগুলোকে শক্তিশালী হতে দিতে চায় না। তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। এই রাজনৈতিক বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই বামপন্থি দলগুলোকে কাজ করতে হয়।

প্রশ্ন: বাসদের প্রথম কংগ্রেস সামনে রেখে শেষ প্রশ্নটি করতে চাই- বামপন্থি দলগুলোর জন্য রাজনৈতিকভাবে বৈরী আবহাওয়া কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে?

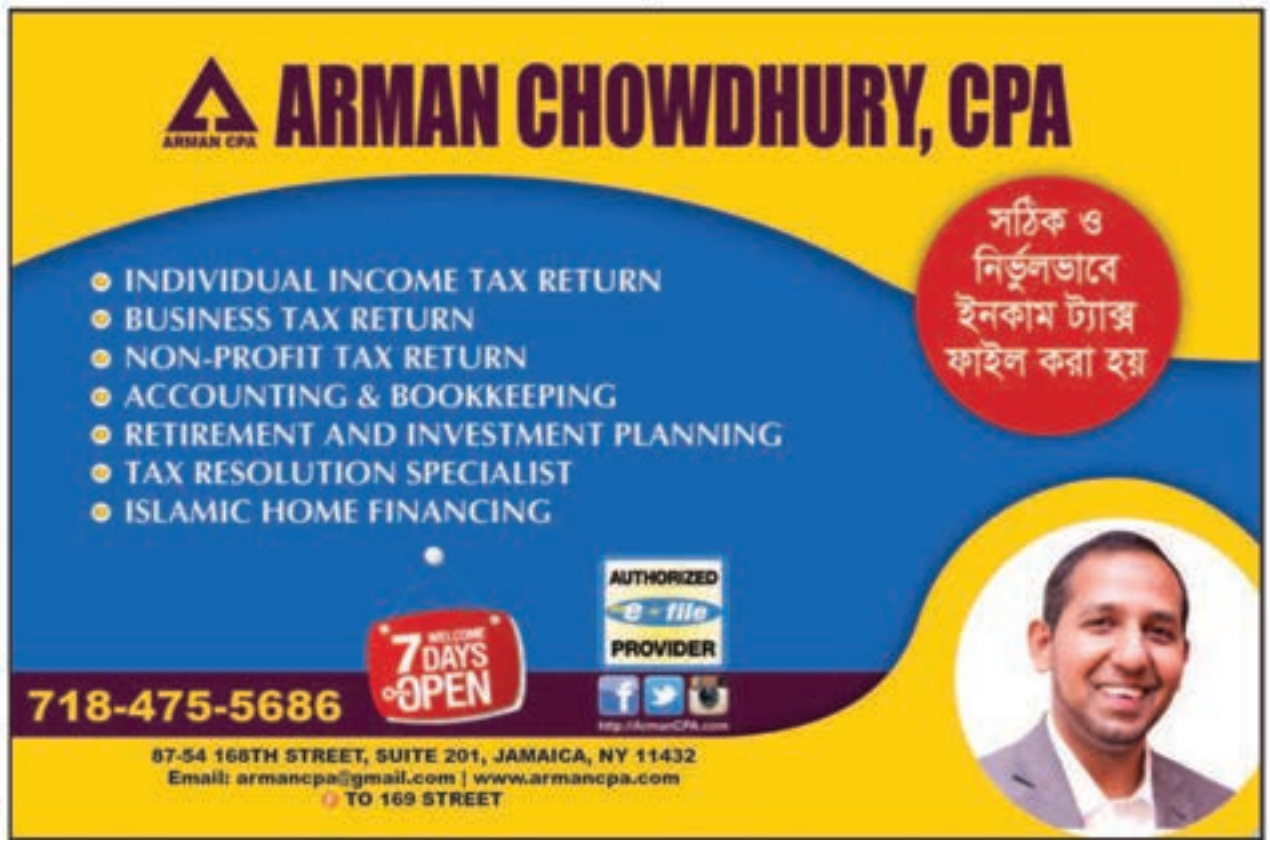
খালেকুজ্জামান: বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই বামপন্থার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর চেহারা মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশে দেশে তাই বামপন্থি রাজনীতির দিকে ঝুঁকছে মানুষ। বাংলাদেশের চিত্রও অভিন্ন। ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা ছাড়তে চাইছে না। কারণ তাহলে রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আরেক দল ক্ষমতার বাইরে থাকতে চাইছে না। কারণ তাহলেও রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী দিনগুলোতে আমি বামপন্থি রাজনীতিরই বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। প্রয়োজন কেবল সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল।

প্রশ্ন : প্রথম কংগ্রেসের বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

খালেকুজ্জামান: সমকালের জন্যও শুভেচ্ছা।







ক্যালেন্ডারের পাতায় ওয়ার্নের ক্যারিয়ার

স্পোর্টস ডেস্ক: দুনিয়ার মায়া ছেড়ে শুক্রবার (৪ মার্চ) অন্যলোকে পাড়ি জমিয়েছেন কিংবদন্তী লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন। রেখে গেছেন এমন সব অর্জন, যার কারণে ওয়ার্নকে যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে ক্রিকেটবিশ্ব। নিজ কীর্তিতে চিরকাল বেঁচে থাকবেন তিনি। কেমন ছিল শেন ওয়ার্নের ক্যারিয়ার? ক্যালেন্ডার পরিক্রমায় দেখে নেয়া যাক-

১৯৯০: গোড়ায় গলদ

ওয়ার্নের ক্যারিয়ারের শুরুতেই বিতর্ক। ১৯৯০ সালে শৃঙ্খলাজনিত কারণে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট একাডেমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল এই লেগিকে।

১৯৯২: অভিষেক

সিডনিতে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে অভিষেক হয় ওয়ার্নের। শুরুটা মোটেও সুখকর ছিল না। ১৫০ রান খরচায় তার প্রাপ্তি ছিল কেবল রবি শাস্ত্রীর উইকেট।

আগস্ট ১৯৯২: ব্রেকথ্রো

কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের শেষ বিকালে ভেলকি দেখান ওয়ার্ন। ৫.১ ওভারের মধ্যে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে অজিদের এনে দেন ১৬ রানের জয়।

জুলাই ১৯৯৩: বল অব দ্য সেঞ্চুরি

নিজের প্রথম অ্যাশেজ সিরিজে অবিশ্বাস্য এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন মাইক গ্যাটিংকে। যেটি পায় 'শতাব্দীর সেরা বল'-এর খেতাব। ৬ টেস্টে ৩৪ উইকেট নিয়ে সিরিজ শেষ করেন ওয়ার্ন। জন্ম হয় এক কিংবদন্তির।

১৯৯৪: ম্যাজিক্যাল ইয়ার

স্বপ্নের মতো বছর কেটেছিল সেবার। ওয়ার্ন যে তিনটি সিরিজ খেলেন, তার দুটিতেই হয়েছিলেন সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। আর অ্যাশেজে ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট বোলার। ব্রিসবেনে ক্যারিয়ার সেরা ৮/৭১ বোলিং ফিগারের পর মেলবোর্নে তুলে নেন হ্যাটট্রিক।

১৯৯৫: ক্রান্তিকাল

ভারতীয় জুয়াড়িকে দলের ভেতকার খবর সরবরাহের দায়ে মার্ক ওয়াহর সঙ্গে শাস্তি পান শেন ওয়ার্ন। বিষয়টি তখন ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড। গণমাধ্যম খবরটি ফাঁস করে ৩ বছর পর।

১৯৯৬: অজিদের মান রক্ষা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এক পর্যায়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলীয় সংগ্রহ ছিল ১৭৮/৪। জয়ের জন্য মাত্র ৩০ রান প্রয়োজন ছিল তাদের। কিন্তু দারুণ এক স্পেলে ওটিস গিবসন, জিমি অ্যাডামস এবং ইয়ান বিশপকে তুলে মোড় ঘুরিয়ে দেন ওয়ার্ন। ৩৬ রানে ৪ উইকেট নিয়ে অজিদের এক স্মরণীয় জয় উপহার দেন তিনি।

১৯৯৬: ছুরি-কাঁচির নিচে

স্পিনিং আঙুলে অস্ত্রোপচারের কারণে ভারত সফর মিস করেন ওয়ার্ন।

জুলাই ১৯৯৮: ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা

কাঁধের ইনজুরির কারণে আরেকবার ছুরি-কাঁচির নিচে যেতে হয় ওয়ার্নকে। সার্জন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি হয়তো আর ক্রিকেট খেলতে পারবে না।'

১৯৯৯: প্রত্যাবর্তন এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

কাঁধের চোট কাটিয়ে স্টিভ ওয়াহর ডেপুটি হিসেবে খেলতে যান ওয়েস্ট ইন্ডিজে। মহাকাব্যিক সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে তাকে বিশ্রাম দেয় অস্ট্রেলিয়া। ২-২ সমতায় শেষ হয় লড়াই। তবে চমক বাকি রেখেছিলেন ওয়ার্ন। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে জেতান দলকে। এরপর ফাইনালে ওয়ার্নের ঘূর্ণিতে কুপোকাত হয় পাকিস্থান। ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ১৩২ রানে গুটিয়ে দেন পাকিস্তানকে। দুই ম্যাচেই হন সেরা খেলোয়াড়। টুর্নামেন্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ২০ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

২০০০: উইজডেনের তালিকায়

অভিষেকের মাত্র এক দশকের মধ্যেই ওয়ার্ন জায়গা করে নেন শতাব্দীর সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের তালিকায়। তালিকাটি প্রস্তুত করে 'ক্রিকেটের বাইবেল' খ্যাত উইজডেন সাময়িকী। বাকি চারজন হলেন ডন ব্রাডম্যান, গ্যারি সোবার্স, জ্যাক হবস এবং ভিভ রিচার্ডস। ওই বছরই ডেনিস লিলিকে (৩৫৫) ছাড়িয়ে ওয়ার্ন হয়ে যান অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

২০০৩: হঠাৎ পতন

ডোপ পাপে ছিটকে যান ২০০৩ বিশ্বকাপ দল থেকে। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে তাকে। এই নিষেধাজ্ঞা ওয়ার্নের ওয়ানডে ক্যারিয়ার শেষ করে দেয়।

২০০৪: মুক্তি

প্রত্যাবর্তন সিরিজে শ্রীলঙ্কার মাটিতে মুত্তিয়া মুরালিধরনের সঙ্গে দারুণ এক দ্বৈরথ জমিয়ে তুলেন ওয়ার্ন। ২৬ উইকেট নেন তিনি, স্বাগতিকদের ধবলধোলাই করে অজিরা। সিরিজ চলাকালীন প্রথম স্পিনার হিসেবে ওয়ার্ন স্পর্শ করেন ৫০০ টেস্ট উইকেটের মাইলফলক। ওই বছরই ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়া। ইরফান পাঠানের উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ারের ৫৩৩তম উইকেটের দেখা পান ওয়ার্ন। এতে মুলারিধরণকে ছাড়িয়ে টেস্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ড গড়েন তিনি।

২০০৫: বল অব দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি

ইংল্যান্ডে অ্যাশেজ হারা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে উজ্জ্বল ছিলেন ওয়ার্ন। ৫ ম্যাচে নেন ৪০ উইকেট। এজবাস্টনে অ্যান্ড্রু স্ট্রসকে অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন যেটি '২১ শতকের সেরা বল' হিসেবে অভিহিত হয়। তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন প্রথম বোলার হিসেবে ৬০০ টেস্ট উইকেটের কীর্তি গড়েন ওয়ার্ন। ২০০৫ সালে টেস্টে ৯৬ উইকেট নেন ওয়ার্ন। যা এক বর্ষপঞ্জিতে কোনো বোলারের পক্ষে সর্বোচ্চ।

২০০৭: ফেয়ারওয়েল

ঘরের মাঠে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ইংল্যান্ডকে ৫-০তে হোয়াইটওয়াশ করে অস্ট্রেলিয়া। ২৩ উইকেট নেন ওয়ার্ন। তার ৭০০তম ভিকটিম অ্যান্ড্রু স্ট্রস। ৭০৮ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ারের ইতি টানেন তিনি। তখন পর্যন্ত যা ছিল সর্বাধিক উইকেটের বিশ্বরেকর্ড। যেটি পরে নিজের করে নেন মুরালি।

২০০৮: শেষবারের মতো অধিনায়ক

অধিনায়কের সব গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১১টি ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দেন ওয়ার্ন। তবে ২০০৮ আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। ১৫ ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়ে সেবার রাজস্থানকে এনে আইপিএলের প্রথম আসরের ট্রফি।

২০১৫: শেষ ক্রিকেটের স্বাদ

সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে অল স্টার টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজন করেন ওয়ার্ন। সাবেকদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে 'ওয়ার্নস ওয়ারিয়র্স' এবং 'শচীন ব্লাস্টার্স' নামে দুটি দল তিনটি ম্যাচে মুখোমুখি হয়। তবে নানান সীমাবদ্ধতায় সিরিজটি আর মাঠে গড়ায়নি।



মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক: ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন টি-টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক। এই ফরম্যাটে প্রথম বাংলাদেশী ব্যাটার হিসেবে দুই হাজার রানের মাইলফলক ছুঁলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। আগে থেকেই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে তার জায়গা সবার ওপর ছিল। সাকিব আল হাসানকে টপকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বনেছিলেন আগেই। প্রথম বাংলাদেশি খেলোয়াড় হিসেবে ২ হাজার টি-টোয়েন্টি রানের কীর্তি গড়লেন তিনি।

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে হাজারের বেশি রান আছে ৫ ক্রিকেটারের। মাহমুদউল্লাহর পর আছেন সাকিব আল হাসান। তার রান সংখ্যা ১ হাজার ৯০৮। ১ হাজার ৭০১ রান নিয়ে তামিম ইকবাল আছেন তিনে। চতুর্থ স্থানে থাকা মুশফিকুর রহিমের রান ১ হাজার ৪৯৫। পঞ্চম স্থানে আছেন সৌম্য সরকার, তিনি করেছেন ১ হাজার ১৩৬ রান।

২ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়ার পর অবশ্য খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি মাহমুদুল্লাহ। তিন বল পর রশিদ খানকে আবারও সুইপ করতে গিয়ে এলবিডবিউ হয়ে ফেরেন তিনি।

স্ত্রীর প্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ কিংবদন্তি ফুটবলারের

স্পোর্টস ডেস্ক: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ ও এসি মিলানের সাবেক ডাচ সুপারস্টার ক্লারেন্স সিডর্ফ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শুক্রবার মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। সিডর্ফ বলেছেন, 'মুসলিম পরিবারে যোগদানের পর সবাই আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর বার্তা পাঠিয়েছেন। এজন্য সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। আমি খুবই খুশি এবং বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের অংশ হতে পেরে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী সোফিয়া (মাকরামাতি) প্রতি। সে আমাকে ইসলাম ধর্মের মর্মকথা শিখিয়েছে।'



তবে ইসলামে দীক্ষিত হলেও নিজের পুরনো নামই ব্যবহার করবেন সিডর্ফ। তিনি বলেন, 'আমার বাবা মা যে নাম রেখেছেন আমি সেটি পাল্টাবো না। 'ক্লারেন্স সিডর্ফ- এ নামেই আমাকে এখনও চিনবে সবাই।'

সিডর্ফের স্ত্রী সোফিয়া ইনস্টাগ্রামে বলেছেন, 'আমি খুবই খুশি। আমার ভালোবাসা ক্লারেন্স সিডর্ফ মুসলিম পরিবারের অংশ হয়েছে- এই সুন্দর ও স্পেশাল মুহূর্তের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।'

সুরিনামে জন্ম নেয়া সিডর্ফ ৯০'র দশকের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগ জিতেছেন মোট চারবার। ফুটবল ইতিহাসে সিডর্ফ একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ভিন্ন তিনটি ক্লাবের হয়ে জিতেছেন এই ট্রফি।

১৯৯৪-৯৫ মৌসুমে স্বদেশি ক্লাব আয়াক্সের হয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ের স্বাদ নেন সিডর্ফ। রিয়ালে যোগদানের পর ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে পান দ্বিতীয় সাফল্য। আর ইতালিয়ান জায়ান্ট এসি মিলানের জার্সিতে চ্যাম্পিয়নস লীগ জেতেন ২০০৩ এবং ২০০৭ সালে। ক্লাব পর্যায়ে মোট ৮৮৯ ম্যাচে ১৩৫ গোল করেছেন তিনি। এর মধ্যে এসি মিলানের হয়ে ৪৩২ ম্যাচে করেন ৬২ গোল। ১৯৯৪ সালে নেদারল্যান্ডস দলে অভিষেকের পর ২০০৮ পর্যন্ত খেলেছেন সিডর্ফ। ৮৭ ম্যাচে ১১ গোল নিয়ে শেষ করেন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচিং পেশায় যুক্ত হন তিনি। এসি মিলান, শেনজেন এবং দেপোর্তিভো লা করুনার কোচ ছিলেন। সবশেষ ২০১৯ সালে ক্যামেরুন জাতীয় দলের কোচের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল সিডর্ফকে।



নির্বাচনকালীন সরকারঃ বিরোধী জোটে দুই মত

(প্রথম পাতার পর)

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক জেএসডি এবং ২০ দলীয় জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক এলডিপি বলছে, জাতীয় সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন হওয়া উচিত। মাত্র তিন মাসে নির্দলীয় ব্যক্তিদের পক্ষে দলীয়করণে দুষ্ট রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে মেরামত করে সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়া সম্ভব হবে না। ঐক্যফ্রন্ট গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও দল দুটির সঙ্গে একই সুরে কথা বলছেন। আবার ঐক্যফ্রন্টের আরেক শরিক নাগরিক ঐক্য জাতীয় সরকার এবং নির্দলীয় সরকারের বিষয়ে আপত্তি তুলছে। তবে বিএনপির পক্ষ থেকে বরাবরই বলা হচ্ছে, আগামী নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই হতে হবে। দলীয় সরকারের পক্ষে কোনো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। সমমনা দলগুলোর মধ্যে হঠাৎ কেন মতান্তর- এমন প্রশ্নের জবাবে নিজ নিজ অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতারা। আবার তারা এও আশা করছেন, আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা হবে।

এ বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল সমকালকে বলেছেন, বিষয়টি আলাদা করে দেখছেন না তারা। প্রতিটি দলেরই বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। কেউ যদি জাতীয় সরকারের কথা বলে থাকে, এটা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন। এটি নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হবে না। বড় কোনো সমস্যাও হবে না। সার্বিক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। আলোচনার মধ্যে সব ইস্যুতে ঐকমত্য হবে বলে আশা করছেন তিনি। একই সঙ্গে মির্জা ফখরুল এও বলেন, আমাদের দলের দাবি- কোনো দলীয় সরকার নয়, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

বিএনপির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারী জোটের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব সমকালকে বলেছেন, বিগত ১৩ বছরে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বেআইনি ও সংবিধানবহির্ভূতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং এই ক্ষত দূর করা ছাড়া অর্থাৎ রাষ্ট্র মেরামত করা ছাড়া জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এ জন্য ন্যূনতম ও প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের লক্ষ্যে আমি জাতীয় সরকারের আহ্বান জানিয়েছি।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ সমকালকে বলেন, আমার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট- বিগত প্রায় ১৫ বছরে সারাদেশে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশ তিন মাস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গেলেও যেভাবে প্রশাসন আওয়ামী লীগ ক্যাডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাতে কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু হবে না। আর অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া অন্য কারও বিজয়ী হয়েও আসা সম্ভব হবে না। বর্তমান অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করা অবান্তর। নির্দলীয় সরকার অল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্যাডারদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদ থেকে সরাতে পারবে না। রাজনৈতিক নিয়োগ কর্মকর্তাদের হাত থেকে প্রশাসনকে মুক্ত না করা পর্যন্ত দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। সর্বোপরি জনগণের সরকারও প্রতিষ্ঠা হবে না।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সমকালকে বলেন, জাতীয় বা সর্বদলীয় সরকারে সব দলের অংশগ্রহণ থাকবে। এতে আওয়ামী লীগ ভয় পাবে না। কেউ কারও পক্ষ নিয়ে ভোটচুরি করতে পারবে না। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের রূপরেখা প্রকাশ করুক। নির্বাচনকালীন জাতীয় বা সর্বদলীয় সরকার থাকলে সব দলই সরকারে থাকবে, কেউ এককভাবে কোনো অনিয়ম করতে পারবে না।

নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না সমকালকে বলেন, জাতীয় সরকার বললে একটি চরিত্র দাঁড়ায়। যাতে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের নেতাদের অংশগ্রহণ থাকবে। এত আন্দোলন-সংগ্রাম করে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আবার তাদের নিয়েই জাতীয় সরকার হলে বিষয়টি কেমন হবে। বিশেষ করে প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ করা হয়েছে, তাদের সরাতে হবে। অন্যথায় তারা আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে চাইবে। আবার বিএনপি যে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের কথা বলছে, তাতে নিরপেক্ষ সরকারে যারা আসবে তারা আওয়ামী লীগের দোষী কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না। আমার দলের অবস্থান অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করার মতো সরকারের প্রয়োজন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে এবং আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত হবে বলে আশা করছি।

বিগত একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই কার্যত নিষ্ক্রিয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট। নির্বাচনে ফল বিপর্যয়, আগের রাতে ভোট কারচুপির অভিযোগ এবং সংসদে যোগ দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে চলছে টানাপোড়েন। দলগত বিভিন্ন কিছু কর্মসূচি বা সমমনা অন্য দলগুলোর কর্মসূচিতে বিচ্ছিন্নভাবে নেতারা যোগ দিলেও জোটগত কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এখনও বসেনি তারা।

এ পরিস্থিতিতে বিগত দুই মাস আগে প্রথম জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের জোটের শরিক জেএসডির পক্ষ থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সরকারের দাবি তুলে ধরা হয়। এ দাবির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছে দলটি। একই সঙ্গে দাবির পক্ষে সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ইতোমধ্যে পুরোনো ২০ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক এলডিপিও জাতীয় সরকারের পক্ষে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া শুরু করেছে। অথচ একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর ইসিতে স্মারকলিপি দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফ্রন্ট নেতাদের পাশে বসিয়ে ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন,ওনির্বাচনের ফল বাতিল ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচন চায় ঐক্যফ্রন্ট।

ওই সংবাদ সম্মেলনে ফখরুলের পাশে বসা ছিলেন জেএসডি সভাতি আ স ম রব। গত ২ মার্চ স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবসের ৫১ বছর উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে আর নির্বাচন নয়। গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে। একই অনুষ্ঠানে গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে দুই বছরের জন্য জাতীয় সরকার গঠন করুন। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এ দেশে কোনোভাবেই গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা যাবে না, সুষ্ঠু নির্বাচনও হবে না। তবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন এখনও নির্দলীয় সরকার চান। সম্প্রতি গণফোরামের কর্মসূচিতেও তিনি বলেছেন, আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নেওয়ার দাবি জানাই। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

সূত্র জানায়, নির্দলীয় সরকারের দাবির অবস্থান থেকে জাতীয় সরকারের দাবিতে স্থানান্তর হওয়ার বিষয়ে নানা যুক্তি দিচ্ছে দলগুলো। নেতারা মনে করেন, বর্তমানে রাষ্ট্রের যে দুরবস্থা, তাতে নির্দলীয় সরকারের অধীনে তা সমাধান করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রকে সংস্কার করতে হবে। দলীয়করণের কারণে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়েছে। দেশের শাসনতন্ত্রের গতিতে সংস্কার করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সংস্কার করতে হবে। বিচারব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করতে হবে। শুধু সুষ্ঠু ভোট দিয়ে কিছু রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় এনে রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধান হবে না।

সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় সরকারের পক্ষে ইতোমধ্যে সমমনা গণফোরাম (মন্টু), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার, গণঅধিকার পরিষদ প্রভৃতি দল ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

জাতীয় সরকারের উদ্যোগকে সমর্থনকারী একজন নেতা জানান, ঐক্যফ্রন্ট সক্রিয় না থাকায় তারা সমমনা দলগুলোকে নিয়ে একই ইস্যুতে মাঠে নামছেন। বিএনপির সঙ্গেও আলোচনা চলছে। মাঠের দেখায় জোট হবে। তাতে যুগপৎ আন্দোলন বা একমঞ্চ থেকেও আন্দোলন হতে পারে।

অন্যদিকে, বিএনপির নেতারা জানিয়েছেন, জাতীয় সরকারের পক্ষে যারা কথা বলছেন, তারা নিজেদের স্বার্থেই কথা বলছেন। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ক্ষমতায় এলে তারা আশানুরূপ মূল্যায়ন না পাওয়ার শঙ্কা থেকে জাতীয় সরকারের দাবিতে একাট্টা হতে পারেন। অনির্বাচিত জাতীয় সরকারের অধীনে দুই বছর রাষ্ট্র চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিএনপি তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। আশা করছেন, আলোচনার মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যেই নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে ঢেলে সাজানোর দাবিতে একটি ফর্মুলা বের করতে সক্ষম হবেন।

পুতিনের হুঁশিয়ারী:পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা যুদ্ধ ঘোষণার মতো

(৪৬ পাতার পর)

উল্লিখিত মন্তব্যগুলো করেন।

১০ দিন আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলো একে একে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পুতিনের বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করা এবং সুইফট আন্তর্জাতিক অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা থেকে বেশ কয়েকটি রুশ ব্যাংককে বাদ দেওয়া। এছাড়াও অনেক বহুজাতিক সংস্থা রাশিয়ায় কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। শনিবার রাশিয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থগিত করা সর্বশেষ বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ছিল জারা, পেপ্যাল এবং স্যামসাং।

সাম্প্রতিকতম প্রকাশ্য এসব মন্তব্যে পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। রুশ প্রেসিডেন্ট তার এই দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন যে তিনি ইউক্রেনের 'অসামরিকীকরণ এবং অনাৎসিকীরণের' মাধ্যমে সেখানকার রুশভাষী সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে চাইছেন। রাশিয়ার সামরিক অভিযান প্রত্যাশার চেয়ে কম ভালো চলছে- পশ্চিমা প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের এ অভিমতের প্রতিক্রিয়ায় পুতিন বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী সব কাজ সম্পন্ন করবে। আমার এ নিয়ে কোনোপই সন্দেহ নেই। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে।'

তিনি আরো বলেন, অনেকে দাবি করলেও ইউক্রেনে যাওয়া রুশ সেনাদের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো কোনো যোদ্ধা নেই। শুধু পেশাদার সেনারাই লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে।

রাশিয়ার নেতা আরো বলেন, ইউক্রেনে একটি 'নো-ফ্লাই জোন' আরোপের প্রচেষ্টাকে রাশিয়া সামরিক সংঘাতমূলক একটি পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করবে। এজন্য যারা দায়ী তাদের শত্রু যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হবে।

পুতিন বলেন, ইউক্রেনের বর্তমান নেতৃত্বকে বুঝতে হবে, তারা যা করছে তা চলতে থাকলে ইউক্রেন রাষ্ট্রের ভবিষ্যত ঝুঁকিতে পড়বে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার দেশের আকাশে 'নো-ফ্লাই জোনের' প্রস্তাব নাকচ করার জন্য ন্যাটোর নিন্দা করেছেন। পশ্চিমা নেতারা বলছেন যে এটি চালু করা হলে উত্তেজনা বেড়ে গিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ লাগার অবস্থা হবে।



বিশ্বরেকর্ড গড়ে শচীন-মিয়াঁদাদের পাশে মিতালি রাজ

(শেষের পাতার পর)

বিপক্ষে রোববার (৬ মার্চ) মাঠে নামার সঙ্গেই তিনি এই বিশ্বরেকর্ডে নাম লেখান। ছুঁয়ে ফেলেছেন শচীন টেন্ডুলকার আর জাভেদ মিয়াঁদাদের মতো কিংবদন্তিদের রেকর্ড।

২০০০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন মিতালি। তার পর একে একে ২০০৫, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭ এবং ২০২২ বিশ্বকাপেও নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এমন কৃতিত্ব এখনও পর্যন্ত বিশ্বের আর কোনো নারী ক্রিকেটারের নেই। পাঁচটি করে বিশ্বকাপ খেলার দৃষ্টান্ত আছে নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার ডেবি হকলে এবং ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডসের। তাদের ছাপিয়ে গেলেন ভারতের মিতালি।

এছাড়া ভারতের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে মিতালি ৬ টি বিশ্বকাপ খেলার দৃষ্টান্ত গড়েছেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই রেকর্ড শচীনের। সাবেক তারকা ক্রিকেটার ১৯৯২, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭ এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন। তার সেই কৃতিত্বে এবার ভাগ বসালেন মিতালি। এছাড়া ৬টি করে বিশ্বকাপ খেলেছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ।





‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ সরকার’

(শেষের পাতার পর)

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সরকারের ইচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। এ ব্যাপারে ইউএস কংগ্রেসের সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি। জাতিসংঘের অফিসিয়াল মিটিংয়ে যোগ দিতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন ড. মোমেন।

এই সফরকালীন সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এবং ১ মার্চ টমাস ল্যান্টোস মানবাধিকার কমিশনের সহসভাপতি কংগ্রেসম্যান জেমস পি ম্যাকগভার্নের সঙ্গে বৈঠক করেন। কোভিড-সম্পর্কিত প্রোটোকলের কারণে উভয় মিটিং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ড. মোমেন জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এন্থনীয় গুতেরাসের সাথেও মিলিত হন।

র‍্যাব এবং এর সাত বর্তমান ও সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ড. মোমেন জানান, র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সব সময় প্রস্তুত আছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, র‍্যাব বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে সবচেয়ে দক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হয়ে উঠেছে। এটি সন্ত্রাসবাদ, সহিংস চরমপন্থা, মাদক ও মানবপাচার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ড. মোমেন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় এবং কোভিড ভ্যাকসিন পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী মানবিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন। এছাড়াও তিনি রাখাইন রাজ্যে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থানরত সব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিতে সম্ভাব্য সব উপায়ে মিয়ানমারকে রাজি করাতে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের অনুরোধ জানান।

আমেরিকার আইনপ্রণেতারা বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করেন। তারা এ বিষয়ে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আশ্বাস দেন।

ড. মোমেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত করার এবং আগামী দিনে চমৎকার অংশীদারিত্ব আরো গভীর করার ওপর জোর দেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলসহ উভয় আইন প্রণেতাকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।



জ্যাকসন হাইটসে শ্লোগান স্টপ পুতিন,

(শেষের পাতার পর)

পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

স্থানীয় ডাইভার্সিটিপ্লাজায় গত ৪ মার্চ শুক্রবার অপরাহ্নে ‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট’ এই সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশকারীরা রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা এবং ইউক্রেনে অসহায় নারী-শিশুদের ওপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এসময় তারা তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোস্টার-প্লেকার্ড বহন করেন।

সমাবেশে ‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট’র প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক, গ্রীণ টাচ ইউএসএ’র সিইও ভিক্টর ইলাহী, আব্দুস সোবহান, মীর মশিউর রহমান, নাজমুল আলম শ্যামল, আগা সালেহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শাহ শহীদুল হক বলেন, আমরা যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। শান্তি ব্যাহত হবার মত কোনো আচরণকে কখনোই সমর্থন দিতে পারি না। জাতিসংঘ এবং ইউএস কংগ্রেস ইউক্রেনের অসহায় মানুষদের রক্ষায় দ্রুত সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি দাবী জানান।

পুতিনের হুঁশিয়ারী:পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা যুদ্ধ ঘোষণার মতো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে তার আগ্রাসনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে যুদ্ধ ঘোষণার মতো’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘ তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এটি সে পর্যন্ত গড়ায়নি’।

পুতিন সতর্ক করে আরো বলেছেন, ইউক্রেনের আকাশে উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা (নো-ফ্লাই জোন) চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টাকে সশস্ত্র সংঘাতে অংশগ্রহণ হিসাবে দেখা হবে।

তিনি রাশিয়ায় জরুরি অবস্থা বা সামরিক আইন চালু করা নিয়ে যেসব গুঞ্জন শুরু হয়েছে তা-ও নাকচ করে দিয়েছেন।

মস্কোর কাছে রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইন অ্যারোফ্লুতের এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একদল এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পুতিন উল্লিখিত মন্তব্যগুলো করেন।

১০ দিন আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলো একে একে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পুতিনের বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করা এবং সুইফট আন্তর্জাতিক অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা থেকে বেশ কয়েকটি রুশ ব্যাংককে বাদ দেওয়া। এছাড়াও অনেক বহুজাতিক সংস্থা রাশিয়ায় কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। শনিবার রাশিয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থগিত করা সর্বশেষ বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ছিল জারা, পেপ্যাল এবং স্যামসাং।

সাম্প্রতিকতম প্রকাশ্য এসব মন্তব্যে পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। রুশ প্রেসিডেন্ট তার এই দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন যে তিনি ইউক্রেনের ‘অসামরিকীকরণ এবং অনাৎসিকীরণের’ মাধ্যমে সেখানকার রুশভাষী সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে চাইছেন।

রাশিয়ার সামরিক অভিযান প্রত্যাশার চেয়ে কম ভালো চলছে- পশ্চিমা প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের এ অভিমতের প্রতিক্রিয়ায় পুতিন বলেন, ‘আমাদের সেনাবাহিনী সব কাজ সম্পন্ন করবে। আমার এ নিয়ে কোনোপই সন্দেহ নেই। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে।’

তিনি আরো বলেন, অনেকে দাবি করলেও ইউক্রেনে যাওয়া রুশ সেনাদের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো কোনো যোদ্ধা নেই। শুধু পেশাদার সেনারাই লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে।

রাশিয়ার নেতা আরো বলেন, ইউক্রেনে একটি ‘নো-ফ্লাই জোন’ আরোপের প্রচেষ্টাকে রাশিয়া সামরিক সংঘাতমূলক একটি পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করবে। এজন্য যারা দায়ী তাদের শত্রু যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হবে।

পুতিন বলেন, ইউক্রেনের বর্তমান নেতৃত্বকে বুঝতে হবে, তারা যা করছে তা চলতে থাকলে ইউক্রেন রাষ্ট্রের ভবিষ্যত ঝুঁকিতে পড়বে।







ইয়েলো সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জুয়েল সভাপতি সিদ্দিক সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া বিজয়ী হয়েছেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মঙ্গলবার (১ মার্চ) এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ’র।

তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), মোহাম্মদ আরশাদ হোসেন ও মোহাম্মদ খান বাসার দায়িত্ব পারণ করেন। নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক ১ মার্চ মঙ্গলবার উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি কার্যকরী পরিষদের মধ্যে সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে চারের অধিক প্রার্থী থাকায় এই দুই পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পদে একক প্রার্থী থাকায় তাদেরকে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, নির্বাচন, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এজন্য প্রার্থী, ভোটার সহ সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, ইতিপূর্বে প্রাথমিকভাবে বিজয়ীরা হলেন: সহ সভাপতি- মাসুদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান (সিদ্দিক), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক- একেএম রশীদ, কোষাধ্যক্ষ- শাহেদুল হক (রওশন), সহ কোষাধ্যক্ষ- হাবিবুর রহমান তুহিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ এম রহমান, প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ আমিনুর রহমান খোকন এবং দপ্তর সম্পাদক- মুন্সী মোহাম্মদ হোসেন। তবে সোসাইটির ক্রীড়া সম্পাদক পদটি শূন্য রয়েছে। এই পদে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পদটি শূন্য রয়েছে।

মঙ্গলবার ভোট গ্রহণ শেষ ও গণনার পর প্রায় মধ্যরাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুস সালাম ফলাফল ঘোষণা করেন। ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী সভাপতি সালমান জাহিদ জুয়েল ও বিজিত সভাপতি রফিকুল ইসলাম জিয়া উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, নির্বাচনে ইয়েলো সোসাইটির ৩১৭ জন ভোটারের মধ্যে ২৯৭জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে নির্বাচিত সালমান জাহিদ জুয়েল ১২ ভোটের ব্যবধানে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি রফিকুল ইসলাম জিয়া-কে পরাজিত করেন। কার্যকরি পরিষদের সদস্য পদের প্রার্থীদের মধ্যেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। ছবি: ইউএনএ

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২২

(শেষের পাতার পর)

ভালো লাগে! মেঘলা আকাশ আমার মনটাকে আরও মলিন করে দেয়।

ছোট বাচ্চাদের যেমন জোর করে স্কুলের জন্য তৈরী করতে হয় আমি তেমনি রোজ জোর করে কাজে বের হই। পরপর দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটির পর ক্লিনিকে এসে দেখি অনেক কাজ দেয়া হয়েছে আমাকে। ব্যস্ততার সাথে কাজ করছিলাম এক ২৩ বয়স্ক মুসলিম যুবক কল দিল। নাম দেখে মনে হল বাঙালী, পাকিস্তানী বা ভারতীয় হবে।

তার কিছু কাগজপত্র লাগবে, সে আগেই অনুরোধ জানিয়েছে। এখন জানতে চাইছে সেগুলো তৈরী কি না। তার প্রোফাইল চেক করে বললাম হ্যাঁ তুমি এসে নিয়ে যাও।

জিজ্ঞেস করল, আমি ছাড়া অন্য কেউ গেলে কি সে সংগ্রহ করতে পারবে? বললাম তুমি তার নাম আর রিলেশন বলো আমি ফ্রন্ট ডেস্কে বলে দিচ্ছি।

সে যেন কেউ শোনে ফেলবে, যেন খুব গোপন কিছু বলছে সেভাবে ফিসফিস করে বলল, 'আমার গার্লফ্রেন্ড'। আমার ভীষণ ভীষণ মজা লাগল, হাসিও পেল। কতদিন পর হাসলাম, যদিও মুচকি হাসি।

অবাক হয়েছিলাম, নিউইয়র্কে এই যুগে এই সময়ে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক গার্লফ্রেন্ড আছে বলতে লজ্জা পায়!! যাইহোক আমি কিছু বলার আগেই বলল, থাক তুমি ইমেইল বা ফ্যাক্স করে দাও। দিলাম, সে ধন্যবাদ জানাল হাসিমুখে।

সবার জীবনে একজন আপন একান্ত কাছের কেউ থাকাটা ভীষণ আনন্দের গর্বের সুখের নিশ্চয়ই। ভালো থাকুক পৃথিবীর সব প্রেমিক প্রেমিকারা। সবাই তাদের ভালোবাসা মানুষকে বলতে পারুক কতটা ভালোবাসে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

(শেষের পাতার পর)

অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পালোমা হেলথের সনদস্বীকৃত নার্স জুলিয়া ওয়াকার বলেন, 'রক্তনালীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া এর দেয়ালে রক্ত কতটুকু চাপ প্রয়োগ করছে সেটাই হলো রক্তচাপ। হৃদযন্ত্রই এই চাপ তৈরি করে, তবে রক্তনালী কতটুকু স্বাস্থ্যবান বা সরু হয়ে গেছে কিনা সেটার ওপরও রক্তচাপ নির্ভরশীল। আর যেসব অঙ্গ সেই রক্ত গ্রহণ করছে সেগুলোর সুস্বাস্থ্য রক্তচাপের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতটুকু সুস্থ আছে তা বোঝার উৎকৃষ্ট উপায় হলো রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে কি না তা পরীক্ষা করা।'

তিনি আরো বলেন, 'রক্তচাপ মাপতে দুটি পরিমাপ জানতে হয়। সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার হলো সেই চাপ তা হৃদযন্ত্র রক্ত 'পাম্প' করার সময় সৃষ্টি হয়। অপর পরিমাপটি হলো 'ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার', যা প্রবাহিত হওয়ার রক্তনালীর দেয়ালে পড়া রক্তের চাপের পরিমাপ। 'সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার' ৯০- ১২০ এর মধ্যে থাকলে তা স্বাভাবিক, আর 'ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার থাকতে হবে ৬০ - ৮০ এর মধ্যে।'

উচ্চ রক্তচাপের কারণ: ওয়াকার বলেন, 'রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার নানান কারণ থাকতে পারে। ক্ষণিকের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধি ভয়ের কিছু নয়। প্রয়োজনে বাড়তি কর্মশক্তি জোগানোর জন্য এই রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়। তবে লম্বা সময় রক্তচাপ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকলেই সমস্যা। কারণ এতে রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্ষতি হয় অন্যান্য অঙ্গেরও। অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অলসতা, বংশগত কারণ, দূরারোগ্য ব্যাধি, অতিরিক্ত ধূপমান ও মদ্যপান, স্থূলতা, কোলেস্টেরল, চর্বি, সোডিয়াম বেশি ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ।"

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: 'যেসব বিষয়ের কারণে রক্তচাপ বাড়ছে সেগুলোকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে কমিয়ে ফেলাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মূলমন্ত্র', বলছিলেন ওয়াকার। তিনি আরো বলেন, 'এর মধ্যে কিছু বিষয় মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন- বয়স, জিনগত সমস্যা। তবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম ও ব্যায়াম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব অনেকাংশে।'

ক্যাফেইন থেকে সাবধান: ওয়াকার বলেন, 'যাদের রক্তচাপের সমস্যা নেই, তারাও কফি পান করলে রক্তচাপ বাড়ে সামান্য সময়ের জন্য। কফি 'অ্যাড্রেনালিন' নিঃসরণ বাড়ায়, রক্তনালীকে প্রসারিত হতে বাধা দেয় এমন অনেক কারণ চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যারা মাঝেমধ্যে পান করেন তাদের তুলনায় যারা প্রতিদিন কফি পান করেন তাদের রক্তচাপ একটু বেশি হতে দেখা যায়। কফি পান করার কারণে রক্তচাপ বাড়ছে কি না বা কতটুকু বাড়ছে তা বুঝতে কফি পান করার আগে ও পরে রক্তচাপ মেপে দেখতে পারেন। কফি পানের আধাঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা পর প্রেশার মাপতে হবে।'

মানসিক চাপ: প্রতিনিয়ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে রক্তচাপ বাড়বে। শারীরিক, মানসিক, আবেগ যে কোনো দিক থেকে মানুষ যখন চাপে থাকে, তখন 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থিগুলো নিঃসরণ করে কর্টিসল হরমোন, যা রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতা কমায়। দিনের ব্যস্ততা কমাতে হবে, মানসিক অবস্থার দিকে যত্নবান হতে হবে। তবেই কমবে 'কর্টিসল', নিয়ন্ত্রণে থাকবে রক্তচাপ।'

শরীরচর্চা: ওয়াকার বলেন, 'ব্যায়াম শুধু পেশিকে শক্তিশালী করে তা নয়, শরীরের প্রতি অঙ্গের জন্যই তা জরুরি। এর মধ্যে হৃদযন্ত্র সবচাইতে বেশি উপকৃত হয়। কারণ শারীরিক কসরতের সময় হৃদযন্ত্র বেশি রক্ত 'পাম্প' করে, যাতে হৃদযন্ত্রকে কাজ করতে হয় কম। হৃদযন্ত্র আরামে থাকলে রক্তনালীর ওপরও চাপ কমবে। আর শরীরচর্চার অন্যান্য উপকারিতা তো আছেই।'

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সকল মর্যাদার মানদন্ড হলো তাকওয়া

(শেষের পাতার পর)

হলো সে-ই, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (সুরা আল হুজরাত-১৩)

সৈয়দ, খান, মীর, ভুঞা, চৌধুরী, দাই, ধোপা, কুলি.মুজুর ও শুদ্র ইত্যাদি আশরাফ ও আতরাফ এর মানদন্ড নয়। বরং তাকওয়াই সকল মর্যাদা ও কল্যাণের একমাত্র মানদন্ড বা মাপকাঠি। তাকওয়া এমন একটি গুণের নাম যার মাধ্যমে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল মর্যাদা নিরূপিত হবে। তাকওয়াহীন ব্যক্তি তিনি যেই হোন না কেন, তাকে সম্মানিত ব্যক্তি বলা যাবে না। পৃথিবীর মানুষগুলো বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে মর্যাদার যে বৃত্ত গড়ে তুলেছে, তাকওয়ার কাছে তা মুল্যহীন। যদিও এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি। তথাপি এ গুলো কোন মর্যাদার মানদন্ড বা মাপকাঠি নয়। বরং এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন যাতে মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারে।

পৃথিবীর অন্যন্য জাতি গোষ্ঠীর ন্যায় মুসলমানগণও যেদিন থেকে তাকওয়াকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মানুষের মর্যাদা দিতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে তাদের কপালও পুড়তে শুরু করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া 'বুনিয়ানুম মারচুচ' অর্থাৎ 'সুদৃঢ় প্রাচীর' এর ফাটল বা ভাঙনও সেখান থেকেই শুরু হয়। বিজাতীয়দের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যেও আজ খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠীগত বিভেদের পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যেও অহংকার, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিদ্বেষ ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতন দাঁনা বেধে উঠেছে। অথচ এটি ছিল ইহুদী-খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের চরিত্র। জাতীয়তার ভিত্তিতে ইহুদীরা মনে করেছে আমরাই আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি। এজন্য পৃথিবীর সকল অইসরাঈলীরা অধিকার ও মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন পর্যায়ের। পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা বলেছে ঈশা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ), সুতরাং তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি। হিন্দু জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ছাড়াও নিজেদের মধ্যেও এ ভেদনীতি চালু করেছে। তাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শুদ্রদের লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করেছে। তাঁদের ঘরে অন্য ধর্মের কেউ ঢুকে গেলে সেটিকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে থাকে। এরাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদার গণতন্ত্র ও কট্টর সমাজনীতি শ্রেণী সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়েছে, সাদা-কালো বর্ণবাদনীতি অসংখ্য বণী আদমের রক্ত ঝড়িয়েছে, আদিবাসী-অআদিবাসীর উচ্ছেদের সংগ্রাম তো চলছেই।

আমাদের ভালো করে মনে রাখা প্রয়োজন খান্দান, বংশ, গোত্র ও গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তা এ গুলো অহংকারেরও হোতা। আরও মনে রাখা প্রয়োজন পৃথিবীর সর্বপ্রথম যে গুনাহর খাতায় নাম লিখিয়েছিল সে হলো শয়তান এবং প্রথম যে গুনাহটি আল্লাহর হুকুমকে মানতে অবাধ্য করেছিল সেটি হলো অহংকার। আর অহংকার সৃষ্টি হয়েছিল জন্মগত শ্রেষ্টত্বকে ভর করে। সুরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "আমি ফিরিস্তাদেরকে বলেছিলাম ঃ আদমকে সেজদা কর। সকলেই সেজদা করলো। কেবল ইবলিশ করলো না। সে অস্বীকার ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল।" সুরা আরাফের ১২ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "সে বললো,আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী।" তার মধ্যে বর্ণবাদের অহংকার ও বিদ্বেষ দাঁনা বেধে উঠেছিল। ফলে সে-ই পৃথিবীর প্রথম নিকৃষ্ট কীট, যে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করলো এবং তাঁর লানত নিয়ে কিয়ামত তক্ তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু ইসলাম এসব নীতি কখনোই সমর্থন করে না। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ হলো তাকওয়া। জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। কেননা তাদের মুল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও নিয়ম-পদ্ধতি এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতামাতা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং মানুষ যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন সেটি দেখার বিষয় নয়। বরং যে মুল জিনিষের ভিত্তিতে এক জন অপর জনের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে এই যে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু, মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দুরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পরিত্রতার পথ অনুগমনকারী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর বক্তৃতা করেছিলেন তাতে তিনি বলেন ঃ " সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দুর করে দিয়েছেন্ হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু-ভাগে বিভক্ত। এক, নেক্কার ও পরহেযগার-যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।"(তিরমিযি) অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেহেরা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।"(মুসলিম, ইবনে মাযাহ)

ইসলাম সাম্য-সংহতির অনুপম শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তি চরিত্রে নয়, বরং মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাস্তবায়ন করেছে। আজ থেকে পনেরশত বৎসর আগে রাসুল সঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা নামক ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সমাজ কায়েম করেছিলেন, যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ ছিল না, যেখানে উচ্চ নীচ, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সে সমাজ ব্যবস্থায় হযরত বেলাল রাঃ এবং হযরত ওমর রাঃ এর মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য ছিল না, তেমনি আলী রাঃ ও আনাস-যায়েদ ইবনে সাবেত রাঃ মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। থাকলেও সেটি তাকওয়ার ভিত্তিতেই নিরূপণ হতো। একবার হযরত ওমর রাঃ বেলাল রাঃ কে ধমক দিয়ে কথা বললে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হন এবং বললেন, ওমর হে! তোমার কি এখনো বংশীয় গৌরব রয়েছে ? ওমর রাঃ লজ্জিত হলেন। তিনি নিজের সকল আভিজাত্যের অহংবোধকে ধ্বংস করেন।

ইসলাম ভারসাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ও বাঁকে ভারসাম্যপূর্ন নীতির অনুপম শিক্ষা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। রাসুল (সাঃ) সমগ্র মানব সমাজকে ভেতর থেকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিলেন যে, সমগ্র সমাজ ও সভ্যতায় ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড বদলে গিয়েছিল। তাকওয়া ছিল সে সমাজের মানুষের মর্যাদার মানদন্ড।

তাকওয়া এমন একটা শক্তি, এমন একটা গুণ, যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ হক ও বাতিল, ভুল ও সঠিক, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। যিনি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে সেটিকেই সত্য হিসাবে মেনে নেন যা তিনি নাযিল করেছেন। তিনি সেটিকেই সঠিক মনে করেন, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যে কাজ বা প্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরো অসংখ্য ক্ষতির সৃষ্টি করে, যে সকল কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। এ ধরনের ক্ষতিকারক কাজ থেকে আত্মরক্ষার নাম তাকওয়া।

লাইমলাইটে ইউক্রেনের ফার্স্ট লেডি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রচ- যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। আর এই যুদ্ধের বাজারে সকলেই জানেন বোধ হয় পুতিনের এক নম্বর টার্গেট জেলেনস্কি। তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা বা জেলে পোরা এমনকি হত্যা না করা পর্যন্ত রুশ প্রেসিডেন্টের নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। কিন্তু ইউক্রেনে পুতিনের টার্গেট নম্বর-টু কে? সেটি হলেন জেলেনস্কির স্ত্রী, অতি সুন্দরী ওলেনা জেলেনস্কা। রাশিয়ার এক নম্বর টার্গেট প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নিজেই বলেছিলেন এ কথা। তবে এখানেই না থেমে তিনি আরো বলেছিলেন যে কেবল তিনি বা তার স্ত্রী নন, পুতিনের লক্ষ্য-দুইয়ের তালিকায় রয়েছে জেলেনস্কি, জেলেনস্কা-র দুই সন্তান আলেকসান্দ্রা এবং কিরিল।

এই যুদ্ধের মধ্যেই ইউক্রেনের ফার্স্ট লেডি রূপসি জেলেনস্কা সম্পর্কে একটু জেনে নেই!

তার নাম ওলেনা জেলেনস্কা। একসময় ছিলেন স্ক্রিপ্টরাইটার। এখন অবশ্য তার জীবনের স্ক্রিপ্টটা নিজের হাত থেকে বের হয়ে গেছে অনেকটা। কিন্তু যেটুকু হাতে রয়েছে, তাতেই তার কলমের শক্তির প্রমাণ দিচ্ছেন। তিনি স্বামীর পাশে দাঁত কামড়ে রয়েছেন। বলা যায়, ৪৪ বছরের এই নারী যার গলায় হার-মানা-হার পরিয়েছিলেন, সেই স্বামীর জন্য তিনি হার-না-মানা। ফলে সারা পৃথিবীর চওড়া আলো পড়েছে তার ওপর। যুদ্ধ তাকেও বদলে দিয়েছে।

ইউক্রেনের ফার্স্ট লেডির জন্য আলাদা কোনো অফিস ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা বাজার পর, সেটিই হয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেলেনস্কা আর ওলেনা সহায়তা করছেন নানাভাবে। স্বামীর জয় চাইছেন কর্মে ও প্রাণে।

ওলেনার প্রথম জীবন

২০১৯-এর এপ্রিল, জেলেনস্কি একজন কৌতুকাভিনেতা হিসেবে খ্যাতিমান, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতে গেলেন, তখন তার স্ত্রী ওলেনা সম্পর্কে বাকি দুনিয়ার ক'জন আর জানতেন? 'আমি মানুষের সামনে নয়, নেপথ্য-চারণ পছন্দ করি। আমার স্বামী সামনের দিকে থাকেন, আমি তার ছায়া হয়ে থাকি স্বচ্ছন্দে। পার্টির জন্য নই আমি।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



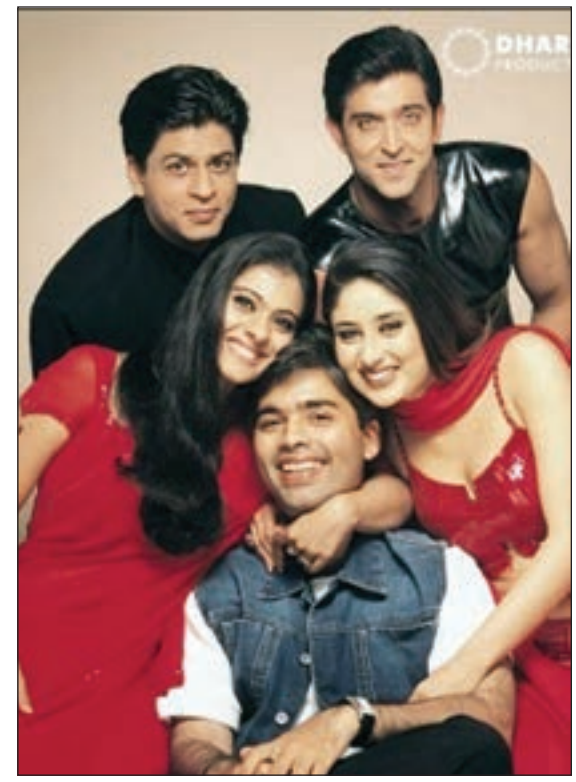
হলিউডে ‘কাভি খুশি কাভি গম’!

(শেষের পাতার পর)

করেছিল ছবিটি। সংক্ষেপে ছবিটিকে বলা হয় ‘কেথ্রিজি’। করণ জোহরের জনপ্রিয় এই ছবি মুক্তির ২১ বছর হতে চলল।

অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শাহরুখ খান, কাজল, হৃতিক রোশান ও কারিনা কাপুরের মতো তারকাদের নিয়ে তৈরি ছবিটি সে সময় দারুণ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অভিনয়, গান, গল্প- সব দিক দিয়েই চমকে দিয়েছিলেন করণ জোহর। দুই দশক পরেও চমক দেখালো এই ছবি।

বলিউড পেরিয়ে হলিউডে পাড়ি জমাচ্ছে ‘কাভি খুশি কাভি গম’! অনেকের ভাবনায় হয়তো আসতে পারে, ছবিটি কি



হলিউডে রিমেক হবে? না, সেরকম কিছু না। তবে এই ছবির টাইটেল গান ‘কাভি খুশি কাভি গম’ ব্যবহৃত হবে ইংরেজি সিরিজ ‘ব্রিজার্টন’-এর দ্বিতীয় কিস্তিতে।

জানা গেছে, যতীন-ললিতের তৈরি গানটি নতুন করে সাজানো হবে। সেই দায়িত্বে রয়েছেন ক্রিস বাওয়ার্স। দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের অনেক দর্শক যারা এক সময় বলিউড সম্পর্কে সেভাবে জানতেন না। করণ জোহরের মিউজিকাল ‘কেথ্রিজি’র পারিবারিক এই গল্প তাদের অনেককেই টেনেছিল।

লতা মঙ্গেশকর ও সনু নিগমের গাওয়া গানটিও হয়ে উঠেছিল বলিউডের মুখপাত্র।

এ বার হলিউডে কেমন রূপ পাবে ‘কেথ্রিজি’র সেই গান? শুনতে হলে অপেক্ষা করতেই হবে। নেটফ্লিক্সে ২৫ মার্চ মুক্তি পাবে ‘ব্রিজার্টন’-এর দ্বিতীয় কিস্তি। সূত্র: আন্দবাজার পত্রিকা

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স – একাউন্টিং – নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

রমজান কাটাতে কোন দেশ বেশি পছন্দ মুসলিমদের?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম রমজান মাস কাটাতে পবিত্র মক্কা মুকাররমাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক একটি ট্রাভেলিং কোম্পানি। সোমবার এ বিষয়ে সৌদি সংবাদমাধ্যম সাবাক নিউজ জানায়, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর কোম্পানি নামে ওই প্রতিষ্ঠান বিশ্বের নানা দেশের মুসলিমদের ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য জানায়। তাদের দাবি, রমজান অতিবাহিত করতে মক্কা মুকাররমা মুসলিমদের কাছে প্রথম পছন্দ।

তালিকায় এরপরই সংযুক্ত আরব আমিরাতের সবচেয়ে জনবহুল ও আকর্ষণীয় শহর দুবাইয়ের অবস্থান। বেশ সংখ্যক মানুষ এখানে রমজান কাটাতে চান।

এরপর এ ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরী। এখানেও রমজান কাটানোর ব্যাপারে আগ্রহী বিশ্বের অনেক মুসলিম। সূত্র : উর্দু নিউজ

ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে ৩৫ এভিনিউ ও ৭১ স্ট্রীটে নিরিবিলি পরিবেশে প্রাইভেট হাউজে একটি আলাদা রুম ১/২ জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
মা-০৭/১৪

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফার্স্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফ্ট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি





অবিলম্বে সোসাইটির নির্বাচন অন্যথায় ইসি'র পদত্যাগ দাবী

(শেষের পাতার পর)

নেতৃবৃন্দ এই দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নয়ন-আলী প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন। এরপর দীর্ঘ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এই প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আবু নাসের। তাকে সহযোগিতা করেন আলী ইমাম শিকদার।

সংবাদ সম্মেলনে কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন বলেন, আমরা অবিলম্বে নির্বাচন চাই। তিনি নির্বাচন কমিশনের নানা অনিয়মের কথা তুলে ধরে বলেন, আমাদের কাছে অনেক প্রমাণ রয়েছে। তারপও আমরা নির্বাচনের পক্ষে, যদিও আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি।

লিখিত বক্তব্যে সোসাইটির নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু থেকে তাদের দুই প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণার প্রেক্ষপট এবং সর্বশেষ মামলা সহ বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়, সোসাইটির বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলার মোশন শেষ। এখন নির্বাচন আয়োজনে কোন বাধা নেই। তাই নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নেবেন বলে আশা করি। আর যদি তারা নির্বাচন আয়োজন করতে না পারেন তাহলে তারা সড়ে যেতে পারেন। তারা বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রধান মনগড়া বক্তব্য দিচ্ছেন। এটি ঠিক নয়, সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে অনেক অর্থের অপচয় হয়েছে, আর নয়।

সংবাদ সম্মেলনে নয়ন-আলী প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও প্যানেলটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে আহসান হাবীব, ফারুক হোসেন মজুমদার, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটের উন্নয়নে ১৬ হাজার কোটি টাকার

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে স্বদেশী জনসমাজের সাথে তাঁর ছিলো নিবীড় সম্পর্ক। এর জের ধরেই অর্ধডজনের বেশি অনুষ্ঠানমালায় তাঁকে যোগ দিতে দেখা গেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় উডসাইডের একটি মিলনায়তনে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা আয়োজিত 'উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ এবং সিলেটের উন্নয়ন' শীর্ষক ব্যতিক্রমী মতবিনিময় সভায় যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা যৌথভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন জালালাবাদ এসাসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেড চৌধুরী জুয়েল এবং আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রোনেল। সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ফরাসত আলী, সইদুর নুর, শেখ আখতারউল ইসলাম, আব্দুস সালাম,কাজী কয়েস, বিচারক সোমা সাঈদ, আব্দুল হাসিব মামুন, শাহিন আজমল, মিনহাজ আহমেদ, মাহবুব রহমান, কাজী কয়েস, মোহাম্মদ মাহবুব, শেখ আতিকুল ইসলাম, আব্দুস শহীদ, মিজানুর রহমান, বেদারুল ইসলাম বাবলা, আব্দুর রহিম বাদশাহ, জহিরুল ইসলাম, বদরুল খান, মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, ইশফাক চৌধুরী, ইফজাল আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসাল জেনারেলসহ অন্যান্য কর্মকর্তাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আলতাফ চৌধুরী এবং সায়েদ হক মুকুল।

সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দল মোমেন বলেন, প্রবাস-জীবন শেষে দেশে গিয়ে অভাবিত উন্নয়ন দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। সিলেটের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকগুলো উন্নয়ন কাজই শুরু হয়ে গেছে। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একসাথে ৮টি উড়োজাহাজ ওঠানামার মতো করে সম্প্রসারিত করা হছে। সিলেটের বিমানবন্দর ভ্রমণের একটি হাব হয়ে উঠবে। ভারতের শিলং এবং আসাম অঞ্চলের লোকজনও এ বিমানবন্দর থেকে যাত্রীসেবা গ্রহণ করতে পারবে। সিলেটের সাথে পূর্ব পশ্চিমের অনেক দেশের সাথেই সরাসরি ফ্লাইট চালু করা সম্ভব হবে। সিলেট থেকে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন সিলেট বিমানবন্দর সংলগ্ন একটি ট্যাক্স ফ্রি শপিং মল করার ইচ্ছে তাঁর ছিল। এখনই তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

ড. মোমেন জানান, সিলেট ঢাকা মহাসড়ক তামাবিল পর্যন্ত ছয় লেনের হবে এবং কোনো কোনো এলাকায় এর কাজও শুরু হয়ে গেছে। সিলেট ও হবিগঞ্জ এলাকায় জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে বলেও তিনি মতবিনিময় সভায় সিলেটবাসীকে জানান। আখাউড়া থেকে সিলেট পর্যন্ত ১২ গেজের রেলপথ হবে। এ নিয়ে চায়নার অর্থ সহযোগিতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকেই চায়নাকে অপছন্দ করেন। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ১৬ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন। সহজ সুদে ১৬ হাজার কোটি টাকা নয়, ১২ হাজার কোটি টাকা হলেই হবে। এ নিয়ে তিনি প্রবাসীদের বলেন, আপনাদের অনেক চেনাজানা পরিসর রয়েছে। যদি ১২ হাজার কোটি টাকা সহজ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হতে পারে। তিনি সিলেট শহরের যানজট কমানোর জন্য রিং রোড ও উড়াল সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। চৌকিদেখি হতে ত্রিমুখী উড়াল সড়কের কথা বলেছেন। আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে উড়াল সড়কের একটি শাখা সুবিদ বাজারের দিকে, আরেকটি পূর্বদিকে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই আর অন্যটি বরাবর চলে যাবে রন্দরের দিকে। এসব নিয়ে পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। সিলেটের নদীপথগুলোকে খননের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। নিউইয়র্কের সাথে বাংলাদেশে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট কবে চালু হবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এনিয়ে কাগজপত্র মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়া হয়ে গেছে। তারা এ নিয়ে ধীরে কাজ করছে। দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর উড়োজাহাজ কেনা হয়েছে। আমেরিকা অনুমতি দিলেই ফ্লাইট চালু হবে।

ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আজ

(শেষের পাতার পর)

সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক উত্তাল জনসমুদ্রে এ দেশের স্বাধীনতার প্রস্তুতির ডাক দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই ভাষণ বাঙালীর মুক্তি ও জাতীয়তাবোধ জাগরণের এক মহাকাব্য। এই ভাষণ এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক দলিল।

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে উজ্জীবিত করে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠার মন্ত্র হিসেবে কাজ করে। ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে আপামর জনগণ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী বিজয়ী বাঙালীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ১ মার্চ এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ২ ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালন হয়। এই পটভূমিতে সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ সোমবার ঐতিহাসিক সাতই মার্চ পালন করা হবে। বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো দিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তিকামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওই ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কিভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, 'আজ বাঙালী জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন ১৮ মিনিটের এক মহাকাব্য। গত বছর আমরা এই মহাভাষণের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি। এ বছর আমরা ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর এবং মুজিববর্ষ উদযাপন করছি। এমনই এক মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধায় প্রথমেই স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ, দুই লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে- যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।'

আওয়ামী লীগ ও দলের সহযোগী সংগঠনগুলোও দলের কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানা কর্মসূচি পালন করবে।

জানেন দাদা 'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা'

(শেষের পাতার পর)

মা বলছেন-

"ছেলে আমার খুব 'সিরিয়াস' কথায়-কথায় হাসে না
জানেন দাদা, আমার ছেলের, বাংলাটা ঠিক আসেনা।
ইংলিশে ও 'রাইমস' বলে 'ডিবেট' করে, পড়াও চলে
আমার ছেলে খুব 'পজেটিভ' অলীক স্বপ্নে ভাসে না
জানেন দাদা, আমার ছেলের, বাংলাটা ঠিক আসে না।'

এমনি আরো অনেক কিছু বক্তব্য মায়ের মুখ দিয়ে কবিতায় উঠে এসেছে।

আমাদের প্রবাসেও অনেক বাবা মা-ই বাংলা ভাষার প্রতি তেমন উদার নন। সন্তান বাংলা বলেনা, বুঝতে পারেনা, ইংরেজীতেই বেশী সাচ্ছন্দ এসব কথা অনেক বাবা মার মুখেই অহরহ শোনা যায়। আবার অনেকে এ নিয়ে গর্বও বোধ করেন।

তবে সন্তান বাংলা বলায় সাচ্ছন্দ বোধ না করলেও অভিভাবকদের অনেকের কাছেই বাংলা প্রিয়। তারা বাংলা গান শোনেন, বাংলা নাটক সিনেমা দেখেন, প্রবাসে একুশের অনুষ্ঠানে অংশ নেন, বই মেলায় ভীড় করেন যা কিনা তাদের বাংলা প্রীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সম্প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলা প্রীতি আরো এক ধাপ এগিয়েছে। তাদের অনেকেই বাংলায় বই লেখায় অধিকহারে মনোনিবেশ করেছেন। এটা খুব একটা ভালো দিক সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা এসেছে অন্যখানে।

গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক থেকে সাপ্তাহিক জন্মভূমি পত্রিকায় একটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। শিরোনাম ছিলো- 'ঢাকার বইমেলায় প্রবাসী লেখকদের মানহীন বই নিয়ে প্রশ্ন ঃ লাভবান প্রকাশকরা, পাঠক ঠকছেন।

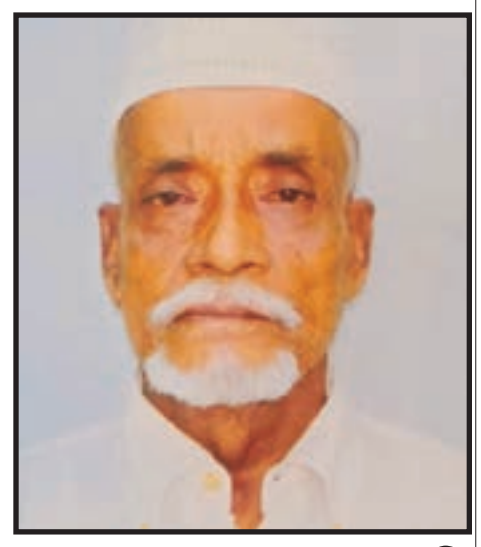
সম্পাদক রতন তালুকদার লিখেছেন, গত দু দশক ধরে প্রবাসী কবি লেখকদের মাঝে বই প্রকাশের প্রবনতা বেড়েছে। তাদের কেউ জাত লেখক কেউ বা সৌখিন। আবার কেউ কেউ আইডেনন্টিটি ক্রাইসিস রোগে সংক্রমিত। গত ২০ বছরে এই মার্কিন মুল্লুকে অনেক কবি-লেখক নিজের গাঁটের ডলার ঢেলে বই প্রকাশ করলেও এবার এই সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এবার প্রবাস থেকে প্রায় ৭৫ জন লেখক তাদের পকেটের ডলার ঢেলে বই প্রকাশ করেছেন।

রিপোর্টে আরো উঠে এসেছে অনেক গার্বেজ বই প্রকাশ হয়েছে এবারের বই মেলায়। ভুল বানানে, গুনগতমানহীন এসব বই আমাদের সাহিত্যিকে কতটুকু সমৃদ্ধ করেছে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই রিপোর্টে। বিশাল এই রিপোর্টে প্রবাসী লেখকদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিশদ তুলে ধরা হয়েছে। আমি রিপার্টের বিস্তারিত যাবো না। আগ্রহীরা জন্মভূমি থেকে তা পড়ে নিতে পারবেন।

যাদের প্রতিভা আছে তারা অবশ্যই বই লিখবেন তা দোষের কিছু নয়। তবে শুধুমাত্র আইডেনন্টিটি ক্রাইসিস মেটানোর জন্য পকেটের পয়সা খরচ করে গুনগত মান-হীন বই প্রকাশ করা একাধারে দুঃখ লজ্জা এবং গ্লানির। আমি লক্ষ্য করছি গাঁটের পয়সা করে এমন অনেকে কবিতার বই প্রকাশ করেছেন আমার দু'দশক প্রবাস জীবনে তাদের কোন কবিতা স্থানীয় কোন পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে দেখিনি। অন্তত আমার চোখে পরেনি। অনেক লেখক ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন দেশের সংকলন বা অন লাইন পত্রিকায় তাদের কবিতা ছাপার কথা সগৌরবে ফেস বুকে প্রচার করলেও তারা প্রবাসে থেকেও প্রবাসের পত্রিকায় নিজ ভাষায় লেখালেখিতে সরব নন।

প্রবাসের সম্মানিত লেখকবৃন্দ আমাদের সাহিত্যকে তাদের লেখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করবেন তা একান্তভাবে আমাদের কাম্য। পাশাপাশি মানসম্পন্ন লেখা উপহার দিবেন এই প্রত্যাশাও সকলের সাথে আমাদের।

-নিউইয়র্ক, ০৬ মার্চ ২০২২।



অধ্যাপক আকরাম আলী স্বরণে শোক সভা রোববার

(শেষের পাতার পর)

প্লাজা মিলনায়তনে (৩৭-১৫-৭৩ ষ্ট্রীট) সন্ধ্যা ৫:৩০মিনিটে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রবাসে অবস্থানরত মদনমোহন কলেজের সকল শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রন জানিয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দীন।

ফের হাসপাতালে সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিত

ঢাকা ডেস্ক: সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টাম-লীর সদস্য আবুল মাল আবদুল মুহিত অসুস্থ হয়ে ফের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় তাকে ঢাকায় গ্রিন রোডের গ্রিনলাইফ হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় আবদুল মুহিতের ছোটভাই পত্নী শিশু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ঢাকা ডেল্টা হাসপাতাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এ মুয়িয সুজন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে এ এম এ মুহিতের সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে তিনি ঢাকার বনানীর বাসায় শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, মুখ দিয়ে কোনো খাবার খেতে পারছেন না। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এর আগে সিলেট-১ আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্য করোনাক্রান্ত হলে ২০২১ সালের ২৯ জুলাই ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়। পরে তিনি সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেন।





মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ফান্ড রেইজিং

বিশেষ প্রতিনিধিঃ মুসলিম উম্মাহ-মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস এর ফান্ড রেইজিং ডিনার গত ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার অনুষ্ঠিত হয় উডসাইডের কুইন্স প্যালসে। মুনা জ্যাকসন হাইটস ও এলমহার্ষ্ট চ্যাপ্টারের আয়োজনে অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মুমিনুল ইসলাম মজুমদার। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ, কিনোট স্পীকার বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ শায়খ আব্দুর রশিদ ওমর। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরিফ, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রাশেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা এলমহার্স্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি কায়কোবাদ কবীর।

প্রায় চারশত লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফতি ইসমাইল, মাওলানা শহীদুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসমিন, আব্দুল হাকিম মিয়া, আব্দুল হামিদ সোহেল, নবী হোসেন, আব্দুস সালাম, নজরুল ইসলাম। মুনা নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক জোন শিক্ষা সম্পাদক মাওলানা ত্বোহা আমিন খান, স্যোসাল ডিপার্টমেন্ট পরিচালক এডভোকেট আবুল হাসেম, এস্টোরিয়া চ্যাপ্টার সভাপতি আবদুল্লাহ, সেক্রেটারী আব্দুস সবুরসহ আরো অনেকে।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, নাসির উদ্দিন আহমেদ, ফখরুল ইসলাম মাছুম, আবু হক রুমি, আবু বকর সিদ্দিক, আব্দুর রহমান, প্রফেসর সোলায়মান, মো: লোকমান, ফরিদ আহমেদ, ইকবাল হায়দার, মো: আজগর আলী, আতাউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার ওয়ায়েজ প্রমুখ। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক বসার ব্যবস্থা ছিল।

উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় ৬০০০ বর্গফুটের ২ ফ্যামিলির বাড়ী কন্ট্রাক্ট করা হয়। যার মুল্য ১৫ লাখ ৫৩০০০ ডলার।





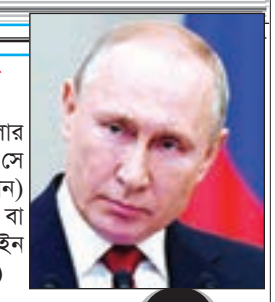


বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

পুতিনের হুঁশিয়ারী:পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা যুদ্ধ ঘোষণার মতো



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে তার আগ্রাসনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে যুদ্ধ ঘোষণার মতো' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ' তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এটি সে পর্যন্ত গড়ায়নি'। পুতিন সতর্ক করে আরো বলেছেন, ইউক্রেনের আকাশে উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা (নো-ফ্লাই জোন) চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টাকে সশস্ত্র সংঘাতে অংশগ্রহণ হিসাবে দেখা হবে। তিনি রাশিয়ায় জরুরি অবস্থা বা সামরিক আইন চালু করা নিয়ে যেসব গুঞ্জন শুরু হয়েছে তা-ও নাকচ করে দিয়েছেন। মস্কোর কাছে রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইন অ্যারোফ্লটের এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একদল এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পুতিন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)





ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মিলিত মহান একুশ উদ্‌যাপন



গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কুইন্সের কুইন্স প্যালেসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন পরিষদের আয়োজনে ভাষা শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে শহীদ দিবসের উপর আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্কের মাননীয় কনসাল জেনারেল জনাব ড: মহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন প্রবাসের প্রবীন সাংবাদিক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল জনাব এস.এম.নাজমুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ নঈমী, আহ্বায়ক আকতার উদ্দীন চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শমিত মন্ডল, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান, কমিউনিটি নেতা কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন প্রমুখ। মহান একুশ উৎযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সম্মিলিত একুশ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি। উদ্বোধনী ভাষণে লিলি বলেন - করোনা অতিমারির কারনে এবারের একুশের আয়োজনও আমাদের সীমিত পরিসরে করতে হয়েছে। এরপরেও যারা আমাদের সঙ্গে সার্বিকভবে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রধান অতিথি কনসাল জেনারেল ড: মো: মনিরুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই এসোসিয়েশন এবং প্রবাসের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একুশের চেতনা প্রসারে যে মহান ভূমিকা পালন করছে তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একুশের চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতের পর একুশের 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একুশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদিচী শিল্পী গোষ্ঠীসহ অংশ নেন বহ্নীশিখা নিকেতন এবং আড্ডার শিল্পীগোষ্ঠী। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি এবং পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব গাজী সামসউদ্দীন।

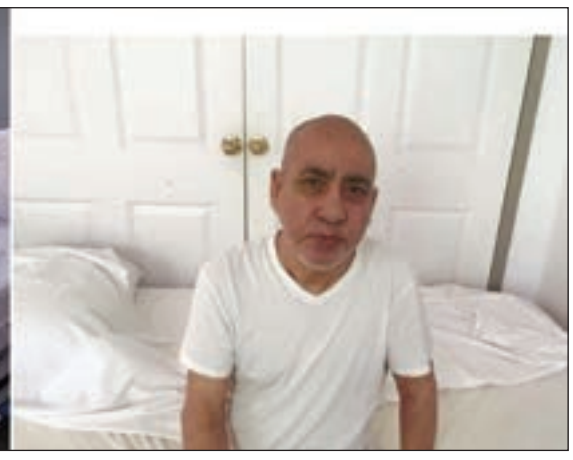
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

আলোচনা সভার পরে শুরু হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্বটি পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তফা। বরাবরের মত এবারও একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ বেদীতে পূষ্পার্ঘ অর্পন্ করা হয়। পূষ্পার্ঘ অর্পণ করেন রাষ্ট্রের পক্ষে কনসাল জেনারেল ড: মহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। সম্মিলিত মহান একুশ উদযাপন পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন সহ প্রবাসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। শহীদ বেদীতে পূষ্পার্ঘ অর্পনের পর্বটির সঞ্চালনায় ছিলেন গোলাম মোস্তফা, রুহুল আমীন সরকার, মেহের কবীর ও পারমিতা সুমী।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা হাজি আনোয়ার হোসেন লিটন-এর পিতৃবিয়োগ





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা হাজি আনোয়ার হোসেন লিটন-এর পিতা এমদাদ উল্লাহ ওরফে বাচ্চু মিয়া ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা তিনি নিউইয়র্কের একটি হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

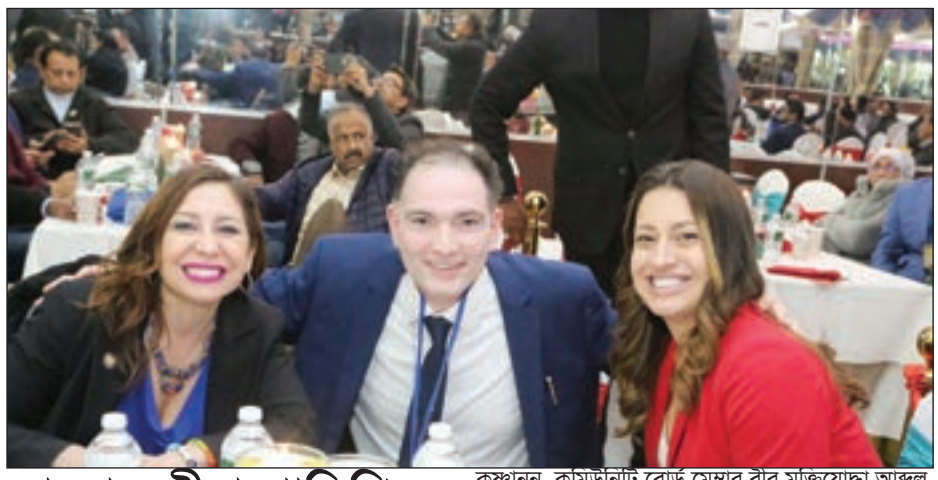
জানা গেছে, নায়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার ৮নং নোয়াখোলা ইউনিয়নের সাধুরখিল গ্রামের ব্যাপারী বাড়ির সন্তান মরহুম এমদাদ উল্লাহ ওরফে বাচ্চু মিয়া ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কিশোর বয়সে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গ্রেফতার হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে লন্ডনে জনসচেতনতা এবং সহায়তার জন্য কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে যুক্তরাজ্যে নিজেকে যুক্ত করেন। প্রবাসে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তিনি বিগত ৪১বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন।

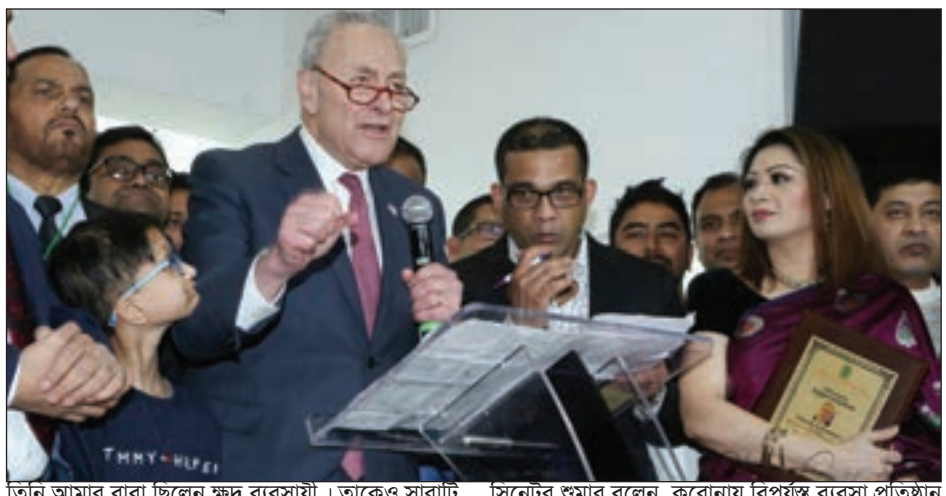
মরহুমের নামাজে জানাজা ২৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ম্যানহাটনের ডাউনটাউনের মদিনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তার মরদেহ নিউজার্সী রাজ্যের মর্গানভিলেস্থ ফরেস্ট গ্রীন পার্ক সেমিট্রিতে দাফন করা হয়।











বাংলাদেশীরা শান্তিপ্রিয় ও কঠোর পরিশ্রমী

(শেষের পাতার পর)

সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান। এ সময় বক্তব্য রাখেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ ও জেবিবিএ'র উপদেষ্টা এটর্নী মঈন চৌধুরী এবং সিটি মেয়র অফিসের ডেপুটি কমিশনার চৌহান। মঞ্চে ছিলেন সভাপতি হারুন ভূইয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি মুনসুর চৌধুরী, সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলম নমী এবং মোহাম্মদ আজাদ, কোষাধ্যক্ষ সেলিম হারুন, উপদেষ্টা মঈনুল ইসলাম, ডা. তৌহিদ শিবলী, সারোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, মীর নিজামুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ এবং জেসিকা গঞ্জালেজ, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানন, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আব্দুর রহিম হাওলাদার, মোহাম্মদ আলী, আহসান হাবিব, উপদেষ্টা মোহাম্মদ পিয়ার প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে চাক শুমার তার বক্তব্যে বলেন, নিউইয়র্কের উদীয়মান কমিউনিটি হিসেবে আমি সর্বদা বাংলাদেশীদের পছন্দ করি। কারণ, বাংলাদেশীরা হচ্ছেন শান্তিপ্রিয়, কঠোর পরিশ্রমী। তিনি বলেন, বাংলাদেশীরা আমেরিকান স্বপ্নের অনন্য উদাহরণ। বাংলাদেশী ইমিগ্রান্টরা আমেরিকার উন্নয়নে কঠোর শ্রম দিচ্ছেন। নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ছোট-মাঝারি বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির ক্যাব (ট্যাক্সি) ড্রাইভারের বড় একটি অংশ হচ্ছেন বাংলাদেশী। তারা যাতে অধিক উপার্জনে সক্ষম হন সে জন্য আমি সব সময় সরব থাকি। কারণ, আমার শশুর ক্যাব ড্রাইভার ছিলেন। তাই আমি জানি কতটা কষ্ট করতে হয় ড্রাইভারদের। তিনি আমার বাবা ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাকেও সারাটি জীবন কঠোর শ্রম দিতে হয়েছে। প্রতিনিয়ত নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ইউএস সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমার বলেন, বাংলাদেশীদের মত শান্তিপ্রিয় এবং কঠোর পরিশ্রমী লোকজন আরো বেশী করে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ পায়-এমন পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি।

সিনেটর বলেন, ভিন্ন ভাষা এবং কালচারের লোক হওয়া সত্ত্বেও অনেক দূর থেকে আপনারা এই আমেরিকায় এসেছেন কারণ, আপনারা নিজের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তুলতে চান এবং সন্তানদের ভবিষ্যত সুন্দর করতে চান। আর এজন্য সকলকে অনেক বেশী শ্রম ও মেধার বিনিয়োগ ঘটাতে হচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই আপনারা জ্যাকসন হাইটসকে উন্নত করছেন, কুইন্সকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিচ্ছেন, নিউইয়র্ককে উন্নত থেকে উন্নতর করছেন। এভাবেই আমেরিকাকেও উন্নত করছেন।

সিনেটর শুমার বলেন, করোনায় বিপর্যস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঘুরে দাঁড়াতে আমি পিপিপি (পেচেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম) লোন বিল লিখেছি এবং সিনেটে তা পাশ হয়েছে। এর লোন কখনোই ফেরৎ দিতে হবে না যদি শর্ত অনুযায়ী ব্যয় করা হয়। আমার ধারণা, বাংলাদেশীরাও সেই অর্থ-সহায়তা পেয়েছেন। এ সময় সকলেই জানান যে, তারা সেই অর্থ পেয়েছেন।

বাংলাদেশী আমেরিকান নুসরাত চৌধুরীকে ফেডারেল জজ হিসেবে নিয়োগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সিনেটর চাক শুমার বলেন, কঠোর পরিশ্রমী বাংলাদেশীদের কল্যাণে আমি সবকিছু করতে বদ্ধ পরিকর। অনুষ্ঠানে জেবিবিএ'র পক্ষ থেকে তাকে ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রিজিয়া পারভীন সহ চন্দন চৌধুরী, কামরুজ্জামান বকুল, রোকশানা মির্জা প্রমুখ। যন্ত্রে ছিলো মাটি ব্যান্ড।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International



Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আজ। বাঙালী জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ সরকার'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এর কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উপায় খুঁজে বের করতে যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২২



গতকাল ভীষণ মেঘলা ছিল প্রিয় আকাশটা। নিউইয়র্কের শীত মোটেই উপভোগ করছি না। আর এমন সময় আকাশটা মেঘলা হলে কার (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জেবিবিএ'র অভিষেক অনুষ্ঠানে সিনেটর চাক শুমার

বাংলাদেশীরা শান্তিপ্রিয় ও কঠোর পরিশ্রমী

বিশেষ প্রতনিধি: জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো গত শুক্রবার (০৪ মার্চ) উডসাইডে অবস্থিত গুলশান ট্যারেস পার্টি হলে। হারুন ভূইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউএস সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির লিডার চাক শুমার। অনুষ্ঠানে জেবিবিএর নয়া কমিটির (২০২২-২০২৪)'র কর্মকর্তাগণকে সিনেটরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



জেবিবিএ'র অভিষেক অনুষ্ঠানে সিনেটর চাক শুমারকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন নেতৃবৃন্দ



মন্তব্য প্রতিবেদন

জানেন দাদা 'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা'

হাবিব রহমানঃ ভবানি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতাটা আমাদের অনেকেরই জানা। সেই যে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নয়ন-আলী প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

অবিলম্বে সোসাইটির নির্বাচন অন্যথায় ইসি'র পদত্যাগ দাবী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নয়ন-আলী প্যানেল অবিলম্বে সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠনের দাবী জানিয়ে বলেছে নির্বচন কমিশন (ইসি) নির্বাচন আয়োজন করতে না পারলে ইসি দায়িত্ব থেকে সরে যাক। আমরা ইসির পদত্যাগ চাই। শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলটির (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সদর এসোসিয়েনের সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেটের উন্নয়নে ১২ হাজার কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহের আহ্বান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেটের উন্নয়ন নিয়ে নিউইয়র্কে নিজের এলাকাবাসীর সাথে খোলামেলা মতবিনময় করলেন সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। রাষ্ট্রীয় কাজে নিউইয়র্কের অবস্থানরত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সপ্তাহজুড়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন তিনি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



অধ্যাপক আকরাম আলী স্বরণে শোক সভা রোববার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সিলেট মদনমোহন কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, হোস্টেল সুপার, আজীবন আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক আকরাম আলী স্বরণে শোক সভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৩ মার্চ রোববার জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

'জ্যাকসন হাইটসে শ্লোগান স্টপ পুতিন, স্টপ ওয়ার'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: 'স্টপ পুতিন, স্টপ ওয়ার' শ্লোগান তুলে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে সমাবেশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। এসময় তারা ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব বিবেকের আন্তরিকতাপূর্ণ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ইয়েলো সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জুয়েল সভাপতি সিদ্দিক সম্পাদক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী ক্যাবীদের প্রথম সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক এর নির্বাচনে সভাপতি পদে সালমান জাহিদ জুয়েল নির্বাচিত হয়েছেন। পাশাপাশি সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের চারটি সদস্য পদে আহবাবুল চৌধুরী আহবাব, মোরশেদ খান শিবলী, নাসির উদ্দিন মালিক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



সকল মর্যাদার মানদন্ড হলো তাকওয়া

জাফর আহমাদ

হোক তা বংশীয় মর্যাদা বা দেশীয় মর্যাদা কোনটিই কিন্তু প্রকৃত মর্যাদার মাপকাঠি নয়। বরং আল কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত মর্যাদাবান (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

বিশ্বরেকর্ড গড়ে শচীন-মিয়াঁদাদের পাশে মিতালি রাজ

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ৬ টি বিশ্বকাপ খেলার দৃষ্টান্ত গড়লেন ভারতের অধিনায়ক মিতালি রাজ। পাকিস্তানের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যেসব বিষয়ের কারণে রক্তচাপ বাড়ছে সেগুলোকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে কমিয়ে ফেলাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মূলমন্ত্র। রক্তচাপ একজন মানুষের স্বাস্থ্যগত (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

হলিউডে 'কাভি খুশি কাভি গম'!

বিনোদন ডেস্ক: ২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউডের ব্লকবাস্টার ছবি 'কাভি খুশি কাভি গম'। বক্স অফিসে ১৩৬ কোটি রুপিরও বেশি ব্যবসা (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com